(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

শত বৎসরেরও পূর্ব্বেকার লোক। হিন্দু পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, তিনি আরও প্রাচীন।১ দশাঙ্ক-সংখ্যার অপরাপর প্রমাণ শককালীয়। তাহাদের অধিকাংশই আবার চারি শত শকেরও পরবর্ত্তী সময়ের। তাহার পূর্ব্বেকার প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত বস্তুত খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।২

সম্প্রতি আমরা একটা নূতন প্রমাণ পাইয়াছি। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়, মহাভারত-কালেরও পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে একটা সুপ্রাচীন আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি অষ্টাবক্র কোন সময়ে--তখন তিনি দ্বাদশবর্ষীয় ব্রহ্মচারী বালক মাত্র—বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বন্দীর সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। ঐ বন্দী মহাবিদ্বান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সংখ্যাত্মক বস্তু উল্লেখে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন।

বন্দী উবাচ,

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা
যমঃ পিতৄণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥ ৮ ॥

অষ্টাবক্র

দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ
দ্বৌ দেবর্ষী নারদপর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥ ৯ ॥

বন্দী উবাচ,

ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেয়ং
ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বতে
ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥ ১০ ॥

১। মহাভারতে (নীলকণ্ঠকৃত টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ, আদিপর্ব্ব, ৫৩।৬,৭) দেখা যায়, মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৃত ঋত্বিকগণের মধ্যে পিঙ্গল নামে দুই জন ঋষি ছিলেন। একজন অধ্বর্য্যু, অপরে সদস্য ছিলেন। ঐ সত্রে সশিষ্য ভগবান্ বেদব্যাস এবং আরও অনেক মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন। মগধাধিপতি বিন্দুসারের প্রধান সভা-পণ্ডিতের নামও পিঙ্গলাচার্য্য ছিল। ইহাদিগের কে 'ছন্দঃসূত্রে'র রচয়িতা, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

২। মধ্যভারতে নাগপুরের সন্নিকটে বিক্রমখোল গুহায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে স্থানীয়মান সহকারে দশাঙ্কসংখ্যার প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। ঐ লিপি নাকি শকাব্দ-প্রবর্ত্তক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা শাতবাহন বা শালিবাহন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। উহার উৎকীর্ণ কাল 'রসসির' অর্থাৎ ১৬ অব্দ। রস=৬, সির=সূর্য্য=১। যাহা হউক, শিলালিপিজ্ঞগণ এখনও এই বিষয়ে সন্দেহমুক্ত রহেন। (শ্রীহরিদাস পালিত, "বিক্রমখোল-লিপি," প্রবাসী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ সংখ্যা, ৫৪০—৩ পৃষ্ঠা)।

অষ্টাবক্র উবাচ,

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং

চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।

দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ

চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥ ১১ ॥

বন্দী উবাচ,

পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তি-

র্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।

দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াপ্সরাশ্চ

লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥ ১২ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে

ষট্ চৈবেমে ঋতবঃ কালচক্রম্।

ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ

ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ব্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥ ১৩ ॥

বন্দী উবাচ,

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ

সপ্ত চ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।

সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি

সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥ ১৪ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি

তথাষ্টপাদঃ সরভঃ সিংহঘাতী।

অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম দেবতাসু

যূপশ্চাষ্টাশ্রির্বিহিতা সর্ব্বযজ্ঞে ॥ ১৫ ॥

বন্দী উবাচ,

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৄণাং

তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্।

নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিষ্টা

নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ ॥১৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে

সহস্রমাহুর্দশপূর্ণং শতানি।

দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো

দশেরকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥ ১৭ ॥

বন্দী উবাচ,

একাদশৈকাদশিনঃ পশূনা-

মেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপাঃ।

একাদশ প্রাণভৃতাং বিকারা

একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥ ১৮ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহুঃ

জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।

দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতযজ্ঞ উক্তো

দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥ ১৯ ॥

বন্দী উবাচ,

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা

ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।

* * * * ॥ ২০ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী

ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ।

* * * * ॥ ২১ ॥" ১

একই অগ্নি বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হয়; এক সূর্য্য এই সমগ্র জগৎ আলোকিত করে; অরিহন্তা বীর দেবরাজ এক; পিতৃগণের ঈশ্বর যম একই। (৮)

সহচারী ইন্দ্রাগ্নি দুই; দেবর্ষি দুই—নারদ এবং পর্ব্বত; অশ্বিনীকুমার দুই; রথচক্র দুই এবং বিধির বিধানে ভার্য্যাপতি দুই। (৯)

কর্ম্মনিমিত্ত প্রজাজন্ম তিন; ত্রয়ী অনুসারে বাজপেয় সম্পন্ন হয়। অধ্বর্য্যুগণের বিধানানুযায়ী সবন তিন; লোক তিন এবং জ্যোতিও তিন বলিয়া কথিত হয়। (১০)

ব্রাহ্মণের আশ্রম চার; এই যজ্ঞের অধিকারী বর্ণ চার; দিক্ চার, গো চতুষ্পাৎ, তাহা সদা কথিত হয়। (১১)

অগ্নি পাঁচ; পঙ্‌ক্তি পাঁচ পদযুক্ত; যজ্ঞ নিশ্চয় পাঁচ; ইন্দ্রিয়ও পাঁচ; বেদে দেখা যায়, চূড়া পাঁচ এবং অপ্সরা পাঁচ। পুণ্য পঞ্চ নদ লোকে খ্যাত আছে। (১২)

কেহ কেহ বলেন, আধানে দক্ষিণা ছয়; কালচক্রে ঋতু ছয়; ইন্দ্রিয় ছয়; কৃত্তিকা ছয়; সমস্ত বেদে দেখা যায়, সাদ্যস্কা ছয়। (১৩)

গ্রাম্য পশু সাত; বন্য পশু সাত; সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে; ঋষি সাত; অর্হণা সাত; বীণাতন্ত্রী সাত, তাহা খ্যাত আছে। (১৪)

১। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৩৪ অধ্যায়, কলিকাতা সংস্করণ; ১৩৬ অধ্যায়, দাক্ষিণাত্য পাঠ, কুম্ভকোণ সংস্করণ।

অষ্ট শাণ শতমান ধারণ করে ; সিংহঘাতী সরভ অষ্টপাৎ ; প্রসিদ্ধ আছে—দেবতাদের বসু আট ; সর্ব্ব যজ্ঞে বিহিত যূপ অষ্টাস্রি। (১৫)

কথিত আছে, পিতৃগণের সামিধেনী নব।১ বিসর্গ নবসংযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। বৃহতী ছন্দঃ নবাক্ষরা বলিয়া সমুদ্দিষ্ট। গণনাযোগ (বা অঙ্ক) সর্ব্বত্রই নব মাত্র। (১৬)

দিক্ দশও উক্ত হয়। লোকে পুরুষের মায়া দশ ; তাহা শত ও সহস্র বলিয়াও কথিত হয়। গর্ভবতী মাত্র দশ মাস গর্ভ ধারণ করে। এরক দশ ; দাশ দশ ; এবং অর্হ দশ। (১৭)

জীবের ইন্দ্রিয়বিষয় একাদশ ; পশু-যূপ একাদশই ; ইন্দ্রিয়বিকার একাদশ ; স্বর্গে রুদ্র একাদশ, প্রসিদ্ধ আছে। (১৮)

সংবৎসরে মাস দ্বাদশ ; জগতীর পাদে দ্বাদশ অক্ষর ; প্রাকৃতযজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞ লোকেরা কহেন, আদিত্য দ্বাদশ। (১৯)

প্রশস্ত তিথি ত্রয়োদশ ; পৃথিবীতে দ্বীপ ত্রয়োদশ ;...। (২০)

কেশী ত্রয়োদশাহ গমন করেন ; অতিচ্ছন্দ (অতিজগতী) ত্রয়োদশ ; ..। (২১)

অষ্টাবক্র ও বন্দীর এই আলোচনার গূঢ়ার্থ দুর্ব্বোধ্য। সমস্তটা একটা 'অঙ্কসংজ্ঞা-নিঘণ্টু' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সকলকে তাহার একটা বাক্য বিশেষভাবে অবধান করিতে বলি। "নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ"২—অর্থাৎ গণনাযোগ (বা অঙ্ক) সদাই নব মাত্র। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি (১৫০০ শককাল প্রায়) এই প্রকারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নবৈবাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যথেষ্টং সংখ্যাবাচিনো ভবন্তি।" তিনি উহার একটা প্রাচীন টীকাও অনুবাদ করিয়াছেন, "গত্বাঽনন্তং নবাঙ্কী গণিতমিব...।"

হিন্দুগণিতশাস্ত্রে 'অঙ্ক' সংজ্ঞা ৯ খ্যাপন করে। হিন্দুরা শূন্য চিহ্নকে ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন না। সেই হেতু তাঁহারা নবাঙ্কের কথা বলেন।৩ কিন্তু হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংখ্যাপ্রণালীতে শূন্য চিহ্নকে লইয়া সর্ব্বসমেত দশটা অঙ্ক আছে। সেই নিমিত্ত মধ্য যুগের পাশ্চাত্ত্য গণিতবিদ্‌গণ উহাকে দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী বলিতেন। ঐ নামেই উহা এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। এই সম্বন্ধে আমরাও সুপ্রাচীন হিন্দু নামের পরবর্ত্তে সেই বহুপরিচিত নামকে, কালধর্ম্মে সমীচীন মনে করিয়া, গ্রহণ করিয়াছি।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, অষ্টাবক্রোপাখ্যান অতি প্রাচীন। বনবাসকালে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পাণ্ডবগণ ঋষি ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী সহ মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুরাতন আশ্রমে উপস্থিত হন। তাহা তখন মহাপুণ্যতীর্থ বলিয়া

১। যে ঋক্ পাঠ করিয়া হোতা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন করেন, তাহার নাম 'সামিধেনী'। 'শতপথব্রাহ্মণে' (১৷৩৷৫) এই 'সামিধেনী' শব্দের নির্ব্বচন আছে। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' (৩৷৫) আছে, সামিধেনী একাদশটি।

২। দাক্ষিণাত্য পাঠানুসারে, 'নবৈব যোগো গণনামেতি শশ্বৎ'।

৩। এই বিষয়ে লেখকের "শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৮—৩০ পৃষ্ঠা ; বিশেষভাবে ২৮-৯ পৃষ্ঠা)।

পরিগণিত হইত। বস্তুত মহর্ষি শ্বেতকেতু এবং তাঁহার পিতা মহর্ষি উদ্দালকের নাম আজ পর্য্যন্ত চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে যে অমৃতোপদেশ দিয়াছিলেন, যাহার পরমবাণী "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," 'হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই পরব্রহ্মই,' তাহা আজ পর্য্যন্ত জগৎকে মুগ্ধ করে। সেই মহাবাণীর উৎপত্তিক্ষেত্র, মহর্ষি শ্বেতকেতুর মহাপবিত্র আশ্রমের অতীত মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষি লোমশ যুধিষ্ঠিরকে প্রাচীন অষ্টাবক্রোপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ আশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।১

এই প্রকারে স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখা যায়, মহাভারতকালের পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল। 'মহাভারত' মূলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হয়। তখন তাহার নাম ছিল 'ভারত'। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উহা ক্রমে বিরাট্ কলেবর ধারণ করে। তখন হইতে উহা 'মহাভারত' নামে বিখ্যাত হয়। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বালগঙ্গাধর তিলকপ্রমুখ মনীষিগণ প্রমাণ করিয়াছেন, শকপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে মহাভারত বর্ত্তমান আকারে ছিল।২

অষ্টাবক্রোপাখ্যানাত্মক মহাভারতাংশ যে প্রাচীন, তাহা স্বতন্ত্ররূপেও প্রমাণ করা যায়। তত্রস্থ অঙ্কসংজ্ঞা পরবর্ত্তী কালে ব্যবহৃত সংজ্ঞা হইতে বহুলাংশে ভিন্ন। তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র প্রদর্শন করিয়াছি।৩ যথা, ১ সংখ্যা বিবক্ষার্থ উক্ত উপাখ্যানস্থ অঙ্কনিঘণ্টুতে অগ্নি, সূর্য্য, দেবরাজ ও যম সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের সংজ্ঞা, অগ্নি = ৩, সূর্য্য = ১২, দেবরাজ (= ইন্দ্র) = ১৪ এবং যম = ২। আদিত্য = ১২ সংজ্ঞা তথায় ও পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে আছে। অগ্নি = ৫,ব্যবহার অপর কুত্রাপি পাই নাই। উহার উপপত্তি শ্রুত্যুক্ত কঠোপনিষদের পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় পাওয়া যায়। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেও বেদ = ৪। কিন্তু ঐ উপাখ্যানে বেদ ত্রয়ী, চার নহে। উহাতে এমন আরো কতকগুলি সংজ্ঞা আছে, যেগুলি পরবর্ত্তী কালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। যথা, সাদ্যস্কা = ৬, গ্রাম্য পশু = বন্য পশু = ৭, যূপ = ৮, ১১, চূড়া = অপ্সরা = ৫, সামিধেনী = ৯, শাণ = ৮, বিসর্গ = ৯, ইত্যাদি। ইহাদের কতকগুলির উপপত্তি বৈদিক, সেইখানেই উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে মনে হয়, অষ্টাবক্রোপাখ্যানোক্ত অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু হিন্দুস্থানের অবৈদিক—জৈন এবং বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বকালের। উহা বৈদিক প্রভাবান্বিত যুগেই রচিত হইয়াছিল।

১। অষ্টাবক্র মহর্ষি উদ্দালকের প্রিয় শিষ্য এবং জামাতা ঋষি কহোড়ের পুত্র। সুতরাং শ্বেতকেতুর, ভাগিনেয়। উভয়ে প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তাঁহারা মহর্ষি উদ্দালকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিজয়ার্থে তাঁহারা একদা বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন। সেইখানে জনকের বন্দীর সহিত অষ্টাবক্রের প্রতিযোগিতা হয়।

২। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', পুনা, পৃষ্ঠা ৮৭-৯০, ১১১ ও ১৪৭; বালগঙ্গাধর তিলক, 'গীতারহস্য', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত বাঙ্গালা ভাষান্তর, কলিকাতা, ১৯৮১ সম্বৎ, ৫৬৭-৫৭১ পৃষ্ঠা।

৩। 'শব্দসংখ্যাপ্রণালী', ২১ পৃষ্ঠা।

আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অষ্টাবক্রোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মচারী অষ্টাবক্র যখন যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন, তথাকার দ্বারপাল তাঁহাকে বালক দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তিনি জনক রাজাকে আপনার বিদ্যাবত্তায় তুষ্ট করিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। রাজা বলিলেন,

"ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য চতুর্বিংশতিপর্ব্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্টিশতারস্য বেদার্থং স পরঃ কবিঃ॥" ১

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন,

"চতুর্ব্বিংশতিপর্ব্ব ত্বাং ষন্নাভি দ্বাদশপ্রধি।
তত্ত্রিষষ্টিশতারং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি॥" ২

অত্রস্থ 'ত্রিষষ্টিশত'=৩৬০, ব্যবহার অদ্ভুত। বৈদিক সাহিত্য এবং পাণিনির ব্যাকরণ মতে ত্রিষষ্টিশত=১৬৩; এবং আধুনিক মতে উক্ত সংখ্যা ৬৩০০। ঐ শ্লোকদ্বয়নিহিত বস্তুর ভাবও সম্পূর্ণ বৈদিক।৩ এই সমস্ত বিষয় অষ্টাবক্রোপাখ্যানের প্রাচীনত্বের সূচক।

দশাঙ্ক সংখ্যার অপর প্রমাণও মহাভারতে পাওয়া যায়। তবে তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের মত নিঃসন্দিগ্ধ নহে। তথাপি সুধীবর্গের বিচারার্থ আমরা এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিব।

দেবর্ষি নারদের উপদেশে পাণ্ডবেরা নিয়ম করিলেন যে, তাঁহাদের একজন যখন দ্রৌপদীর গৃহে থাকিবেন, তখন অন্য কোন জন তথায় যাইতে পারিবেন না। যিনি এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া বার বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।৪ অর্জ্জুন ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করেন। সেই কারণে তাঁহাকে বার বৎসর বনবাস করিতে হয়। ঐ কালের শেষভাগে তিনি দ্বারকায় গমন করেন। তথায় তিনি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন, বনবাসকালের কতটা অতীত হইলে অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করেন? মহাভারত বলে৫—

"সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং"

১। বনপর্ব্ব, ১৩৩।২৪ (কলিকাতা সং)=১৩৫।২৬ (কুম্ভকোণ সং)। শেষোক্ত সংস্করণের পাঠ—"ষন্নাভের্দ্বাদশাঙ্কস্ত" ইত্যাদি।

২। ঐ, ১৩৩।২৫ (কলিকাতা সং)=১৩৫।২৭ (কুম্ভকোণ সং)।

৩। ব্রহ্মচক্রের এই প্রকার বর্ণনা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।৪) দেখা যায়।

৪। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১২।২৯

৫। "স বৈ সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং বনে বসন্॥
ততোঽগচ্ছদ্ধৃষীকেশং দ্বারাবত্যাং কদাচন।
লব্ধবাংস্তত্র বীভৎসুর্ভার্য্যাং রাজীবলোচনাম্॥"

আদিপর্ব্ব, ৬১।৪২-৩

নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"দশসংখ্যাপূরকত্বাৎ পূর্ণশব্দেন দশগুণমুচ্যতে, সংবৎসরং পূর্ণম্ একঞ্চ, তথা মাসং পূর্ণমেব। তেন একাদশ সংবৎসরাঃ দশ মাসাশ্চ ভবন্তি। তেষাঞ্চ সৌরাণাং প্রত্যব্দং সপাদপঞ্চদিনবৃদ্ধ্যা সাবনা দ্বাদশাব্দা ভবন্তি। অন্তে তু মাসশব্দেন দ্বাদশসংখ্যাং লক্ষয়ন্ত একশব্দবৈয়র্থ্যমেকবচনানুপপত্তিঞ্চ নেক্ষন্তে।"

দশসংখ্যার পূরক বলিয়া দশকে পূর্ণ বলে। পূর্ণ এবং এক সংবৎসর, আর পূর্ণ মাস। তাহাতে এগার বৎসর দশ মাস হয়। এইগুলি সৌর অব্দ। বৎসরে ৫¼ দিন হিসাবে বৃদ্ধি করিলে, সাবন মতে বার বৎসর হয়। অপরে মনে করেন, মাস শব্দই দ্বাদশ বুঝায়। তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, তাঁহাদের ব্যাখ্যা সত্য হইলে, মূলের 'এক' শব্দ নিরর্থক হয়; এবং একবচনান্ত 'সংবৎসরং' পদের উপপত্তি হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, নীলকণ্ঠ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের ব্যাখ্যা মতে, অর্জ্জুন দ্বারকা গমনের পূর্ব্বেই বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল, বার বৎসর, পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ, মহাভারতের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, অর্জ্জুন বৎসরাধিক ("সংবৎসরপরাঃ") কাল দ্বারকায় বাস করেন। তদনন্তর কিছুকাল পুষ্করে থাকিয়া, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ করেন।[১] সুতরাং দ্বারকায় গমনের পূর্ব্বে এগার বৎসরের কম এবং দশ বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই মহাভারতের মূলোক্তির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই বিষয়ে কোন প্রকার মতদ্বৈধ হইতে পারে না। নীলকণ্ঠ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারের ব্যাখ্যায় সেই সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

যদিও নীলকণ্ঠের অনুসরণে স্বীকার করা যায় যে, পূর্ণ = ১০, তবে 'সংবৎসরং পূর্ণং মাসঞ্চৈকং' বাক্যের অর্থ হইবে 'দশ বৎসর এক মাস'। এই মতে, অর্জ্জুন দশ বৎসর এক মাস বনবাসের পর দ্বারকায় গমন করেন। ইহাতে মহাভারতের পূর্ব্বাপর সমস্ত উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত পূর্ণ=১০, ব্যবহার কোথাও দেখি নাই।[২] সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়; জন্ম ১০৩৬ শকাব্দ)-কৃত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে পাওয়া যায় পূর্ণ=০। মহাভারতের যুগে পূর্ণ শব্দ যে দশ সংখ্যা খ্যাপন করিত, তাহার

১। "উষিত্বা তত্র কৌন্তেয়ঃ সংবৎসরপরাঃ ক্ষপাঃ ॥ ১৩ ॥
বিহৃত্য চ যথাকামং পূজিতো বৃষ্ণিনন্দনৈঃ।
পুষ্করে তু ততঃ শেষং কালং বর্ত্তিতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥
পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে খাণ্ডবপ্রস্থমাগতঃ।"

আদিপর্ব্ব, ২২১ অধ্যায়।

২। এই বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে, (ক) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "আঙ্কিক শব্দ" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২১৫-২৪৮ পৃষ্ঠা), এবং (খ) শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "নাম-সংখ্যা" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা; বিশেষ ১৮ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

কোন প্রমাণ নীলকণ্ঠ দেন নাই; (পূর্ব্বোক্ত অঙ্কনিঘণ্টুতে নাই। মহাভারতের অপর কুত্রাপি) আমরা পাই নাই।১ সেই কারণে এই ব্যাখ্যাও ঠিক মনে হয় না।

"সংবৎসরং পূর্ণং মাসশ্চৈকং" বাক্যের অন্বয়, 'সংবৎসরং পূর্ণম্ একং মাসঞ্চ' অথবা 'সংবৎসরং পূর্ণম্ একং মাসম্ একং চ', এই প্রকার করা সমীচীন মনে হয়। পূর্ণম্=০, একম্=১। অঙ্কস্য বামা গতিঃ। সুতরাং পূর্ণম্ একম্=১০। এইরূপে অর্জ্জুনের দ্বারকা-গমনের পূর্ব্বে দশ বৎসর দশ বা এক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল। এই প্রকার ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি হয় না। সেই হেতু তাহা গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়, মহাভারতে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব দশাঙ্ক-সংখ্যাপ্রণালীও তখন জানা ছিল।

নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা মতে, মহাভারতের অপর এক স্থলে নামসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার আছে। শরশয্যায় শায়িত কুরুপিতামহ বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দেহত্যাগের পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

"অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষং পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥" ২

এই বচনে "অষ্টপঞ্চাশতং" পদ কোন্ সংখ্যা খ্যাপন করে? নীলকণ্ঠ বলেন, ৪২। 'অষ্টপঞ্চাশতং' = অষ্টপঞ্চ + অশতং = ১০০—অষ্টপঞ্চ; অষ্টপঞ্চ = ৫৮; সুতরাং অষ্ট-পঞ্চাশতং=১০০ – ৫৮ = ৪২। তিনি মনে করেন, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। নতুবা, মহাভারতের (তথা ভারত-সাবিত্রীর) বিভিন্ন উক্তিসমূহের পরস্পর সঙ্গতি হয় না।

"তথা 'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ' ইতি ভীষ্মবচনং তু 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' 'ত্রিভাগমাত্র(?-শেষঃ)পক্ষোঽয়ং' ইতি বাক্যশেষানুসারাৎ অশতং শতহীনং যথা স্যাত্তথা অষ্টপঞ্চ অষ্টপঞ্চাশদ্রাত্রয়ো ব্যতীতা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। বিলোমশোধনাৎ অষ্টপঞ্চাদূনং শতং রাত্রয়ো দ্বাচত্বারিংশদ্রাত্রয়ো ব্যতীতা ইত্যর্থঃ। তথা চ পৌষকৃষ্ণাষ্টমীতো মাঘশুক্লপঞ্চম্যাং তাবতী দিনসংখ্যা পূর্য্যতে, পক্ষস্য চ তৃতীয়ো ভাগো গতো ভবতি; তত্রাপ্যেকতিথিক্ষয়াৎ পঞ্চম্যাঃ দ্বিচত্বারিংশত্তমত্বং জ্ঞেয়ম্" ইত্যাদি।৩

১। মহাভারতের কোন কোন স্থানে নাম-সংখ্যা ব্যবহারের দু-একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, কৃতি =৪ (শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২।৯৯); চতুঃষষ্টি =কলা (সভাপর্ব্ব, ৬১-৯, "চতুঃষষ্টিবিশারদ")। এইটা সম্পূর্ণ বৈদিক প্রয়োগ। বস্তুনির্দ্দেশার্থ সংখ্যা ব্যবহার বেদার্ব্বাক্ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভীষ্ম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শিশুপালের রাজধানীতে 'ত্রিদশ' রাত্রি ("ত্রিদশাঃ ক্ষপাঃ", সভাপর্ব্ব, ২৯।১৬) বাস করেন। ত্রিদশ=ত্রি+দশ =১৩ (নীলকণ্ঠ); ত্রি×দশ=৩০ (কালীপ্রসন্ন সিংহ)। আমাদের মনে হয়, ত্রিদশ=৩৩। কেন না, ত্রিদশ বা দেবতার সংখ্যা ৩৩।

২। অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭।২৭-৮

৩। ভীষ্মপর্ব্ব, ১৭।২-৩ শ্লোকের টীকা দেখ।

এই ব্যাখ্যা সত্য হইলে, স্থানীয়মানযুক্ত নামসংখ্যা প্রয়োগের আর একটা মহাভারতে পাওয়া যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ স্বয়ং পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যা মানেন নাই। অপরত্র তিনি বলিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'=৫৮। (পরে দেখুন)। আধুনিক লেখকেরাও সেই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।১ তাহাই সঙ্গত মনে হয়। বেদের শাখা নির্দ্দেশকালে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যজুর্ব্বেদের শাখার সংখ্যা "ষট্পঞ্চাশতমষ্টৌ চ সপ্তত্রিংশতমিত্যুত।"২ অর্থাৎ ৫৬+৮+৩৭=১০১। 'ষট্পঞ্চাশতং'=৫৬, সপ্তত্রিংশতং=৩৭, এই প্রকার ব্যাখ্যা না করিলে যজুর্ব্বেদের শাখার সংখ্যা সম্বন্ধে মহাভারতের উক্তি ভুল হয়।

দেখা যায়, আসল কথা আরও দুরূহ। 'অষ্টপঞ্চাশতং' পদের অর্থ ৪২, কি ৫৮, যাহাই করা যাউক না কেন, কিছুতেই ভীষ্মের শরশয্যা-সম্পর্কিত মহাভারতোক্তিসমূহের সঙ্গতি হয় না। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতেছি। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে বীরবর ভীষ্মের পতনের পর যুদ্ধ আট দিন চলিয়াছিল। ইহা সর্ব্বজনবিদিত। যুদ্ধ শেষ হইলে বিজয়ী পাণ্ডবগণ অশৌচ নিমিত্ত এক মাস হস্তিনাপুরের বাহিরে গঙ্গাতীরে বাস করেন—

"তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ॥"৩

তদনন্তর তাঁহারা পুরমধ্যে প্রবেশ করতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, শ্রাদ্ধ দান, এবং প্রজাসান্ত্বনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সমস্ত কার্য্যে কত দিন ব্যতীত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ মহাভারতে নাই। যাহা হউক, কিছু দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে মহাত্মা ভীষ্মকে দর্শন করিতে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় তিনি বলিলেন,

"পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।
ততঃ শুভৈঃ কর্ম্মফলোদয়ৈস্ত্বং
সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্॥ ১৪॥

১। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "দুইটি মহাভারতীয় প্রশ্ন" (প্রবাসী, ৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২৩০-৫ এবং ৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠা); শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "মহাভারতের যুদ্ধকাল নির্ণয়" (ভারতবর্ষ, ২০শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯, ৫৮১—৭ পৃষ্ঠা; বিশেষভাবে, ৫৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২।৯৮

৩। শান্তিপর্ব্ব, ১।২

নীলকণ্ঠ বলেন, "তত্র গঙ্গাতীরে পুরাদ্বহির্ম্মাসমাত্রবাসস্য প্রয়োজনন্তু যৎ ক্বচিচ্ছদ্মযুদ্ধং কৃতং তজ্জন্যদোষনির্হরণেন শুদ্ধিসম্পাদনম্। তদেতদুক্তং শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্ত ইতি। ন তত্র শাবাশৌচশুদ্ধির্ম্মাসমাত্রেণেতি বিবক্ষিতম,..."দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।"...ইতি মনুবাক্যবিরোধাৎ।...কিঞ্চ...সংগ্রামহতানাং সপিণ্ডাঃ সদ্য এব শুধ্যন্তীত্যুক্তং মনুনা। তেন দ্বাদশাহমপি নৈষামশৌচং মাসস্তু দূরতো নিরস্ত ইতি প্রতীয়তে। যদ্বা সৌপ্তিকে পশুবদ্ধতানাং সুহৃদাং দ্বাদশাহমশৌচমস্তি তেন যুদ্ধদিনেষষ্টাদশাহপর্য্যন্তং প্রত্যহমাশৌচপ্রাপ্তিঃ সদ্যঃ শুদ্ধিশ্চান্তদিনে প্রাপ্তস্যাশৌচস্য দ্বাদশাহেন নিবৃত্তিরিতি মাসং শৌচসম্পাদনোক্তির্যুজ্যতে।"

ব্যাবর্ত্তমানে ভগবত্যুদীচীং
সূর্য্যে জগৎকালবশং প্রপন্নে।
গন্তাসি লোকান্ পুরুষপ্রবীর
নাবর্ত্ততে যানুপলভ্য বিদ্বান্॥ ১৬॥"১

অত্রস্থ "পঞ্চাশতং ষট্ চ" বাক্যোক্ত সংখ্যা, নীলকণ্ঠের মতে, ৩০। তিনি বলেন,

"পঞ্চাশতং ষট্ চেতি তব জীবিতসম্বন্ধিনাং দিনানাং শেষং পঞ্চষট্ চ পঞ্চবারমাবর্ত্তিতাঃ ষড়িতি রীত্যা ত্রিংশদিতি জ্ঞেয়ং তাবদেব আশতং শতাবধি যদ্দিনানাং শতেন কর্ত্তুং শক্যং তত্রিংশতাপি কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। 'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতা' ইতি ভীষ্মো বক্ষ্যতি। তত্র ত্রিংশদতঃ পরং শিষ্টা অষ্টাবিংশতিরিতঃ পূর্ব্বং ব্যতীতাঃ। তথাহি ভীষ্মস্য শরতল্পশয়নান্তরমষ্টৌ দিনানি যুদ্ধং ততো দুর্য্যোধনাশৌচং যুযুৎসোঃ ষোড়শদিনানি তেন সহ পুরং প্রবিশতাং পাণ্ডবানামপি তাবন্তি দিনানি গতানি। পঞ্চবিংশে সর্ব্বেষাং শ্রাদ্ধদানম্। ষড়্বিংশে পুরপ্রবেশঃ। সপ্তবিংশে রাজ্যাভিষেকঃ। অষ্টাবিংশে প্রকৃতিসান্ত্বনমাভ্যুদয়িকং দানঞ্চ। ঊনত্রিংশে ভীষ্মং প্রত্যাগমনং। তদ্দিনমারভ্য ত্রিংশদ্দিনানি শিষ্টানীতি জ্ঞেয়ম্।"

এই ব্যাখ্যার দুই স্থলে নীলকণ্ঠ আত্মবিরোধ করিয়াছেন। এখানে তিনি লিখিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'=৫৮। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'= ১০০—৫৮=৪২। এ স্থলে তিনি বলিয়াছেন, পাণ্ডবেরা ষোল দিন গঙ্গাতীরে থাকিয়া অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা 'মাসমাত্র' অশৌচ পালন করেন। তাহা মূল মহাভারতেরই উক্তি। নীলকণ্ঠও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আবার বিকল্পে দেখাইয়াছেন, যুদ্ধের আঠার দিন লইয়াই এক মাস। সুতরাং, ব্যাখ্যান্তর মতে, তাঁহারা অশৌচ রক্ষার্থ প্রকৃত বার দিনই গঙ্গাতীরে বাস করেন। তার পর এইখানে উক্ত হইয়াছে, শ্রাদ্ধদান পুরপ্রবেশের পূর্ব্বে হয়। কিন্তু মূলে দেখা যায়, শ্রাদ্ধক্রিয়া পুরপ্রবেশ এবং রাজ্যাভিষেকের পরে হয়।

ভীষ্মের ধর্ম্মোপদেশ শেষ হইলে, ভগবান্ ব্যাসের পরামর্শে, মহারাজ যুধিষ্ঠির, পিতামহের অনুমতি লইয়া, হস্তিনানগরে চলিয়া যান। তথায় তিনি রাজ্য শাসনাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। "পঞ্চাশ রাত্রি" ব্যতীত হইলে, উত্তরায়ণ-সমাগম দেখিয়া, তিনি ভীষ্মের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

"উষিত্বা শর্ব্বরীঃ শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে।
সময়ং কৌরবাগ্রস্য সস্মার পুরুষর্ষভঃ॥"২

সেই দিনেই মহাত্মা ভীষ্ম নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

মহাভারতের যুগে,—শককালের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে—হিন্দুগণ সংখ্যা খ্যাপনার্থ কোনরূপ অঙ্ক ব্যবহার করিতেন কি না, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে সন্দেহ করেন। তাঁহাদের প্রত্যয়ের জন্য আমরা মহাভারত হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

বনবাসকালে পাণ্ডবগণ একদা দ্বৈতবনে কোন এক সরোবরের তীরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। সেই সময় দুর্য্যোধন—কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে, একবার দ্বৈতবনে গমন করেন।

১। শান্তিপর্ব্ব, ৫১ অধ্যায়। ২। অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭।৫।

তাঁহাদের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, পাণ্ডবগণের দৈন্যাবস্থা দর্শন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহের জন্য তাঁহারা মৃগয়া ও ঘোষযাত্রার ছল করেন। কর্ণ এবং শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইলেন,

"স্মারণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাঙ্কনম্।" ১

"স্মারণের এবং (নূতন) বৎসসমূহকে অঙ্কনের সময় হইয়াছে।" স্মারণ এবং অঙ্কন কাহাকে বলে, পরে প্রতীত হইবে। নীলকণ্ঠ বলেন, "স্মারণে স্মারণহেতৌ কর্ম্মণি গবাং সংখ্যাপূর্ব্বকং বয়োবর্ণজাতিনাম্না লেখনে।"

যাহা হউক, ঐ ছলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া দুর্য্যোধন অমাত্য ও সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে গমন করেন। তথায়,

"দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিবঃ ॥
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপসৃতাস্বপি।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কা(? ক)লয়ামাস তা অপি ॥
অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্।
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দনঃ ॥"২

"তখন তিনি শতে শতে ও হাজারে হাজারে গরু দেখিলেন। অঙ্ক ('অঙ্কৈঃ') এবং চিহ্ন ('লক্ষৈঃ') দ্বারা রাজা সেই সকলের পরিচয় জানিলেন। অনন্তর (নূতন) বৎসসমূহকে অঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে দমনার্হ ও বাল বৎসসমূহকে পৃথক্‌ভাবে গণনা করিলেন। তিন বৎসরবয়স্ক গোসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। এইরূপে স্মারণ করিয়া, কুরুনন্দন গোপালকগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, স্মারণ অর্থ—সংখ্যান বা সংখ্যা পরিগণনা। ইংরাজী ভাষাতে যাহাকে 'সেন্‌সাস' বলে, স্মারণ বস্তুত তাহাই। সুতরাং নীলকণ্ঠের গৃহীত অর্থ ঠিকই।

এখন দেখিতে হয়, অঙ্কন কি? সংস্কৃত 'অঙ্ক' শব্দের সাধারণ অর্থ 'চিহ্ন'। 'লক্ষ' শব্দের সাধারণ অর্থও ঠিক তাহাই। উপরে অনূদিত মহাভারতোক্তিতে 'অঙ্ক' এবং 'লক্ষ' উভয় শব্দই এই একই সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেহেতু, একই সাধারণ অর্থ হইলে গ্রন্থকার পর পর দুইটা শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার 'চ' শব্দ ব্যবহার দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, তিনি 'অঙ্ক' এবং 'লক্ষ' শব্দকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অঙ্ক' শব্দের বিশেষ অর্থ 'সংখ্যা-চিহ্ন'। যেমন হিন্দু-গণিতশাস্ত্রে দেখা যায়। 'লক্ষ' শব্দের বিশেষ অর্থ 'লক্ষ-সংখ্যা'। উক্ত অনুবচনে 'লক্ষ' শব্দ এই বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, অঙ্ক শব্দ তথায় 'সংখ্যা-চিহ্ন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ অঙ্ক দ্বারা দুর্য্যোধন গো-সংখ্যা জানিতে

১। বনপর্ব্ব, ২৩৮।৪ ২। ঐ, ২৩৯।৪-৬

পারিয়াছিলেন। তাহাও ঐ ব্যাখ্যার অনুকূলে বিশেষ যুক্তি। অঙ্কন অর্থ সংখ্যা-স্থাপন। গোপৃষ্ঠে অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে অপর চিহ্ন ('লক্ষ')ও দেওয়া থাকিত। তদ্দ্বারা গরুর জাতি বর্ণ ইত্যাদির পরিচয় নির্দ্দেশিত হইত। গো-শরীরে নানাপ্রকার পরিচায়ক 'লক্ষণ'১ বা 'লক্ষ্মন্' ২ দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মৈত্রায়ণী-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, রেবতী নক্ষত্রে চিহ্ন প্রদান প্রশস্ত। কেন না, ঐ নক্ষত্র ধনদায়ক৩।

মহাভারতে দেখা যায়, তখনকার রাজাদের গো-সংখ্যা কার্য্যের জন্য এক এক জন আধিকারিক থাকিতেন। তাঁহাকে "গো-সংখ্যাতা"৪ বা "গো-সংখ্য"৫ বলা হইত। দোহন, লালন-পালন, সেবা, চিকিৎসা, রক্ষণাবেক্ষণাদি গোসম্বন্ধীয় অপরাপর যাবতীয় কার্য্যেরও ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব বিরাট-রাজের 'গো-সংখ্যাতা'রূপে ছিলেন। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের "গো-সংখ্য" ছিলেন বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। "প্রতিষেদ্ধা চ দোগ্ধা চ সংখ্যানে কুশলো গবাম্।"৬ এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তখন গো-অঙ্কনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রণালী ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১। গোভিলগৃহ্যসূত্র, ৩।৬।৫ ২। অথর্ব্ববেদ, ৬।১৪২।২ ৩। মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৪।২।৯
৪। বিরাট পর্ব্ব, ৩।৮ ৫। ঐ, ১০।৫, ১০ ৬। ঐ, ৩।৮

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক

(আলোচনা)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪০ সনের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃত্তিবাসের জন্ম-শক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বার বার তিন বারের গণনার ফলে ঠিক করিয়াছিলেন যে, ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ তারিখে রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিন কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (সা-প-প, ১৩৪০, ১ম সংখ্যা)। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার অনুরোধ ও নির্দ্দেশ মত এই গণনা হয় বলিয়া, বসন্তবাবুর সন্দেহের জবাব আমারই দেওয়া উচিত, তাই দিতেছি।

১। রাজা কংসনারায়ণের সময়।

কংসনারায়ণের সময় সঠিক্ নির্ণয় করিবার উপকরণ আমার জানা নাই, তাহিরপুর রাজ-পরিবারের প্রাচীন সনদগুলি অনুসন্ধান করিলে হয় ত মিলিতে পারে। যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাউক। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বলেন,—"পরলোকগত ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন ; এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের মসনদে সমাসীন দুর্ব্বল হাবসী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসরে উত্তর-বঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন। কৃত্তিবাস ইহাঁকেই গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। গৌড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।" বলা বাহুল্য, প্রমাণাভাবে কালীপ্রসন্ন বাবুর মতেরও কোন সার্থকতা নাই, গৌড়ের ইতিহাসকারের মতেরও কোন সার্থকতা নাই। ঐতিহাসিক-আলোচনা-প্রণালী-গ্রাহ্য প্রমাণপ্রয়োগ ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় অসম্ভব।

তিনখানা মুদ্রিত পুস্তক হইতে তাহিরপুরের বংশাবলী উদ্ধৃত করিলাম।

৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত কুলশাস্ত্র-দীপিকা, ২৫৩ পৃষ্ঠা	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ, ২০৩ পৃষ্ঠা	৺লালমোহন বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত সম্বন্ধ-নির্ণয়, ৬৪৯ পৃষ্ঠা
১। কামদেব ভট্ট	কামদেব ভট্ট	কামদেব ভট্ট
২। বিজয় লস্কর	বিজয় লস্কর	পুত্র (নামোল্লেখ নাই)
৩। হরিনারায়ণ	উদয়নারায়ণ	উদয় (নারায়ণ)
৪। কংসনারায়ণ	হরিনারায়ণ	হরিনারায়ণ
৫। ইন্দ্রজিৎনারায়ণ	কংসনারায়ণ	কংসনারায়ণ
৬। সূর্য্যনারায়ণ	ইন্দ্রজিৎ (নারায়ণ)	
৭। লক্ষ্মীনারায়ণ	সূর্য্যনারায়ণ	
	লক্ষ্মীনারায়ণ	

কুলশাস্ত্র-দীপিকায় বিজয় লস্করের পুত্র উদয়নারায়ণের নাম বাদ পড়িয়াছে, অপর দুইখানি গ্রন্থে উহাঁর নাম থাকায় উহাঁকে কংসনারায়ণের পিতামহ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাহা হউক, এই নামে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কংসনারায়ণ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ পর্য্যন্ত নামগুলি প্রথম দুই গ্রন্থে এক ভাবেই আছে। এই পারম্পর্য্য বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র-সম্মত।

তাহিরপুর-রাজবংশের আদি ইতিহাস তাঁহাদের ঘরে রক্ষিত সনদাদি দৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। রাজসাহী গেজেটিয়ারে দেখা যায়, কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপক্রমে তাহিরপুরের ম্যানেজার কর্ত্তৃক রাজবংশের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোর্ড অব রেভিনিউতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিবরণ মতে কংসনারায়ণের পুত্র (নাম উল্লেখ নাই) দিল্লিতে যাইয়া, বাদশাহের আদেশমত বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া, পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লি লইয়া যান এবং জমীদারীর ৫২ পরগণা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। কংসনারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে) সাহায্য করাতে, তাহিরপুরের ৫২ পরগণার বন্দোবস্ত তিনিই লাভ করেন। ইন্দ্রজিতের পুত্র সূর্য্যনারায়ণ শাহ সুজার সুবেদারীর কালে তাঁহার কোপে জমীদারী হইতে বঞ্চিত হন, এবং বন্দী অবস্থায় দিল্লিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবের কৃপায় অবশেষে শুধু তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান।

কুলগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, ইন্দ্রজিৎ কংসনারায়ণের পৌত্র নহেন—পুত্র। কাজেই পিতা পুত্রে বিরোধ একটা হইয়া থাকিলে কংস ও ইন্দ্রজিতের মধ্যেই হইয়া থাকিবে। সুজার বাঙ্গালায় সুবেদারীর তারিখ ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্যে দুই বৎসর তিনি বাঙ্গালায় ছিলেন না। সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তের তারিখ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ (Fifth

Report—Madras Edition, 1883, পৃঃ ২৪৬) অর্থাৎ সুজার পতনের পরে আওরঙ্গজীবের রাজত্বে উহার প্রচলন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসিয়া ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোন বছরে সুজা বাঙ্গালার জমীদারগণের সহিত বন্দোবস্তে হাত দেন এবং তাহিরপুররাজ সূর্য্যনারায়ণের সহিত সম্ভবতঃ তখনই তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। সূর্য্যনারায়ণের পতন যদি প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে হয় এবং তাঁহার পিতা ইন্দ্রজিৎ যদি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে জমীদারী লাভ করিয়া থাকেন, তবে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কংসনারায়ণের অভ্যুদয় ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ মারা যান এবং শূরবংশের বাঙ্গালার সুবেদার মুহম্মদ খাঁ শূর বাঙ্গালা দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চৈতন্যদেব হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই প্রেমবিলাসের অন্যান্য অনেক উক্তির মত—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যবে হৈলা আবির্ভাব।
সে সময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রভাব ॥—চতুর্ব্বিংশ বিলাস।

এই উক্তিটিও কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

কংসনারায়ণের অভ্যুদয়কাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ=১৪৭২ শকাব্দ। ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় যে পুথি হইতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার তারিখ ছিল ১৪২৩ শকাব্দ। কৃত্তিবাস যে কংসনারায়ণের নিঃসন্দেহ পূর্ব্ববর্ত্তী, এই বিষয়ে আর এখন সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

২। কৃত্তিবাসের বংশধারা ও মেলবন্ধন।

নিম্নে কৃত্তিবাসের বংশলতা প্রদত্ত হইল। (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, বিশ্বকোষ আফিসের সংস্করণ, ৬৫ পৃঃ এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ২৩৭ এবং ২৬৭ পৃষ্ঠা)।

মুরারি ওঝা

বনমালী অনিরুদ্ধ

কৃত্তিবাস শান্তি মাধব মৃত্যুঞ্জয় বলভদ্র শ্রীকণ্ঠ চতুর্ভুজ লক্ষ্মীধর

মালাধর খাঁ মনোহর

সুষেণ পণ্ডিত গঙ্গানন্দ

এই বংশাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া, পরে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির বিচার করিতে হইবে

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪০৭ শকে 'মহাবংশ' রচনা করেন এবং ১৪০২ শকে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেন।

২। কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁ "মালাধর খাঁনী" মেলের প্রকৃতি এবং খুড়তত ভাইর নাতি গঙ্গানন্দ "ফুলিয়া" মেলের প্রকৃতি। এই দুই জন ১৪০২ শকে প্রাপ্তবয়স এবং সমাজের নেতা! ইহার ১০।১২ বছর আগে কৃত্তিবাসের মৃত্যু হইয়াছে ধরিলে, কৃত্তিবাসের মৃত্যু ১৩৯০ শকে হইয়াছে এবং অন্ততঃ ৭০ বৎসর কৃত্তিবাসের জীবনকাল ধরিলে, কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে হইয়াছে স্থির করিতে হয়। জ্যোতিষিক গণনায়ও ঠিক এই ১৩২০ শকই পাওয়া গিয়াছে।

৩। আর একটি প্রমাণও এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। চৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে গমন করেন। ১৫১৬ হইতে মৃত্যুকাল ১৫৩৩ পর্য্যন্ত তিনি নীলাচলেই অবস্থান করেন।[১] পুরীতে স্থায়িরূপে বসিয়া তিনি ফুলিয়া হইতে যবন হরিদাসকে ডাকাইয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগ-বিষয়ক পাঁচটি ছত্র তদীয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস," ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথম খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল ॥
হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত ॥
দুর্গাবরানুজ মনোহর মহা সে কুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ ॥

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষদের ছাপা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ১৪০ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে উপরের উদ্ধৃত পাঁচ ছত্রের প্রথম ছত্রটি মাত্র আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরিষদের পুথিশালায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যতগুলি পুথি আছে, তাহা আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং পরিষদের পুথিরক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা খোঁজ করাইয়াছি। উহাদের একখানাতেও এই চারি ছত্র পাওয়া যায় নাই। বসু মহাশয়ের নিকট লিখিয়া উত্তর পাইয়াছি যে, তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার ঘরের কোন পুথি দেখিয়া এই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূল পুথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই চারি ছত্র সন্দেহাত্মক হইয়া রহিলেও, সময় বিচারে এই চারি ছত্র অমূলক বলিয়া মনে হয় না। হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগের আনুমানিক কাল ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে(১৪৩৮ শকে) গঙ্গানন্দের ভ্রাতা সুষেণ পণ্ডিতকে জীবিত পাইলে, উহা মেলবন্ধনের তারিখের (১৪০২ শক) সহিত সামঞ্জস্য-যুক্তই হয়। উহাদের পিতামহ-পর্য্যায়ের কৃত্তিবাসের জন্মশক ইহা হইতেও অনুমান করা যায়।

এই সমস্যা বিচারে কংসনারায়ণের কথা যে আসিতেই পারে না, তাহা উপরে

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—Chaitanya and His Companions, পৃঃ ৬ ও ১০।

দেখাইয়াছি। কাজেই হিন্দু কর্ম্মচারিপূর্ণ রাজসভার অধীশ্বর রাজা গণেশের সভাতেই যে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া, রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সন্দেহ করা নিরর্থক,—বিশেষতঃ জ্যোতিষিক গণনায় যখন, ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিন রবিবার পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান-ভুক্তি*

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়, 'লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ' নামক প্রবন্ধে, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজনৈতিক বিভাগগুলি (Administrative Division) স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রচুর শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বহু গবেষণা করিয়া, উহাতে অনেক ভুক্তি, মণ্ডল ও চতুরকের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম সীমা ও বর্দ্ধমান-ভুক্তির দক্ষিণ অংশের পূর্ব্ব সীমা বোধ হয়, যথাযথরূপে নির্ণীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও সম্প্রতি, 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' নামক প্রবন্ধে, ঐ বিভাগ দুইটীর সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।১ আমি কয়েক বৎসর সুন্দরবনের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া, ঐ বিভাগ দুইটীর পূর্ব্বোক্ত সীমা যত দূর নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ হইতে, বর্ত্তমান সময়ে হুগলী নদীর যে অংশ হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্য দিয়া সাগরে মিশিয়াছে, উহাকেই গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী ধরিয়া, উক্ত বিভাগ দুইটীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা গঙ্গা নদী নহে—অধুনা লুপ্ত সরস্বতী নদীর নিম্নাংশ। পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র খাল ভাগীরথীর শাখারূপে বর্ত্তমান খিদিরপুরের নিকট আদিগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া, শাঁকরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনসময় ইংরাজগণ কলিকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য উহা প্রশস্ত করতঃ ভাগীরথীর জলরাশি ঐ পথে চালিত করিয়াছিলেন।২ গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলিয়া আজিও হিন্দুগণ উহার উপর শব দাহ করেন না এবং উহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলিয়া বিশ্বাস করেন। শাঁকরোল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত খাল কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা খনিত হয়, তাহা আজিও জানা যায় নাই। ডি, ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও উহা বিদ্যমান ছিল।

অধুনা খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ সেতুর নিম্ন দিয়া হুগলী নদীর যে একটী ক্ষীণ প্রবাহ, প্রথমে পূর্ব্বমুখে ও তৎপরে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া, কালীঘাটের উপর দিয়া 'টালির নালা' বা 'আদিগঙ্গা' নদী নামে প্রবাহিত আছে, উহাই প্রাচীন কালে ভাগীরথী নদীর মূল স্রোত

---

* বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৬ই বৈশাখ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন পঠিত।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, দ্বিতীয় সংখ্যা।

২। 'বঙ্গদেশের ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা,' শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত; (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

ছিল, এবং তৎকালে কালীঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত রসা নামক স্থানের পশ্চিম দিক্ দিয়া বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর, দক্ষিণ-গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন সূর্য্যপুর, মুলটী, দক্ষিণ-বারাশত, সরিযাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ ও খাড়ী প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত। প্রাচীন বিবরণাদির মধ্যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলগমন এবং চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরগণের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ঐ প্রবাহের ও উহার উভয় তীরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত অনেক জনপদের উল্লেখ আছে।১

ভাগীরথী নদীর এই গর্ভ, মজাগঙ্গা বা 'গঙ্গার বাদা' নামে এক বিস্তৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বলিখিত গ্রামগুলির পার্শ্বে আজিও বিদ্যমান আছে। এতদ্দেশের হিন্দু অধিবাসিগণ, এখনও গঙ্গা এখানে অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে, এই বিশ্বাসে ও বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিধান মতে২, এই গঙ্গার বাদানামক নিম্নভূমির উপর শবদাহ করেন এবং উহার উপর খনিত পুষ্করিণীগুলির জলও গঙ্গাজলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।৩

চৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাগীরথী-প্রবাহ পূর্ব্বলিখিত জনপদগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ছত্রভোগের দক্ষিণ হইতে বহু শাখায় বিভক্ত ছিল এবং তখনও ঐ সমস্ত শাখা-নদী গঙ্গার শতমুখ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রাকালে ছত্রভোগের সান্নিধ্য হইতে গঙ্গার উক্ত শতমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।৪

ওম্যালি সাহেব বলেন যে, প্রবাদ—ঐ নদীগুলির মধ্যে বর্ত্তমান ১১, ১২ ও ১৪নং লাটের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত শতমুখী ঘিবাটী গাঙ্ বা ঘুঘুডাঙ্গা নদী ভাগীরথীর উক্ত মূল প্রবাহের অংশ। তাঁহার মতে উহা কাকদ্বীপের নিম্ন দিয়া বর্ত্তমান সাগর-দ্বীপের পূর্ব্বে প্রবাহিত

১। মল্লিখিত The Antiquities of the North-West Sundarbans, V. R. Society's Monographs, No. 4, পৃঃ ৩, ৪, ১২, ১৫-১৭।

২। "প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদেতু অন্তঃসলিলপ্রবাহিত্বান্ন দোষঃ।
অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়া সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ।"
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, গঙ্গামাহাত্ম্য।

৩। Bengal District Gazeteer, Vol. XXXI, পৃঃ ৭-৮।

৪। "ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥"—চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড।

ত্রিবেণী
সপ্তগ্রাম
হুগলী
খড়দহ
বেতড়
কালীঘাট
পিছলদা
কাকদ্বীপ

মড়িগঙ্গা নদীতে পড়িয়া সাগর-দ্বীপের অন্তর্গত ধবলাটের পশ্চিম দিকৃস্থ নদীর খাড়ি দিয়া প্রথমে পশ্চিমমুখে ও পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়াছিল।১ এই জন্যই এক্ষণে ধবলাটের পশ্চিমদিকৃস্থ নদীর মোহনায় প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে বিখ্যাত গঙ্গাসাগরের মেলা বসিয়া থাকে।

গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের যে তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন বিড্ডর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব-শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা দেওয়া আছে,—

উত্তর--ধর্ম্মনগরী সীমা।
পূর্ব্ব—জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা।
দক্ষিণ—লেংঘদেবমণ্ডপী সীমা।
পশ্চিম—ডালিম্বক্ষেত্র সীমা।২

এই চতুঃসীমা হইতে বুঝা যায় যে, বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরক নামক বিভাগ, পূর্ব্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড বর্ত্তমান হাওড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত বিড্ডরশাসন নামক গ্রামখানি কোথায় ছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে গোবিন্দপুরের অনতিদূরে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের ডায়মণ্ডহারবার শাখার বারুইপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে, শাসন নামে একখানি গ্রাম আছে। উহাই বোধ হয়, প্রাচীন কালে বেড্ডরশাসন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ধর্ম্মনগর নামে একটী জনপদ ও পূর্ব্বদিকে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক খাদ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

এই শাসন গ্রামের অবস্থান হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সেনরাজত্বকালে বর্দ্ধমানভুক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত আদিগঙ্গা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্ত্তমান চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বেহালা, বিষ্ণুপুর, বজবজ, ফলতা, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও কুলপি থানার সমগ্র অংশ ও আলিপুর, বারুইপুর, জয়নগর ও মথুরাপুর থানার কিয়দংশ, যাহা উক্ত আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত, বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন ছিল।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়, তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত খাড়ী-মণ্ডলের দক্ষিণাংশের পশ্চিম সীমা হুগলী নদী পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়,

১। Bengal District Gazetecr, Vol. XXXI, পৃঃ ৮।

২। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার-সঙ্কলিত Inscriptions of Bengal, ৩য় খণ্ড, ১৬ পৃঃ।

পূর্ব্বোক্ত ঘিবাটী গাঙ্ পর্য্যন্ত আদিগঙ্গা নদী ও তন্নিম্নে বর্ত্তমান মড়িগঙ্গা নদী উহার পশ্চিম সীমা ছিল এবং উহা চব্বিশপরগণা জেলার ১ নম্বর হইতে ১৭ নম্বর ও ১৯ নম্বর হইতে ২১ নম্বর লাট বাদে, অবশিষ্ট সমগ্র দক্ষিণাংশ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল।১

শ্রীকালিদাস দত্ত

১। **Map in the V. R. S. Monographs, No. 4.**

বিশেষ অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, ৬ই জুন ১৯৩৩, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিপূজা।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও সভাপতি মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিবিধ গুণাবলী ও পরিষদের উন্নতি বিষয়ে তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দান করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা আষাঢ় ১৩৪০, ১৮ই জুন ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস বাহাদুর—সভাপতি।

১। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন ও সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন,—(ক) রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া, (খ) অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম্-এ. (গ) পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া, (ঘ) কৈলাসচন্দ্র সরকার, (ঙ) বিজয়চন্দ্র সিংহ, (চ) ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, এবং (ছ) নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় বি-এল্।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্-এ মহাশয়-লিখিত "বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধে শুধু যে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহার উপযোগিতা আছে, তাহা

নহে, এই প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা এবং শুভঙ্করীর আর্য্যা ও জমির মাপের পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। এই সব কারণে প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, কোন্ রাজার আমলে এবং কোন্ কোন্ যুগে বঙ্গদেশের বিভাগ কি ভাবে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লেখক মহাশয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিলে ভাল হইত। এ বিষয়ে লেখক মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মিত্র, ১১৩ মথুর সেন গার্ডেন লেন, ২। শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর, ৩। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৪। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু, ৬১।১এ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, ৫। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, ৬। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বোলপুর, বীরভূম, ৭। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০।৭ গ্রে ষ্ট্রীট, ৮। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর মল্লিক, ৪৫ বীডন ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত প্রভাসকুমার মণ্ডল, ১১১।১এ, মাণিকতলা স্পার, ১০। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদ্দার বিদ্যাবিনোদ বি এ, পাবনা, ১১। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, ৯ বাদুড়বাগান রো, ১২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ৫৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ১৩। শ্রীযুক্ত রাধাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২।১ বেলেঘাটা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাগচী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, ১৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু এম্-এ, ব্যারিষ্টার, ১৮২ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, ১৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ দাশ বর্ম্মা, ৫৮বি দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, ১৭। শ্রীযুক্ত শচীন সেন, ১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, ১৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দে বি-এস্ সি, বর্দ্ধমান, ১৯। শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ১৫ আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(খ) উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। মেঘনাদবধ নাটক, দক্ষযজ্ঞ নাটক। শ্রীযুক্তা সরোজবালা দেবী—১। অমর গীতা, ২। শ্রীউপাসনা শিক্ষা, ৩। শান্তিশতকম্, ৪। পদাঙ্কদূত, ৫। বৈরাগ্যশতকম্, ৬। হংসদূতম্, ৭। দামোদরের কড়চা, ১ম ভাগ, ৮। ঐ, ২য় ভাগ, ৯। মিরাবাইয়ের কড়চা। ১০। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা, ১১। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ (সানুবাদ), ১২। ঐ (গিরিধর দাস), ১৩। গীতগোবিন্দকাব্যম্, ১৪। বিহারীলাল রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৫। একান্ন পদ, ১৬। বৈষ্ণবস্তোত্রনামামৃত, ১৭। ভক্তিতত্ত্ব সার। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১। সঙ্গীতলহরী। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ধর কবিরাজ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্য। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। আমার ব্যবসা জীবন (বিনোদবিহারী সাধু), ২। স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩। অনশনে মহাত্মা, ৪। ভারতের সাধনা। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—১। পরলোকের কথা। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। * কুসুমকানন। শ্রীযুক্ত বৈদ্য যাদবজী ত্রিবিক্রম আচার্য্য—১। কন্দর্পচূড়ামণি (হিন্দী), ২। পঞ্চরসিক, ৩। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা (২য়—৫ম,

৭ম—৯ম, ১১শ, ১৩শ—১৬শ সংখ্যা)। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব—১। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ—ইহার উদ্দেশ্য ও গঠনপদ্ধতি, ২। নারীহরণের প্রতিকার, ৩। ঠাকুরের চিঠি, ২য় খণ্ড, ৪। Balajirao Peshwa and Events in the North, Supplimentary, 1742—1761. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। গাথা (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত জে, কে, দাস—১। ভাতল সৈকতে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। *সচিত্র ভারতসংবাদ, ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড (২৯শে অগ্রহায়ণ), ৩য় খণ্ড (১৫ই পৌষ, ১২৭০) ২। *চিত্রদর্শন, ১ম খণ্ড, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, (১ম, পৌষ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা), ৩। *দর্শক—১২৮১ সাল, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৫ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। Indo Aryan Polity during the Period of the RgVeda. The Secretary, Smithsonian Institution—১। Absolute Intensities in the Visible and Ultra-violet Spectrum of a Quarterly Mercury Arc, ২। Carbon Dioxide Assimilation in a Higher Plant. The Director of Industries, Bengal—১। Textile Dyeing. The Secy. Publicity Board, Bengal—১। Counting the Cost. ২। What is being done for the Depressed Classes? ৩। আইন অমান্য ও সরকার, ৪। অশান্তির উপদ্রব, ৫। শিল্পে সরকারের সাহায্য, ৬। বেকারসমস্যা ও বাঙ্গালা। বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক—১। Record of the Works of the Vivekanada Mission, Vol. II. (1932-32) Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—১। Catalogue of Wall. paintings from Ancient Shrines in Central Asia and Sustan, ২। Summaiy of Instructions contained in the Statf Maunal of the Imperial Record Dept. for the Storage, Preservation, Repair and Destruction of Records. ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Haraprasad Memorial Volume of the Indian Historical Quarterly. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal for the year ending 30th June, 1932। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু—১। Aurora; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—১। A Brief Sketch of the Life of Rai Bahadur Sarat Chandra Benerjee.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিবার্ষিকী

১৫ই আষাঢ় ১৩৪০, ২৯এ জুন ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার।

লোয়ার সার্কুলার রোড গোরস্থানে প্রাতে ৮টার সময় কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের নেতৃত্বে কবির সমাধিপার্শ্বে প্রার্থনা এবং সমাধির উপর পুষ্পমাল্যাদি অর্পিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায়, শ্রীমতী সুহাসিনী রায় চৌধুরী এবং সভাপতি মহাশয় কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিশেষ অধিবেশন

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

পরিষদ্ মন্দিরে—ঐ দিন অপরাহ্ণ ৬া০টায়

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে "নাচিছে কদম্বমূলে"...এই গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শৈলেন দত্ত এবং শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ও সভাপতি মহাশয় মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

অতঃপর সঙ্গীতাদির অন্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৮ই আষাঢ় ১৩৪০, ২রা জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬া০টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্ট-লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয় পোকা-মাকড় হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই অতি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় অনেক বই লিখিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। ছেলেরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত এই সব বই পড়িয়া বুঝিতে ও উপভোগ করিতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নৈহাটীর অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখায় তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের লিখিত "কৃত্তিবাসের জন্মশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৬। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কতকগুলি কাস্কেট প্রভৃতি উপহার দিয়াছেন, এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

শ্রীযুক্ত জসিম-উদ্দীন এম্-এ, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, ২। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় এম্-এ, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মিত্র বি এ, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত মনোজ বসু এম্-এ, কলিকাতা।

(খ) উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। আমাদের শিক্ষা, ২। চুম্বন, ৩। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। ব্রহ্মচর্য্য, ২। বৈশাখী বাঙলা, ৩। হেমজ্যোতি, ৪। সন্ধ্যোপাসনা। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। * The Queen, 28th Sept. 1896 (Raja Rammohun Roy Number). শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। Port of Rangoon, Commission Charges and Rent By-Laws, General Information, ২। Do, Schedules of Charges etc. The Secretary, Publicity Board of Bengal—১। অনুন্নতের উন্নতি সাধন, ২। বাঙ্গালায় অপব্যয়, ৩। বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

৮ই শ্রাবণ ১৩৪০, ২৪এ জুলাই ১৯৩৩, সোমবার।

অদ্য প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদানের জন্য বহু সদস্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে উৎসব-সভা স্থগিত রাখা হয়। আরও স্থির হয় যে, এই উপলক্ষে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আগামী বার্ষিক অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৪০, ৩০এ জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

সভাপতি মহাশয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন যে, দেশবন্ধুর বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু আবশ্যক নাই। তিনি যখন সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব হন, তখন আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সমীপস্থ হইলে, দেশবন্ধু তাঁহার অতিপ্রিয় কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি (সংখ্যায় ৪২৪ খানি) পরিষৎকে দান করেন। পরিষৎ সেই পুথিসংগ্রহ হইতে তাঁহার ইচ্ছামত "সংকীর্ত্তনামৃত" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৪০, ৩০এ জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

১। সভাপতি মহাশয় প্রথমেই (ক) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর পুত্রগণের প্রদত্ত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়ের তৈলচিত্র এবং (খ) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের প্রদত্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের ব্রোমাইড্ চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চিত্রপ্রদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে বঙ্গভাষার শব্দ-দৈন্যের কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালাকে সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইলে শব্দ-সম্পদ্ বাড়াইতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

এই সময় সভাপতি মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়কে সভাপতির আসন দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা পাঠ করিলেন (পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)। যথারীতি সমর্থনের পর উক্ত তালিকায় লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র, (খ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, (গ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার (ঘ) শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং (ঙ মৌলভী খয়রুল্ আনাম। শ্রীযুক্ত নলিনারঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সমর্থনে ইঁহারা সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নিম্নোক্ত তালিকা পাঠ করিলেন,—(ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত— ১) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৯২, (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু-- ১৯১, (৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১৬২, (৪) শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—১৬২, (৫) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১৪০, (৬) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন— ১২৯, (৭) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—১২৬, (৮) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু--১২৫, ৯) শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকি—১২৩, (১০) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—১১৭, (১১) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১১৬, (১২ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত—১১৪, (১৩) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—১১৪, (১৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—১১১, (১৫) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম —১০৯, (১৬) শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ - ১০৮, (১৭) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন—১০৭, (১৮) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১০০, (১৯) কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—৯৬, (২০) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার - ৯৫। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত—১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, (২) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, (৩) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, (৪, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য। এবং (গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে -- ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শাখা-পরিষদের পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি-সভ্যের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হইল এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এই বিষয় উপস্থিত করা হইবে স্থির হইল।

৫। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক -- কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।

সমর্থক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহকারী সভাপতিগণ—(কলিকাতার পক্ষে) ১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, ২। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, এবং ৪। শ্রীযুক্তা কামিনি রায়। (মফঃস্বলের পক্ষে)—১ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী,

২। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, ৩। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।

সমর্থক— „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক - শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

সমর্থক— „ গণপতি সরকার।

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ,
শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এবং ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সমর্থক কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমর্থক— " চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা।

কোষাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার।

সমর্থক— „ অনাথবন্ধু দত্ত।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ সোম।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন।

সমর্থক— „ জিতেন্দ্রনাথ বসু।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ।

প্রস্তাবক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত তালিকায় একজনের পদ শূন্য হইল। এই জন্য ঐ তালিকার পরবর্ত্তী সভ্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"নানা কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিয়াও যিনি গত পাঁচ বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় অবহিত হইয়াছিলেন, ইহার সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য সর্ব্বপ্রকারে দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ সেবকের ন্যায় ভাষা-জননীর এই পবিত্র পীঠের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ও সদাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পরিষদের এই ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদ হইতে নিয়মানুসারে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেও পরিষৎ আশা করেন যে, পরিষৎ কোন দিন তাঁহার স্নেহ, সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। শ্রীভগবানের কাছে পরিষ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি পরিষদের সেবায় আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং পরিষদের হিতৈষিগণের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পরিষদের কাজে কায়মনোবাক্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য। পরিষৎ অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতে তিনি পরিষদের কোনরূপ সেবা করিবার সুযোগ পাইলে ধন্য হইবেন।

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও পরিষদের হিতৈষিগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—(ক) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (খ) ডক্টর অভয়কুমার গুহ, (গ) কুমুদনাথ লাহিড়ী, (ঘ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৯। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে গত বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-গণের নামোল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের সেবার জন্য পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

১০। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বর্ত্তমান বর্ষের পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছিল। ঐ উৎসব উপলক্ষে পরিষদের হিতৈষীদের নিকট হইতে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহার তালিকা পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দে, ৭৯।৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, ২। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, ঢাকা, ৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৯ বেণেপুকুর রোড, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ৪৯।এ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর গুপ্ত বি-এ, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন পাল, প্রবাসী অফিস, ৮। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মৌলিক বি-এ, ১০।এ, গড়পাড় রোড, ৯। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার রায়, টমরী হোষ্টেল, বাদুড়বাগান, ১০। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর কর এম্-এ, বি-এল্, ২৯ বীডন ষ্ট্রীট, ১১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় বি-এ, ২৬ বীডন ষ্ট্রীট, ১২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ সরকার লেন, ১৩। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ, এম-এ, বি-এল্, ৩৪ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, ১৪। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ৫৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, ১৫। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এল্ ১৩।২ হাজরা রোড, কালীঘাট।

ক—উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক (একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত)

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১। কোজাগরী। শ্রীযুক্ত কবি জসীম-উদ্‌দীন—১। ধানখেত। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—১। সুধা কণা। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১।* A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects of the Shamscrit Language By Heriasim Lebedeff, London 1801. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। সন্দর্ভ সংগ্রহ, ২। বাঙ্গালা সাহিত্য, ৩। Current Economic Problems of India, ৪। The Life of Girish Chandra Ghosh. রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। The Theistic Annual for 1873 by P. C. M., ২। The Shrines of Sitakund, ৩। আদি ব্রাহ্মসমাজে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৭৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে বিবৃত বক্তৃতা, ৪। শরীরসাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), ১২৬৭? ৫। ভূগোল-বিবরণ Part I,—W. C. Lacey (উড়িয়া ভাষা), 1863, ৬। ঐ Part II, 1861. শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু;—১। Critical and Miscellaneous Essays—Thomas Carlyle, vols. I, II. ২। Do & vols. III · IV. ৩। Do. vols. V, VI & VII, ৪। History of the Frederick the Great, vols. I—II, ৫। History of Frederick II of Prussia (Freredick the Great), vols. V—VI. ৬। Do. vols. VII—VIII, ৭। Oliver Cromwell's Letters and Speeches, vol. V. The Letter-Day

Pamphlets, Early Kings of Norway and Essay on the Portraits of John Knox. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। Travels in Chaldæa including a Journey from Bussorah to Bagdad by Captain Robert Mignan, 1822, ২। History of Indian Literature, Weber, 1878, ৩। Romance of Empire, ৪। The English Paragon. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২। ও পারের কথা, ৩। কায়স্থতত্ত্বকৌমুদী, ৪। কায়স্থকুমার, ৫। Ten Thousand Years of Science, ৬। A Short Social and Political History of Britain, Part I, ৭। Do. Part II. ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। অর্থের সন্ধান, ২। The Magic of Numbers. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—১। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কাব্য, ২। পঞ্চ প্রদীপ, ৩। ভক্ত দম্পতি জয়দেব-পদ্মাবতী, ৪। হজরত এব্রাহেম, ৫। মহাকালী পাঠশালার কার্য্যবিবরণ, ১৩৩৯। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী—১।* সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড—১২৭৭ সাল ৫ম, ৩৬শ, ৪১শ, ৪২শ, ৪৩শ, ৪৪শ, ৪৫শ, ৪৬শ, ৪৭শ (১০ খানি), ২।* সুলভ সমাচার—৪র্থ খণ্ড, ১২৮১ সাল (১৮২—১৯৫, ১৯৭, ২১০—২১৭, ২১৯, ২২১—২৫, ২২৭ সংখ্যা, মোট ৩০ খানি), ৩।* সুলভ সমাচার—৫ম খণ্ড,১২৮২ সাল (২৪১শ, ২৪৬শ, ২৪৯শ, ২৫৫—৫৬, ২৬০—৬৩, ২৬৬, ২৬৯—৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৬শ সংখ্যা, ২৬ খানি), ৪।* ভারত ভৃত্য (সাপ্তাহিক)—১ম খণ্ড, ১৬ই চৈত্র, ১২৭৯ সাল, ৫। ভূত (সাপ্তাহিক)—১ম সংখ্যা, ৬। স্ত্রীপুরুষে তীর্থযাত্রা, ১২৭৭, ৭।* সার্জ্জরী বা অস্ত্রচিকিৎসা (Science and Art of Surgery, Part I) 1864, by Ram Narain Das, ৮। The Bhagavad Gita and the Bible—by Prannath Pandit, 1874. আর্ট-প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ—১। Rajendra Nath Mookerjee—A Personal Study. শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা—১। খনি-জরিপ। শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ দত্ত, ব্যারিষ্টার—১। অশ্বিনীকুমার দত্ত। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—১। রুমেলা, ২। মুক্তি, ৩। সচকিতা গৃহিণী। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—১। তুপাতা। শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ—১। কচ ও দেবযানী, ২। মৃচ্ছকটিক। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১। শিবম্, ২য় বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২। ঐ, ৩য় বর্ষ, ১ম, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—১।* সংবাদপ্রভাকর—৯ম ভাগ, ১২৪৭, ২১এ অগ্রহায়ণ, ২। Delhi Gazette (ডেল্লি গেজেট—১ খানি)। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—১। দিবাস্বপ্ন, ২। সুন্দরী, ৩। সাত মূর্ত্তি, ৪। চিত্ত ও চিত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১। Some Bengal Villages, ২। First Studies on the Health and Growth of Bengali Students, ৩। Elements of the Science of Language, ৪। Western Influence in Bengali Literature, ৫। The Theory of Profits, ৬। Linguistic Speculations of the Hindus, ৭। Studies in Indian Antiquities, ৮। Indian Writers of Indian Verse, ৯। The Historical Socrates and the Platonic Form of the Good, ১০। Catalogue of Books

in the Calcutta University Library—Philosophy and Religion, ১১। Kamala Lectures মানুষের ধর্ম্ম), 1933, ১২। সহজিয়া সাহিত্য, ১৩। অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধিঃ, ১৪। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, (২) শিক্ষার বিকিরণ, ১৫। রুক্মিণীহরণ নাটক। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী—১। নৌকাবিলাস, ২। যোটক বিচার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী—১। ক্লিওপেট্রা, ২। সমাজচিত্র, ৩। নরেন্দ্র গীতাবলী, ৪ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি, ৫। হোমরুল্, ৬। বে-দস্তুর, ৭। মায়া, ৮। ছাড়াছাড়ি, ৯। যদুর যাদু, ১০। আন্ধা, ১১। মূক স্ত্রী, ১২। শান্তিপূর্ণ গৃহ, ১৩। কুঙ্কুম, ১৪। পুরাণো প্রেমের জন্যে, ১৫। হুংকংএর পেয়ালা, ১৬। কজ্জলা, ১৭ উচ্ছৃঙ্খল, ১৮। পাগল, ১৯। শাওন-গীতি, ২০। শৈশব-স্বপ্ন বা ভাঙ্গা প্রেম, ২১। খুড়ো খুড়ী, ২২। প্রতিমা, ২৩। ভোট, ২৪। এখন আমার পালা, ২৫। ব্যর্থ প্রেম, ২৬। লুকোচুরি, ২৭। ধাঁধাঁ, ২৮। ছেড়ে দিন্ আমার উপর, ২৯। উপর চাল, ৩০। বনদেবী, ৩১। অভিনেত্রী, ৩২। সর্দ্দি-গরমি, ৩৩। মর্ত্তের পরশ, ৩৪। এক্‌স্‌মাস, ৩৫। সুনন্দার বন্দী, ৩৬। রোস্‌নি, ৩৭। পাণি-প্রার্থনা, ৩৮। গুল্ বেহস্তে, ৩৯। মিস্ হীরাবাঈ, ৪০। চুম্বনে সমাপ্তি, ৪১। কাল্পনিক মাসি, ৪২। আগন্তুক, ৪৩। যাদু, ৪৪। দশ টাকায় পুরী যাওয়া আসা, ৪৫। রূপার নিমকদানি, ৪৬। বিজনবালার জীবন-রহস্য, ৪৭। বিজয়া দিনে, ৪৮। গোপন নারী, ৪৯। যা'র যেটি, ৫০। ভুলের খেলা, ৫১। অভিনয়ে প্রাণ, ৫২। হিন্দোলা, ৫৩। আলো ছায়া, ৫৪। লটারী, ৫৫। পরাণবাবুর বড়দিন, ৫৬। স্বর্ণডিম্ব, ৫৭। শারদগীতি, ৫৮। প্রেমের কমিডি, ৫৯। ছোট্ট খুকুমণি, ৬০। দরদী, ৬১। বাঞ্ছারামের দুঃখ, ৬২। হুম্‌কি দাওয়াই, ৬৩। আজব খেল, ৬৪। অদ্ভুত, ৬৫। রঙ্গরাজ, ৬৬। যখন আমি বড় হব, ৬৭। তরলা, ৬৮। রক্তপর্ণা, ৬৯। বরাবরের মত, ৭০। নিভৃত নিকুঞ্জ-নিলয়, ৭১। অব্যক্তো, ৭২। অজানা, ৭৩। রেলগাড়ীতে প্রেম, ৭৪। সেয়ানে সেয়ানে, ৭৫। তগ্‌দীর, ৭৬। সংস্কৃত সাহিত্য-প্রসূন, ৭৭। শুধু ফাঁকি, ৭৮। গৃহে নাট্যকার, ৭৯। সেয়ান পাগল, ৮০। অভিনেত্রীর প্রেম, ৮১। বেওয়ারিশ্, ৮২। আমিনার প্রণয়ী, ৮৩। খিচুড়ী, ৮৪। টেব্‌লয়েড্, ৮৫। দুঃসাহসের খেলা, ৮৬। বিবাহিত জীবন, ৮৭। চাক্‌রাণী না পাট্‌রাণী, ৮৮। হারাণো জুতা, ৮৯। স্বাধীন জেনানা, ৯০। পার্ব্বতীর পরিহাস, ৯১। মজা, ৯২। শ্রেষ্ঠের জয়, ৯৩। হা'র জিত, ৯৪। ৪৯ নম্বর, ৯৫। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, ৯৬। উদ্ধার, ৯৭। প্রেমে শাঠ্য, ৯৮। মিস্ কিরণবালা, ৯৯। খেয়াল, ১০০। নাছোড় বান্দা, ১০১। অসমাপ্ত, ১০২। জুতার বদলে জরু, ১০৩। ছুটীর দিনে, ১০৪। সত্য নিকেতন, ১০৫। ফাগুয়া, ১০৬। সিগারেট ভার্সাস্ হারমোনিয়াম্, ১০৭। অব্যর্থ লক্ষ্য, ১০৮। কুমারী চম্পা, ১০৯। প্রাণের পরশ, ১১০। আঁধারে চুম্বন, ১১১। গরীয়সী, ১১২। প্রমীলার প্রথম, ১১৩। উপদেষ্টা, ১১৪। মনচোর, ১১৫। নাটিকা, ১১৬। আদরিণী, ১১৭। বিদ্রোহী বা বেপরোয়া প্রেম, ১১৮। তিনটি অন্ধ ইন্দুর, ১১৯। ব্রেস্‌লেট, ১২০। মায়াতরু, ১২১। সিনা-সোফিনা, ১২২। বিজয়িনী, ১২৩। শৈশব রাণী, ১২৪। ঘুমের

রাণী, ১২৫। সাহিত্য সাম্রাজ্ঞী, ১২৬। মানস-প্রতিমা, ১২৭। বাসন্তী, ১২৮। প্রহসন, ১২৯। প্রেমের ফাঁদ, ১৩০। পান্নার রাণী, ১৩১। বিনোদবালা, ১৩২। দৌলতে দুনিয়া, ১৩৩। একা, ১৩৪। রোগীর সান্ত্বনা, ১৩৫ নিবেদিতা। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর— ১। অধ্যাত্ম রামায়ণ (হিন্দী অনুবাদ সমেত), ২। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম (মহাভারতান্তর্গত), ৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাবলী, ৪। থানেশ্বর চরিত্র, ৫। তত্ত্বচিন্তামণি, ২য় ভাগ, ৬। দিনচর্য্যা, ৭। হনুমান্ বাহুক—তুলসীদাসকৃত, ৮। ভজনসংগ্রহ, চৌথা ভাগ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত— ১। ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন, ১৮২৭ খ্রীঃ, ২। প্রত্যুত্তর (কাশীনাথ বসু, ১৮৪০), ৩। মজাহি দশা, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, ১৮৫৯, ৪। জ্ঞানরত্নমালা– প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, ১২৬৫ সাল, ৫। ধর্ম্ম-নিগম (মাসিক পত্র)—শশিভূষণ নন্দী, ১২৯৪ সাল, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী—১। মালাবদল। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—১। বড় বৌ, ২। বৈরাগী ঠাকুর, ৩। নূতন উপনিবেশ, ৪। সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ, ৫। জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ৯ম সর্গ, হিম্মৎ বর্ম্মণ কৃত, (বম্বে)। ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী—Tathagata Urdaya-purani-saindharani dharani (Ancient Japanese Mock Print of Old Tex in Siddham with Japanese Transcription and Chinese Translation)। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। পুরুলিয়ার কোর্ট বিল্ডিংএর প্ল্যান্, ২। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের Dynamo House, ৩। একখানি পুলের নক্সা।

খ—উপহারপ্রাপ্ত পুথি

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন—১। মহাভারত,—অশ্বমেধ পর্ব্ব, ২। ঐ—দ্রোণ—শান্তি পর্ব্ব, ৩। ঐ বিরাট পর্ব্ব, ৪। ঐ—সভাপর্ব্ব, ৫। ঐ—উদ্যোগ—ভীষ্মপর্ব্ব, ৬। ঐ অভিষেক ও অনুশাসন পর্ব্ব, ৭। বংশাবলী; ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক—৮। হরিবংশ, ৯। মহাভারত আদি পর্ব্ব, ১০। ঐ—ভীষ্মপর্ব্ব, ১১। স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড, ১২। ভীষ্ম-দ্রোণপর্ব্বকথা, ১৩। ভাগবতী কথা, ১৪। বৃহদৌশনসোপপুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণ, ১৫। বিষ্ণুপুরাণ, ১৬। বায়ুপুরাণ—গয়ামাহাত্ম্য, ১৭। চন্দ্রবংশ কাব্য, ৮। কুসুমাঞ্জলি-কারিকাব্যাখ্যা, ১৯। সাহিত্যদর্পণবিবৃতি, ২০। (ক) গূঢ়ার্থকৌমুদী, (খ) সুপদ্মমকরন্দ, ২১। (ক) পিচ্ছিলা তন্ত্র, (খ) বর্ণাভিধান, (গ) সমাসবিচার, ২২। অনেকার্থ কোষ, ২৩। রসমঞ্জরী, ২৪। পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা, ২৫। (ক) গৌতমস্মৃতি, খ) পরাশরস্মৃতি, (গ) বিশ্বামিত্রস্মৃতি, (ঘ) বশিষ্ঠস্মৃতি, ২৬। ধীরবোধক সংগ্রহ (আয়ুর্ব্বেদীয়), ২৭। রস-প্রকরণ (আয়ুর্ব্বেদীয়), ২৮। সারসংগ্রহ (বৈদ্যক), ২৯। রামগীতাব্যাখ্যা, ৩০। চন্দ্রোন্মীলন (১ম—২৫শ পটল), ৩১। মহিম্নঃস্তবব্যাখ্যা, ৩২। বিবাহব্যবস্থা বা সম্বন্ধব্যবস্থা, ৩৩। তিথিতত্ত্ব, ৩৪। মুদ্রারাক্ষস, ৩৫। মহাবস্তু অবদানে—নিদানবস্তু গাথা ও নরক পরিবর্ণন ৩৬। চাতুর্ম্মাস্য প্রয়োগ, ৩৭। শ্রৌত প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগসংগ্রহ, ৩৮। কৌকিলী সৌত্রামণীপ্রয়োগ, ৩৯। চরক সৌত্রামণী প্রয়োগ, ৪০। যাজমান প্রয়োগ

৪১। দর্শপৌর্ণমাসপ্রয়োগপদ্ধতি, ৪২। আশ্বলায়ন সূত্রপ্রয়োগপদ্ধতি, ৪৩। অগ্নিহোত্র-প্রয়োগ, ৪৪। অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি (হোত্রকর্ম্ম), ৪৫। চাতুর্ম্মাস্যপ্রয়োগ, ৪৬। বৃষোৎসর্গ-পদ্ধতি (সামবেদীয়), ৪৭। যাজমান প্রয়োগ (যজুর্ব্বেদীয়), ৪৮। অগ্নিষ্টোম—সোমসাম প্রয়োগ ৪৯। আশ্বলায়নীয় প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ, ৫০। ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, ৫১। দর্শপৌর্ণমাসেষ্টি-প্রয়োগ, ৫২। শ্রৌত পদ্ধতি—চাতুর্মাস্যপ্রয়োগ, ৫৩। অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, ৫৪। বৌধায়ন দর্শপৌর্ণমাসপ্রয়োগ (আশ্বলায়নোপযোগী), ৫৫। বৌধায়ন দর্শপৌর্ণমাস প্রয়োগ, ৫৬। কৌষীতকপদ্ধতি—৮ম অধ্যায় (ব্রহ্মৌদনপ্রকৃতিসববিধান), ৫৭। দর্শপৌর্ণমাস প্রয়োগ, ৫৮। আবসথ্যাধানপদ্ধতি, ৫৯। দর্শপূর্ণমাসব্যাখ্যা, ৬০। রুদ্রমজাল, ৬১। কালীকুলামৃত তন্ত্র, ৬২। আচারসার তন্ত্র (মহাচীনাচার), ৬৩। বীজচিন্তামণি তন্ত্র, ৬৪। ভৈরবতন্ত্রে রসার্ণবে রসসংহিতা, ৬৫। মহাগণেশপূজাবিধি (সচিত্র), ৬৬। বৈপুল্যসূত্র।

গ—উপহারপ্রাপ্ত মূর্ত্তি, সাহিত্যিকগণের নিদর্শন ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি—ত্রিশূলোপরি সতীদেহধারী মহাদেব।
„ ঋষিবর মুখোপাধ্যায়—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি—ভোটির স্তূপ।
„ নির্ম্মলকুমার বসু—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি - হরপার্ব্বতীমূর্ত্তি।
„ মৃগাঙ্কনাথ রায়—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি—স্ত্রী পুরুষ।
„ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—(১) তিব্বতদেশীয় মূর্ত্তি (প্যারিস প্লাষ্টারে ছাঁচে তোলা)।
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ—(১) মৃন্ময় দ্রব্য—হুগলী খামারগাছী ষ্টেশনের নিকট দাদপুর গ্রামে কূপ খননকালে ২৩ হাত নীচে প্রাপ্ত।
„ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য—(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যবহৃত কুক্ কেল্‌ভির ঘড়ি। মহর্ষি ইহা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দান করিয়াছিলেন।
(২) শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যবহৃত একটি ওয়াচ্ (ঘড়ি)।
(৩) শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বহস্ত-লিখিত কবিতা এক পৃষ্ঠা।
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—(১) রসচক্রের চিত্র (ফটো)।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৮এ শ্রাবণ ১৩৪০, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল—সভাপতি।

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিবার্ষিকী ও দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী ১১ খানি পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি" প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটি বর্ত্তমান বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশি, রাজসাহী, ২। মৌলবী মুহম্মদ্ এনামুল হক্ এম্-এ, চট্টগাম, ৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুহৃৎ মিত্র, ৬।২ কীর্ত্তি মিত্র লেন, ৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন, ১৪ পার্শিবাগান লেন, ৫। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, প্রবাসী কার্য্যালয়, ৬। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ২।এ হাজি জেকারিয়া লেন, ৭। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বহরমপুর, ৮। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র, ১৭।২ চক্রবেড়ে রোড, সাউথ। ৯। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস এম্-এ, ৮।এ কালুঘোষ লেন।

(খ) উপহার প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। উলা বা বীরনগর, ২। রবীন্দ্রনাথ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন—১। বিবেকানন্দ চরিত, ২। Mahatma Gandhi's Sayings. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। যুগ্ম প্রসূন, ২। কেরাণীর মাস কাবার, ৩। অভিমানিনী, ৪। পথহারা, ৫। কুলবধূ, ৬। যাত্রী, ৭। অভিসারিকা, ৮। গোবিন্দরাম, ৯। ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন, ১০। Her Closed Hands, ১১। Like Another Helen, ১২। Dorothy—The Rope Dancer, ১৩। Rammohun Roy—The Man and His Works (Centenary Booklet). শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Revolt of Modern Youth, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। ছায়া সীতা, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১। আদিশূর ও বল্লালসেন। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়—১। শ্রীকৃষ্ণবিলাসঃ, ২। শ্রীশ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী, ৩। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বা রাজাধিরাজ যোগ, ৪। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ (বঙ্গানুবাদ)। গিরিধর দাস। ৫। কথা ও পত্র, ৬। প্রেমামৃত সিন্ধু। The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—১। Annual Report of the Archaeological Survey of India, for 1928-29, The Surveyor-General of India—১। General Report of the Survey of India, for the year 1931-32. শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী—১। A Critical Study of the Songs of Govindadas (৩ খানি). The Director, Geological Survey of India—১। Memoirs of the Geological Survey of India, vol. LXIII, Part I, 1933, ২। Records of the Geological Survey of India, vol, LXVI, Part 4, 1233, The Secretary, Publicity Board, Bengal—১। শিল্পের উন্নতি সাধন, ২। রক্ষা কবচ, ৩। শাসন-সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা, ৪। শাসনসংস্কার ও বাঙ্গালা।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১১ই ভাদ্র ১৩৪০, ২৭এ আগষ্ট ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—সভাপতি।

১। গত ২য় ও ৩য় মাসিক অধিবেশনের এবং ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইলেন,

(১) স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু (নাগপুর) এবং (২) দেবেন্দ্রনাথ মিত্র (বর্দ্ধমান)।

৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়-লিখিত "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ হইবে)।

প্রবন্ধপাঠক এবং লেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

(১) শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম্‌-এস্‌-সি, বরিশাল, (২) শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু, কলিকাতা, (৩) শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, ঐ, (৪) শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, দার্জ্জিলিং, (৫) শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়, কলিকাতা, (৬) শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত, ঐ, (৭) শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত, ঐ, (৮) শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, ঐ, (৯) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ঐ, (১০) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দে, এম্‌-এ, ঐ।

(খ) উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

প্রদাতা—রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:—(১) Calcutta University Calendar, for 1933, (২) Journal of the Department of Letters, Vol. XXIII, 1933. (৩) Director of Industries, Bengal:—(৪) Soap-Making Reverse Graining in the Manufacture of Washing Soap. The Seceretary, Smithsonian Institution—(৫) Exploration and Field-work of the Smithsonian Institution in 1932, (৬) The Story of Kalaka, (৭) Scouting for a Site for a Solar Radiation-Station, (৮) Forecasts of Solar Variation, (৯) Amphibians and Reptiles collected by the Smithsonian Biological Survey of tbe Panama Canal Zone, (১০) The Latitude Shift of the Storm Track in the 11-year Solar Period. (১১) The Kampometer, a new Instrument of Extreme Sensitiveness for Measuring

Radiation. The Director, Geological Survey of India—১২। Records of the Geological Survey of India, Vol. LXVII, Part 1, 1933. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৩। বোমা, ১৪ কুরু পাণ্ডব। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—১৫। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১ম অংশ, (অসম্পূর্ণ)। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ—১৬। মধুরলীলা, ১৭। কুলিয়ার পাঠ। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী সুবোধচন্দ্র—১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রিকা, পূর্ব্বার্দ্ধ।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

১৮ই কার্ত্তিক ১৩৪০, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হয়,—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কামিনী রায় মহাশয়ার পরলোকগমনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৩এ পৌষ ১৩৪০, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত—সভাপতি।

১। গত চতুর্থ মাসিক ও চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নলিখিত পরলোকগত সদস্যগণের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল। সমবেত সভ্যমণ্ডলী তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন।

(ক) মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ (শান্তিপুর), (খ) হেমচন্দ্র সরকার এম্-এ (রাজহাটী), (গ) অধ্যাপক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কুঞ্জমোহন মৈত্র বাহাদুর (রাজসাহী), (ঙ) রায় সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু এম্ এ, বি এল (বসিরহাট), (চ) অসিতাকুমার গুহ, এটর্ণী (কলিকাতা), (ছ) কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এটর্ণী (কলিকাতা), (জ) অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় (চুচুঁড়া) এবং (ঝ) সতীশচন্দ্র দে সরকার (রঙ্গপুর)।

৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয় "মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন।

৬। বিজ্ঞাপিত হইল যে, সাধারণ তহবিলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গচ্ছিত তহবিল হইতে ৪৩৪৸৵৭ টাকা হাওলাত লইতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই, ঐ, ৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, ঐ, ৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ, ঐ, ৫। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়, ঐ, ৬। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত টি এন্ গুপ্ত, নিউ দিল্লী, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ রায়, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত শিখিভূষণ সরকার, ঐ, ১০। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, দিল্লী, ১১। শ্রীযুক্ত মাখনলাল দেববর্ম্মা বিশ্বাস, কলিকাতা, ১২। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ঐ, ১৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, ঐ, ১৪। শ্রীযুক্ত করুণা মিত্র, ঐ, ১৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ, ১৬। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী, ঐ, ১৭। শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহা, ঐ, ১৮। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ রায়, ঐ, ১৯। শ্রীযুক্ত নিমাই-

চরণ সিংহ, শিবপুর, হাওড়া, ২০। শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়, কলিকাতা, ২১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, ২২। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, এম্-এ, ঐ, ২৩। শ্রীযুক্ত কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা, ২৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র হোম চৌধুরী, ঐ, ২৫। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত এম্-এ, শিলং, ২৬। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, ২৭। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়, মধুপুর, ২৮। শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৯। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ দেশাই, কলিকাতা।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু :—১। আনন্দ-লহরী, ২। রাজসিংহ নাটক, ৩। বিপদ্-রহস্য ও বিপদ্‌মুক্তি. ৪। আমার ব্যবসা জীবন, ৫। Deshapriya Jatindra Mohan and his Life and Work, ৬। Uncle Sham. ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা :—৭। দেশ বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ :—৮। কল্যাণ (শিবাঙ্ক সংখ্যা)। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ :—৯। Barrackpore Govt. School Magazine, vol. X, No. I, II, সার্ব্বজনীন পত্রিকা, ১ম, ১ম—২য় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—১০। ভারত কি সভ্য? ১১। শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন, ১২। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৩। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনা-পদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত, ১৪। জেনেভা ভ্রমণ, ১৫। দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্যকাহিনী. ১৬। The Finger of Destiny and other Stories, ১৭। Sardhana and its Begum, ১৮। Administration Report of the Archaeological Department of Travancore, for 1932 (1106 M .E.). শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় :—১৯। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন :—২০। জ্ঞান-চন্দ্রিকা (কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা), ১ম বর্ষ, ১২৬৭, ৫৬—৬০ম সংখ্যা (ছিন্ন)। ২১। * ১২৬৮, ৬৯, ৭১ ও ৭২ বঙ্গাব্দের কতকগুলি "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা"। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত :—২২। এ-বেলা ও-বেলার গল্প। Secretary, Publicity Board, Bengal :—শাসনসংস্কার ও বাংলার আর্থিক অবস্থা, বঙ্গদেশে চিনি, ভদ্রলোকদিগকে জমি বিলি, আইন ভঙ্গের আন্দোলনের ব্যর্থতা, Some Wirless Talks on Agriculture. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে :—২৩। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ (লীলা পরিচ্ছেদ)। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত :—২৪। সদ্গোপ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশ্যশক্তি, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৭, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী. ১ম বর্ষ. ১১শ সংখ্যা. ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা. কৃষি-লক্ষ্মী. ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কায়স্থ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম, ৭ম, ১১শ, ১২শ সংখ্যা. ঐ ২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঐ, ২৮শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস :—২৫। এবার কবি. ২৬। রবীন্দ্রনাথ, ২৭। ব্যথিতার দান। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ :—২৮। বাঙ্গালীর বাহুবল। শ্রীযুক্ত স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য :—২৯। জাতিকথা। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার-

রঞ্জন দাশ :—৩০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় :—৩১। আর্য্য-ভূমি। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দু রায় :—৩২। একখানি মুখ। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব :—৩৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, ১ম খণ্ড), বিশ্বকোষ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৩৪। The Social History of Kamarup. ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—৩৫। কাটস´ গাইড। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত :—The Science of the Sulba, The Bakhshali Mathematics, The Jaina School of Mathematics, The Algebra of Narayana, Hindu Contributions to Mathematics. শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত :—৩৬। Town Planning in Ancient Indian। The Manager of Publication, Archaeological Survey of India, Delhi :—৩৭। Eastern-Indian School of Mediaeval Sculpture by R. D. Banarjee. The Keeper of Records, Govt. of India :—৩৮। Chinese Grammar, ৩৯। Tibetan Grammar, ৪০। Tibetan Dictionary, ৪১। A Brief Sketch of Universal History (Uriya). ৪২। The Batrish Singhasan (Uriya), ৪৩। Aiyurji (Hindi), ৪৪। Bhutan Dictionary, ৪৫। Khuddak Patha (Hindi), ৪৬। Elements de la Grammaire Assyrianne, ৪৭। Comparative Grammar of the Semitic Language, ৪৮। Nityacarapradipah, vol. I, ৪৯। Nityacara-paddhati, vol. I, ৫০। Wujra Soochi, ৫১। Haralata, ৫২। Srimad Bhagabat, vols. I, II. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot :—৫৩। Report of the Administration of Bengal, 1931-32, Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs. The Secretary, Govt. of India, Deptt. of Education :—৫৪। Catalogue of the India House Library. Manager, Gita Press, Gorakhpur :—(হিন্দী) ৫৫। ভক্ত চন্দ্রিকা, ৫৬। ভক্ত কুসুম, ৫৭। ভক্ত সপ্তরত্ন, ৫৮। আদর্শ ভক্ত। Manager, Mahamandal Press :—৫৯। শাস্ত্রজ্যোতিঃ, ৬০। সুদিন বিচার, ৬১। ভোজন বিচার। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ :—৬২। * (ক) সংবাদ প্রভাকর (কয়েক সংখ্যা), (খ) সোমপ্রকাশ, (গ) এডুকেশন গেজেট, (ঘ) সাপ্তাহিক সংবাদ, (ঙ) Brahmo Public Opinion, (চ) Reis and Rayyat, ঐ, (ছ) The Indian Echo, (জ) হিন্দুললনা, (ঝ) প্রতিকার, (ঞ) ভারতবন্ধু, (ট) নববিভাকর, (ঠ) দর্শক, (ড) সাধারণী, (ঢ) প্রতিধ্বনি, (ণ) সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা, (ত) সাহিত্য মুকুর [একত্র বাঁধা]। শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী :—৬৩। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ :—৬৪। Press and Press Laws in India। শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরী :—৬৫। রাজা রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নূতন খসড়া)। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত :—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

৬৬। সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। The Director of Archaeology, Hyderabad :—৬৭। Annual Report of the Archæological Deptt. of H. E. H. the Nizam's Dominions, 1929-30. ৬৮। Do. 1930-3. D.rector of Geological Survey of India :—Memoirs of the Geological Survey of India,—vol. LXII, Pts. I, II, Do. vol. LV. Pt. 2, Records, vol. LXVII, part III, 1930. শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা :—৬৯। Acharya Ray Commemoration Volume. শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় :—৭০। Cunningham—Archaoelogical Survey of India, Report, vol. VII. ৭১। Do. vol. VIII. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র :—৭২। A Snail's Wooing, ৭৩। Bundahis—Puhlvis Text, Blue Peter, Nos. 137-38. শ্রীযুক্ত করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় :—৭৪। Notes for Visitors to Kashmir. শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু :—Cultural Anthropology. রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় :—৭৫। The Oraons of Chota Nagpur, ৭৬। The Birhors, ৭৭। Oraon Religion and Custom. শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় :—৭৮। *Historical Album of the Rajahs and Taluqdars of Oudh (1880). Govt. of India :—৭৯। Thirty-Fourth Annual Report the Chief Inspector of Explosives in India for the year ending 31st March, 1933. Tho Director of Industries, Bengal :—The Oil of Nahor Seed (Mesua-Ferrea) and its Application in the Manufacture of Grained Soap. The Superintendent, Govt. Printing, Punjab—৮০। Annual Report of the Central Museum, 1932-33. The Superintendent, Naval Observatory, U.S.A.—৮১। The American Ephemeris and Nautical Almanac for 1935. The Supdt. Govt. Museum, Madras—৮২। Administration Report of the Govt. Museum and Connemara Public Library for the year 1932-33. শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র,—৪৭খানি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

৩০এ পৌষ ১৩৪০, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও উহার অর্থ কি, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া "মেষাদি নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং প্রবন্ধের অংশবিশেষ চিত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ-

মোহন বসু এম্-এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া, প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

তৎপর প্রবন্ধলেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ — সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ মাঘ ১৩৪০, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ স্বর্গীয় হেমবাবুর বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তৎপরে নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইল,—

১। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক এবং ইহার শৈশবাবস্থা হইতে অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী এবং হিতৈষী সদস্য হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।" সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

২। "অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি ৺হেমবাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ — সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮এ মাঘ ১৩৪০, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ— সভাপতি।

১। গত পঞ্চম মাসিক এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। এই প্রসঙ্গে জানান হইল যে, বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে শতাধিক পুস্তক এবং কৃষ্ণবাগান পিয়ারীচরণ সরকার লাইব্রেরীর প্রায় চারি শত পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

৪। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্-এ মহাশয়-প্রদত্ত (ক) নরসিংহমূর্ত্তি এবং চারিটি মূর্ত্তিবিশিষ্ট মৃণ্ময় স্তূপ প্রদর্শিত হইল। এই দুইটি মূর্ত্তি দানের জন্য প্রদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের এই তিন জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে,—(ক) ভারতবিশ্রুত এবং বঙ্গদেশের কৃতী সন্তান স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, (খ) উদ্ভিদ ও কৃষিতত্ত্ববিদ্ এবং কৃষিতত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থপ্রণেতা প্রবোধচন্দ্র দে এবং (গ) কান্দীনিবাসী পূর্ণচন্দ্র সিংহ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইহাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন" নামক প্রবন্ধ এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্নলিখিত "মন্তব্য" পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনাকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন" বিখ্যাত পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের লিখিত বলিয়া মনে হয় না। পরিষৎ-পত্রিকায় এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

৭। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন রায়, আগড়পাড়া, ২৪পঃ, ৩। শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরাট, ৪। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ, ৬। শ্রীযুক্ত পুরীদাস ঘোষ, বি, ই, খিদিরপুর, ৭। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ, মাদ্রাজ, ৮। শ্রীযুক্ত চৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ, এম্-বি, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানভূম, ১০। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল্, কলিকাতা, ১১। শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, ঐ, ১২। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দত্ত এম্-এ, শ্রীহট্ট।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১। স্বায়ত্ত চিকিৎসা। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২। তত্ত্বজ্ঞানামৃত, ১ম খণ্ড, ৩। ঐ, ৩য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—১। খেয়াল, ১২৮৬ ও ১২৮৭। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—১। আত্ম-লীলা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—১; প্রকৃতির জয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। শান্তি-সোপান, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী—১। সাদীর পন্দনামা। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ নন্দী—১। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণবাণী। শ্রীযুক্ত দেশ-সম্পাদক—১। দেশ, ১ম, ৩য়—৯ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ—১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিষশাস্ত্রী—১। হাতের ভাষা, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত এল, পালিত—১। Journey of Life. শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ চৌধুরী—১। Malik Ambar. The Director of Industries, Bengal :—১। Composition and Detergency of Washing Soap specially of the Grained Type. The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch :—Records of the Geological Survey of India, Vol. LXVII, pt. 2, 1933, 2. Epigraphia Indica—Vol. XXI, pt. II. The Secretary, Smithsonian Institution :—(a) Smithsonian Physical Tables, (b) Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, (c-d) Contents of the Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 85, 86. (e-g) Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 89, nos. 7, 8 and 9. The Librarian. Bengal Library—১। Descriptive Catalogue of Bengali Mss. in the Library of the Calcutta University, Vol. II. ২। Do. Tanjore Maharaja's Sarfoji Library, Vedas Vol. I, ৩। Do. Vol. II. ৪। Vedanga. Vol. III. ৫। Do. Kavyas, Vol. VII. ৬। Do. Natakas, Vol. VIII. ৭। Do Kosa, Chandas and Alankara, Vol. IX. ৮। Govt Oriental Mss. Library, Madras, Vol. IV. Parts, A-B-C. Sanskrit, ৯। Do. Do. Vol. V, Parts, A-B-C, ১০। Theism as Life of Philosophy, ১১। Ma' As'u-i-Rahimi (Memoirs of 'Abu Ur-Rahim Khan Khanan (A. S. B), ১২। Tarikhi Mabarak Shahi (A. S. B), ১৩ Tabaquat-i-Akbari, (A. S. B) ১৪। Collected Geometrical Papers, ১৫। A Note on Retrenchment in Bengal, ১৬। গীত উপক্রমণিকা ১৭। মহাভারত (বনপর্ব্ব) কবিরাম, ১৮। ধন-বিজ্ঞানে সাক্রেতি, ১৯। জ্ঞান-প্রবেশিকা, ২০। ষট্‌কর্ম্মদীপিকা, ২১। জাতীয় ভিত্তি, ২২। গীতমালিকা, ২৩। গীতাঙ্কুর, ২৪। শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, (মধুসূদন জানা), ২৫। প্রাক্‌টিশনার, ২৬। সহজ ডাক্তারী শিক্ষা ২৭। আমার জীবনী, ২৮। ভিক্ষার ঝুলি, ২৯। মেয়েদের সাংখ্য, ৩০। আলাপে প্রলাপে,

৩১। যমুনা বিলাস, ৩২। বিবেকানন্দের ছাত্রজীবন, ৩৩। ব্রহ্মচর্য্যম্, ৩৪। তাপসমালা, ৩৫। অর্ঘ্য, ৩৬। কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, ৩৭। জাতিতত্ত্ব ও নমশূদ্রকুলদর্পণ, ৩৮। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৩৯। গরুড় পুরাণ, ৪০। ব্রহ্মচর্য্য (গান্ধী লিখিত), ৪১। সংযম সাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতিকার, ৪২। যোগ, ৪৩। চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের তিন জন, ৪৪। মাঘোৎসব ৪৫। মৌরীফুল, ৪৬। দিগন্ত, ৪৭। মন দেয়া নেয়া, ৪৮। ইহাই নিয়ম, ৪৯। চন্দ্রধর, ৫০। পুরোহিত, ৫১। সতীতীর্থ, ৫২। বাসুকী. ৫৩। শেফায়েত, ৫৪। রূপ ও যৌবন, ৫৫। ভক্তিরত্নমালা, ৫৬। আনন্দ বিবেক, ৫৭। বেদন-বাণী, ৫৮। আরতি, ৫৯। গীতিকদম্ব, ৬০। তীর্থপথে, ৬১। ধ্বস্তা, ৬২। দেবেন্দ্রগীতিমালা, ৬৩। নালুদার চিঠি, ৬৪। মারণ মন্ত্র, ৬৫। অস্তাচল, ৬৬। চেনা ও জানা, ৬৭। মনের খেলা, ৬৮। পরীর প্রেম, ৬৯। বিন্নদীর পারে, ৭০। শ্রীশ্রীঅনঙ্গের রঙ্গ, ৭১। গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা, ৭২। আপন ভোলা, ৭৩। জগা মাধা উদ্ধার ও নিমাই-সন্ন্যাস, ৭৪। মুক্তি বাঁধন, ৭৫। সিন্ধুগৌরব, ৭৬। সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার, ৭৭। শিক্ষা ও সেবা, ৭৮। চৈতন্য জাতক, ৭৯। গুচ্ছ, ৮০। ঢপ কীর্ত্তন বা চারুপ্রবাস, ৮১। ভক্তি লীলা, ৮২। কীর্ত্তন কলিকা, ৮৩। স্বর সাধনা, ৮৪। শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত, ৮৫। গুরুগীতা, ৮৬। নিমাইসন্ন্যাস, ৮৭। আনন্দ লিপি, ৮৮। ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব, ৮৯। চণ্ডীতত্ত্বানন্দ, ৯০। মা ও আমি অভিন্ন, ৯১। সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী, ৯২। সহজিয়া সাহিত্য, ৯৩। সদ্ভাবতরঙ্গিণী, ৯৪। মনসামঙ্গল ধূয়াবলী, ৯৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত (জানা), ৯৬। রাজ্যশ্রী, ৯৭। বাঞ্ছারামের বৈকুণ্ঠলাভ, ৯৮। আত্মবলি, ৯৯। উপায়ন. ১০০। নব জ্যোতি, ১০১। জাহ্নবী তটে, ১০২। আরতি, ১০৩। ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ, ১০৪। কেশবচন্দ্র, ১০৫। ধর্ম্ম সাধন, ১০৬। বিধানভগ্নীসঙ্ঘ, ১০৭। গুপ্ত সাধ গলিত দাস, ১০৮। খৃষ্টের অনুকরণ এবং নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রের কতিপয় সংখ্যা—(১) চিত্ত কথা, (২) চিত্তপঞ্জী, (৩) সৌরভ, (৪) চিকিৎসাপ্রকাশ, (৫) উত্তরা, (৬) মোহাম্মদী, (৭) শান্তি, (৮) স্বাস্থ্যসমাচার, (৯) ইঙ্গিত, (১০) শতদল, (১১) শনিবারের চিঠি, (১২) মহিলা বান্ধব, (১৩) গৃহস্থমঙ্গল, (১৪) হোমিওপ্যাথিক পত্রিকা, (১৫) সাধনা, (১৬) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, (১৭) বৈশ্যসাহা সুহৃদ্‌, (১৮) বিশ্বজনীন, (১৯) গন্ধবণিক্‌, (২০) শিখা, (২১) অঞ্জলি, (২২) আর্ত্তসেবক, (২৩) যুবক, (২৪) তাম্বুলি পত্রিকা, (২৫) জয়শ্রী, (২৬) হ্যানিম্যান, (২৭) কৃষি সম্পদ্‌, (২৮) উৎসব, (২৯) বৈশ্য পত্রিকা, (৩০) প্রণব, (৩১) তেলিবান্ধব. (৩২) যোগশক্তি, (৩৩) হোমিওপ্যাথিক দর্পণ, (৩৪) পল্লীমঙ্গল, (৩৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (৩৬) কায়স্থ পত্রিকা, (৩৭) মুকুল, (৩৮) বৈদ্যপ্রতিভা. (৩৯) বিংশ শতাব্দী, (৪০) বৈদ্যহিতৈষিণী, (৪১) স্বাস্থ্য, (৪২) সারস্বত পত্রিকা, (৪৩) তিলির গৌরব. (৪৪) ভেষজ ও স্বাস্থ্য, (৪৫) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সমাচার, (৪৬) আবর্ত্ত, (৪৭) অরুণ, (৪৮) খেয়ালিয়া, (৪৯) বিদ্যুৎ, (৫০) ব্রহ্ম বিজ্ঞান, (৫১) আঙ্গিনা, (৫২) ভারতের সাধনা, (৫৩) বাণী (উড়িয়া)।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৪০, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।৹টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয়, বিপিন বাবুর গুণাবলীর আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, এই চিত্র প্রস্তুত করিতে পরিষৎকে নিম্নোক্ত বন্ধুগণ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অগ্রণী হইয়া অর্থাদি সংগ্রহ ও চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমতী বীণা চৌধুরী—৫৲, শ্রীমতী ইন্দিরা দে—৫৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—৪৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী-মোহন দাস—৫৲, রায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—৪৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত পরেশলাল সোম, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, প্রত্যেকে ২৲ হিসাবে এবং শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ এস্, এল্, রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকে ১৲ হিসাবে দিয়াছেন। ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত "বৈষ্ণব সাহিত্যে বিপিনচন্দ্র" বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য এক রৌপ্য পদক দিবেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৪০, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।৹টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল

৪। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় তাঁহার "ফতেয়াবাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রবন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সে বিষয়ের আলোচনায় সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী মুখোপাধ্যায়, বেলেঘাটা, ২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, এম্-এ, বাঁকুড়া, ৪। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মন্, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু কয়াল, ঐ।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১। সরস্বতী, ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়—২। রোগ ও পথ্য, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়—৩। Wood and Lino Cuts. শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক—৪। The History of North-Eastern India. শ্রীযুক্ত বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়—৫। ভক্তি কিরণাবলী, The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—৬। Bakshali Manuscripts, Part III. Report, Archaeological Survey of India, Imperial Series. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot—৭। Annual Report of the Administration of Jails of Bengal Presidency. The Secretary, Smithsonian Institution, Washington—৮। Forty-eighth Anuual Report of the Bureau of American Ethnology, ৯। Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 87, No. 18, ১০। Do. Do. Vol. No. 1.

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৭এ ফাল্গুন ১৩৪০, ১১ই মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত অধিবেশনের দুইটি কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে থাকিবার সময় জনৈক ইংরাজ কারিকর দ্বারা রাজা রামমোহন রায়ের এক প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কলিকাতায় ঠাকুর-পরিবারের অধিকারে রহিয়াছে। রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হয়, তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রদর্শনীতে দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ প্রদর্শনী-সমিতির পক্ষে ঐ আলোকচিত্রটি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহা প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানাইলেন যে, প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাশ, গোবর্দ্ধন নাট্যসমাজ, হাওড়া, ২। শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, শ্যামবাজার, এ, ভি, স্কুল, কলিকাতা

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Superintendent, Govt. Printing Press, Bengal—১। Eighth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal. The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—২। Memoirs of the Geological Survey of India Vol. LXIV, Part 1. ২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩। The Consolidation of Christian Power in India.

নবম মাসিক অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩৪০, ২৫এ মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ – সভাপতি।

১। গত অষ্টম মাসিক ও অষ্টম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম্-এ মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-লিখিত "সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার সুবিধা হইবে।

৫। অধিকাংশ সভ্যের মতে নিম্নোক্ত চারি জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-পত্র পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ　　　　শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্তা বাসন্তী সেন, ২। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৮ বাহির মির্জ্জাপুর রোড, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত অম্বুজাচরণ সেন, ৯০।৩, গ্রে ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ৫। শ্রীযুক্তা তটিনী দাস এম এ, প্রিন্সিপাল, বেথুন কলেজ, কলিকাতা, ৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, ২২৪-ই মাণিকতলা মেন রোড, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর, ৮। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Surveyor General of India—১। The General Report of the Survey of India for 1933. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত—২। নল-দময়ন্তী। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—(৩) Mira Bai, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—(8) Orissa under the Bhauma Kings. শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত—৫। ভগবান্ বুদ্ধ।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা।

১৯শে চৈত্র ১৩৪০, ২রা এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্ন্যাল ও সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ, ইহার গঠন ও প্রসারে তাঁহার অনুষ্ঠিত চেষ্টা, ইহার সেবায় নিষ্ঠার সহিত প্রাণপাত পরিশ্রম এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৪০, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত নবম মাসিক ও দশম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্‌-এ মহাশয় তাঁহার 'মহাকবি কালিদাসের সময়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইবে।

৫। আলোচনার পর নিম্নোক্ত দুইটী নিয়ম গৃহীত হইল,—

(ক) প্রচলিত ১৫শ নিয়মের পরিবর্ত্তে—"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"

(খ) নূতন নিয়ম—"৪২ (ঙ)। কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এস্-সি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মল্লিক, ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ঐ। ৩। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, ৯৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ঐ, ৪। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮, পটলডাঙ্গা লেন, ঐ, ৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ ঘোষ, ১০০।১, কড়েয়া রোড, ঝাউতলা, ৬। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১, তেলিপাড়া লেন, ৭। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, বীরভূম।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Superintendent, Govt. Printing, Bengal—(১) Midnapore and Terrorism, (২) Report of the Administration of Bengal, 1932-33. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩) হাদিছের আলো, ডাক্তার এস্, কে, মুখার্জ্জী—(৪) শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। শ্রীযুক্ত ডাক্তার টি, বি, মুখার্জ্জী—(৫) গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৬) বঙ্গীয় শব্দকোষ (অ—আইস), শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা—(৭) শ্রীশিবমহিম্নবিকাশ, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—(৮) The Fault of One, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—(৯) * সংযুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার—(১০) বাঙ্গালার কথা, (১১) Memoirs of The Asiatic Society of Bengal—Vol. IX No 6, Vol. XI, No. 5, Vol. XI, No. 4, Vol. XII. No. 1. শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—(১২) টম্ ব্রাউনের স্কুল-জীবন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৩) কন্যার প্রতি উপদেশ।

দশম বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৪০, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি— সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা। (খ) শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় "বন্দে মাতরম্" গান গাহিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত "বঙ্কিম-মঙ্গল" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত দেবী চৌধুরাণীর ইংরাজী অনুবাদ ও হিন্দুধর্ম্মের বর্ণভেদ সম্বন্ধে কতকগুলি রচনার উল্লেখ করিয়া, সেগুলি এবং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের উপযোগিতার বিষয় বলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে পর, বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের একজন সদস্য "সাধের তরণী; আমার কে দিল তরঙ্গে" এই গানটি গাহিলেন এবং উক্ত পরিষদের অন্যান্য সভ্যগণ কমলাকান্তের দপ্তর হইতে কমলাকান্তের জবানবন্দি অভিনয় করিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রহিল।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, সভাপতি মহাশয় এবং গায়ক, অভিনেতা ও বক্তাগণকে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গাব্দ—১৩৪০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

১৩৪১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সংক্ষেপে গত চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

পরিষদের সদস্যসংখ্যা আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্তরূপ ছিল,—

	বর্ষারম্ভে	বর্ষশেষে
(ক) বিশিষ্ট সদস্য	৭	৭
(খ) আজীবন-সদস্য	১০	১০
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ) সাধারণ সদস্য	১০৬৩	৭৮২
(চ) সহায়ক-সদস্য	২২	২২
	১১১১	৮৩০

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে চারি জন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব আসিয়াছিল। অদ্য তাঁহাদের নির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনী-কান্ত দাস মহাশয়দ্বয় আজীবন-সদস্যের দেয় চাঁদা ২৫০৲ হিসাবে দান করিয়াছেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি উক্ত দান গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য তাঁহাদের নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হইবে।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই।

(ঘ) মৌলভী-সদস্য—দুঃখের বিষয়, পরিষদের সদস্য-তালিকায় এই শ্রেণীর কোন সদস্যই এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইলেন না। আলোচ্য বর্ষে কোন প্রস্তাবই আসে নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—শহর। বর্ষারম্ভে ৪৪১ জন কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ৫ জন মফস্বলের সদস্য হইয়াছেন এবং ঠিকানা না থাকায় ৩ জনের নাম এবং চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ১১১ জনের নাম বাদ দিতে হইয়াছে; এবং বর্ষমধ্যে ৪১ জন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন ও বর্ষশেষে শহর ও মফস্বলবাসী সদস্যের চাঁদার হার সমান হওয়ায় ১৯২ জন মফস্বলবাসী সদস্য কলিকাতাবাসী সদস্যের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৫৪৪ হইয়াছে।

মফস্বল—বর্ষারম্ভে ৬২২ জন মফস্বলবাসী সদস্যের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ১৯২ জন কলিকাতাবাসী সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ২৭৬ জনের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫ জন পুনরায় সদস্য হইয়াছেন, ৫ জন কলিকাতা আসিয়াছেন এবং ৮১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২৩৮ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে ২২ জন সহায়ক-সদস্যের মধ্যে ৪ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যায় এবং ৪ জন নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য ২২ জন ছিলেন।

ছাত্র-সভ্য

বর্ষারম্ভে ২৩ জন ছাত্র-সভ্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে তুই জন ছাত্র সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তন্মধ্যে একজন সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা ২৪ হইয়াছে।

পরলোকগত সদস্যগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে,—

১। অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
২। ডক্টর অভয়কুমার গুহ
৩। অসিতাকুমার গুহ
৪। কামিনী রায়
৫। রায়সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু
৬। রায় কুঞ্জমোহন মৈত্র বাহাদুর
৭। কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮। কৃষ্ণচন্দ্র দাস
৯। গোকুলচাঁদ বড়াল
১০। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১২। নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়
১৩। পূর্ণচন্দ্র সিংহ
১৪। স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র
১৫। প্রমথনাথ বসু
১৬। রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর
১৭ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ
১৯। ডাক্তার শিবনাথ ভট্টাচার্য্য
২০। সতীশচন্দ্র দে সরকার
২১। হেমচন্দ্র ঘোষ
২২। হেমচন্দ্র সরকার

এই সকল সদস্যের মধ্যে স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়া আলোচ্য বর্ষে সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বহু দিন সহকারী সম্পাদকরূপে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

পূর্ব্বোক্ত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবিগণের মৃত্যু হইয়াছে,— ১। কুমুদনাথ লাহিড়ী, ২। কৈলাসচন্দ্র সরকার, ৩। জগদানন্দ রায়, ৪। *প্রবোধচন্দ্র দে, ৫। *বিজয়চন্দ্র সিংহ, ৬। *স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু, ৭। যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

* ইঁহারা পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মিলন এবং তদুপলক্ষে প্রাপ্ত মূর্ত্তি, পুঁথি, পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এই প্রদর্শনীর বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ দিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে উৎসব স্থগিত রাখা হয়।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ 'মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে' প্রকাশিত হইয়াছে,—(ক) ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১, (খ) মাসিক অধিবেশন—১০, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা—৪, এবং (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—৬।

(ক) ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, রবিবার—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন, আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ ও গ্রহণ এবং কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর বিগত বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি পরিষদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁহার মঙ্গলকামনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশনের শেষাংশে সভাপতি মহাশয় চলিয়া যাওয়ায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৪ঠা আষাঢ়, ৮ই আষাঢ়, ২৮এ শ্রাবণ, ১১ই ভাদ্র, ২৩এ পৌষ, ২৮এ মাঘ, ২০এ ও ২৭এ ফাল্গুন, এবং ১১ই ও ২৬এ চৈত্র—এই দশ দিনে দশটি অধিবেশন হয়। নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি এই সকল অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল,—

	প্রবন্ধ	লেখক
১।	বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
২।	কৃত্তিবাসের জন্মশক—	ঐ
৩।	প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি	ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত

৪।	আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত
৫।	মহাভারতের দশাঙ্ক সংখ্যা	ঐ
৬।	চণ্ডীদাসের 'রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন'	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী
৭।	ঐ প্রবন্ধ আলোচনা	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন
৮।	ফতেয়াবাদ	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
৯।	রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র	শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ
১০।	সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
১১।	মহাকবি কালিদাসের সময়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা

(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৫ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং (৪) ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য চারিটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে সঙ্গীত কবিতা-পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনাদি হইয়াছিল।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

(১) ১৪ই শ্রাবণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের এবং (২) ২০এ ফাল্গুন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত (৩) কামিনী রায় মহাশয়ার এবং (৪) হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ ১৮ই কার্ত্তিক ও ২৮এ মাঘ বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। (৫) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের "মেষাদি নির্ণয়" এবং (৬) ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের "পুরাণে যুগকল্পনা" প্রবন্ধ পাঠের জন্য যথাক্রমে ৩০এ পৌষ এবং ৪ঠা চৈত্র দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন —

সভাপতি—আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়; সহকারী সভাপতিগণ (কলিকাতার পক্ষে)—১। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, ২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, ৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ৪। ৺কামিনী রায়, পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; (মফস্বলের পক্ষে)—১। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, ২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, ৩। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ৪। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু। সহকারী সম্পাদকগণ—১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কাব্যতীর্থ ২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এবং ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ। পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। চিত্রশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। কোষাধ্যক্ষ—কুমার ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল-পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—৺কামিনী রায়ের মৃত্যুর পর সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু, ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ, ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন, ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন, ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, এবং ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৩টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং পত্র পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মন্তব্য লইয়া একবার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্য্যগুলি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সম্পাদিত হয়—

১। রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আশুতোষ হলের প্রদর্শনীতে পরিষদের গ্রন্থাগার, চিত্রশালা ও পুথিশালা হইতে দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

২। পরিষদের রবীন্দ্র সংগ্রহ-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ, হস্তলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পৃথক্ সংরক্ষণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন সমিতিতে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

৪। সদস্য ও সাধারণের সুবিধার জন্য পরিষদের কার্য্যালয় ছুটীর দিন ব্যতীত ২টা হইতে ৮টার পরিবর্ত্তে ১টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

৫। নিয়মানুসারে (ক) সাহিত্য, (খ) ইতিহাস, (গ) দর্শন, এবং ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়, (চ) পুস্তকালয় (ছ) চিত্রশালা এবং (জ) ছাপাখানা-সমিতি গঠন ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে (ঝ পুস্তকালয়ের অনাবশ্যক পুস্তকবর্জ্জন সমিতি, (ঞ) গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি, (ট) আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচিত্র নির্ব্বাচন সমিতি (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, (ঢ) নিষিদ্ধ পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি, (ণ) দ্বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি এবং (ত) পুরস্কার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে ভোট পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের পুথিশালায় পুথি উপহার দিয়াছেন,—১। মীর্জাপুর ফিনিক্স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক—৬১ মোড়ক, ২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—১৩ মোড়ক, ৩। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন—১ মোড়ক, ৪। শ্রীযুক্ত রমানাথ গুপ্ত—১ বাক্স, ৫। শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১ মোড়ক, ৬। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন—১ খানি।

উপরে লিখিত পুথির মোড়কগুলির মধ্য হইতে বর্ষমধ্যে ১২৬ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হয় এবং তন্মধ্য হইতে ৭৪ খানি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথি তালিকাভুক্ত করা হয়। পুথিগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও বিশ্লিষ্ট ভাবে থাকায় এইগুলির মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় পুথি বাছিয়া বাহির করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। অপ্রয়োজনীয় পুথিগুলি স্বতন্ত্রভাবে বাছিয়া রাখা হইয়াছে। তালিকাভুক্ত পুথির মধ্যে বাঙ্গালা ১৩ খানা ও সংস্কৃত ৬১ খানা। সংস্কৃত পুথির মধ্যে বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ১৩৮৭ শকাব্দে লিখিত একখানি হরিবংশের পুথি অত্যন্ত মূল্যবান্। এই পুথিখানিকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবার জন্য একটি কাঠের বাক্স প্রস্তুত করাইয়া দিয়া শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সংস্কৃতের মধ্যে আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নূতন পুথি আছে, এবং ইহাদের কোন কোন-খানির রচয়িতার নামও ইতিপূর্ব্বে শুনা যায় নাই। গত ৪।৫ বৎসরে সংগৃহীত পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন। আশা করা যায়, ঐ প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই সকল পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া এবং স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রদত্ত ৪২৪ খানি পুথির মধ্য হইতে ১৩ খানি

সংস্কৃত পুঁথি, সংস্কৃত পুথির তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্ব্বরকম পুথির সংখ্যা ও শ্রেণী এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বাঙ্গালা—৩১১১, সংস্কৃত—১৮২৭, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী ১২, অসমীয়া—৩, ওড়িয়া—৩, এবং হিন্দী—২, মোট ৫২০৩।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পুথিশালায় একটি আলমারির জন্য অর্থ দান করিয়াছেন এবং ঐ অর্থ দ্বারা একটি আলমারি ক্রয় করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ফিনিক্স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে আর একটি আলমারি পাওয়া গিয়াছে।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' আলোচ্য বর্ষে ২১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। আর প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইলেই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই তালিকা প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন,—(ক) পাতাপটি বারোয়ারীর সম্পাদক ৫৲ এবং (খ) সাহানগর শক্তি-সঙ্ঘ—৪৲। পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের সঙ্কলন-কার্য্য ও মফস্বল হইতে পুথি সংগ্রহের চেষ্টা করা, এ বৎসর সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইবার ব্যবস্থাও অর্থাভাববশতঃ করিতে পারা যায় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চত্বারিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে এই চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ও লেখকগণের নাম দেওয়া হইল,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১। কৃত্তিবাসের জন্মশক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

২। কৃত্তিবাসের জন্মশক (আলোচনা)— „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৩। চণ্ডীদাসের 'রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন'—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী।

৪। ঐ সম্বন্ধে আলোচনা—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

৫। বড়ু চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুথি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।

৬। রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র—শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।

৭। শালগ্রাম বন্ধকের দলিল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৮। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

৯। সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

(খ) ইতিহাস

১। প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

২। ফতেয়াবাদ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

(গ) গ্রাম্য সাহিত্য

১। বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

২। শ্রীহট্টে মাঘব্রত—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(ঘ) বিজ্ঞান

১। আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

২। প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি— ঐ

এতদ্ব্যতীত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং উনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার আকার কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ইংরেজী সার মর্ম্ম Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইতেছে—

১। চণ্ডীদাসপদাবলী—আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়কে এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইতেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিষয়ে আজকাল নানারূপ প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে। সে সকলের মীমাংসার জন্য তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সত্বরই প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

২। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের মূলাংশ গত বৎসরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে টীকার কতকাংশ ছাপা হইয়াছে। সূচী ও ভূমিকা সমেত সম্পূর্ণ টীকা মুদ্রিত হইলেই গ্রন্থ প্রকাশ হইতে পারিবে। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়।

৩। গৌরপদতরঙ্গিণী—আলোচ্য বর্ষে ভূমিকার ১৭৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করা যায়, সত্বরেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

৪। পরিষদ্‌পুথিশালার 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' আলোচ্য বর্ষ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের ২১৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থও সত্বর প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৫। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর একশত বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে, তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তক পুস্তিকাদির (বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজি) একটি সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার সংকল্প গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান সম্পাদকতায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী এই গ্রন্থাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে পরিষদের না থাকায়, উহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে এবং ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে অর্থ আসিতেছে। রামমোহন শতবার্ষিকী সমিতি এ বিষয়ে পরিষদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদন কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণটিতে, পূর্ব্বপ্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে স্থান পায় নাই, এমন অনেকগুলি রচনা ও পুস্তিকা মুদ্রিত হইবে।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্কল্পগুলির মধ্যে—

(ক) কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রণের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

(খ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল—সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী এখনও পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে পারেন নাই।

(গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়—সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(ঘ) আলাওলের পদ্মাপুরাণ—সম্পাদক মৌলভী আবদুল করিম এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আলোচ্য বর্ষে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র পরিশিষ্ট-খণ্ড প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বর্ষমধ্যে কোন কোন পরিষদ্গ্রন্থের মূল্য হ্রাস করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করার ফলে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা গ্রন্থ বেশী বিক্রীত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যকল্পে পরিষদের সাধারণ-তহবিলের অর্থ ব্যতীত বঙ্গীয় রাজ সরকারের বার্ষিক দান, লালগোলার মহারাজের প্রদত্ত টাকার সুদ এবং সাহিত্য-সংরক্ষণ-তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে,—(ক) মূর্ত্তি (প্রস্তর, মৃন্ময়, ধাতু ও কাষ্ঠের নির্ম্মিত)—১৪, (খ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য—২, (গ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি—১, (ঘ) বিবিধ—২ দফা।

এই সকলের মধ্যে (ক) শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি ধাতুমূর্ত্তি, প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং মৃন্ময় মূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়-প্রদত্ত প্রস্তর ও মৃন্ময় মূর্ত্তি এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবসে (উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে : ৩টি মূর্ত্তি এবং সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয় নানা ক্ষেত্র হইতে যে সকল উপহার ও মানপত্র পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই গত বর্ষে তিনি পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষেও তিনি ঐ শ্রেণীর কতকগুলি দ্রব্য দান করিয়াছেন।

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আশুতোষ হলে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের সংগৃহীত রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি, চিত্র, ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে উক্ত প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন চিত্র ও রামমোহনের হস্তাক্ষর বাঁধাইয়া দিয়াছেন এবং রামমোহনের মুণ্ডের একটি আধার দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার ধাতুমূর্ত্তিগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত মতিমোহন দত্তগুপ্ত মহাশয়ের নিকট এষ্টিমেট লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে আলোচ্য বর্ষেও কোন সাহায্য না পাওয়ায় চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে পরিষদের গ্রন্থাগারে ৩৭৩০৭ খানি পুস্তক-পত্রিকা ছিল। বর্ষমধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ-মত 'অনাবশ্যক পুস্তক বর্জ্জন সমিতি' কর্ত্তৃক তন্মধ্য হইতে ৭৮০খানি অনাবশ্যক পুস্তক-পত্রিকা বাদ দেওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ১২৪৫ খানি বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং ৫০২ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তক-সংখ্যা ৩৮২৭৪ হইয়াছিল।

পরিষদের এবং পরিষদের অন্তর্গত বিশিষ্ট গ্রন্থসংগ্রহে বর্ষশেষে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকা ছিল,—

(ক)	বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	..	৩৫৪৬
(খ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার	..	২২৫০
(গ)	রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার	..	৭৩২
(ঘ)	রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থাগার		৭৬৪
(ঙ)	পরিষদের গ্রন্থসংগ্রহ	..	৩০৯৮২
		মোট	৩৮২৭৪

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

1. Government of India, Central Publication Branch. 2. Surveyor General of India. 3. Archaeological Department of India. 4. Imperial Records Department. 5. Publicity Officer, Bengal Government. 6. Librarian, Bengal Library, (Government.) 7. Director of Industries, Bengal. 8. Bengal Secretariat Book Depot. 9. Calcutta University. 10. School of Oriental Studies, London. 11. Royal Asiatic Society, China Branch. 12. Smithsonian Instt., New York. 13. Boston Museum, U. S. A. 18. Kern Institute, Leyden, Holland. 15. H. H. the Nizam's Government. 16. Government Museum, Madras. 17. হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী। 18. গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

যে সকল হিতৈষী বন্ধু পরিষৎকে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'কৃষ্ণবাগান পিয়ারীচরণ সরকার' লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত লাইব্রেরার ৬৭২ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন; বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় উক্ত লাইব্রেরীর ১২৪ খানি পুস্তক পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় ১৩৫ খানি পুস্তিকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ২১৬ খানি পুস্তক-পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

উপহারের পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রদাতা— পুস্তকাদি—

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects of the Shanscrit Language by H. Lebedeff. London, 1801.

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—Travels in Chaldaea including a Journey from Bussorah to Bagdad by Capt. Robert Mignan. 1822.

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী—(ক) সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড, ১২৭৭, (খ). ভারতভৃত্য, ১২৭৯, (গ) ভূত, ১ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(ক) সচিত্র ভারতসংবাদ, ১২৭০, (খ) চিত্রদর্শন, ১২৯৭, (গ) দর্শক, ১ম খণ্ড, ১২৮১।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—(ক) সংবাদপ্রভাকর, ১২৪৭, ১ সংখ্যা।
(খ) Delhi Gazette, 1863.

রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—জ্ঞানচন্দ্রিকা (কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা)—বলাইচাঁদ সেন, ১ম বর্ষ, ১২৬৭ (৫-৬ সংখ্যা)।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—Archaeologial Survey of India Report, Vol. II & VII (Cunningham), 1878.

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়—Historical Album of the Rajas and Taluqdars of Oudh. 1880.

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সংযুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক—প্রাণনাথ দত্ত, ১২৭৪।

Keeper of Records of the Govt. of India—

1. A Grammar of the Chinese Language—Rev. Robert Morrison. 1815.
2. A Dictionary of Bhotanta, or Boutan Language and a Grammar of the Bhotanta Language—Frederic Christian Gotthelf Schroeter, Ed. by J. Marshman and W. Carey, 1826.
3. Grammar of the Tibetan Language by Alexander Csoma De Koros. 1834.
4. A Dictionary (Tibetan and English)—do—1834.
5. (a) বজ্রসূচী or Refutation of the Arguments upon which the Brahmanical Institution of Caste is Founded by Ashwa Ghoshu and (b) The Tunku by Soobajee Bapoo. 1839.
6. বত্রিশ সিংহাসন (উড়িয়া অনুবাদ),—Rev. A Sutton, 1840.
7. A Brief Sketch of Universal History (উড়িয়া অনুবাদ), Nobeen Chunder Sarangee. 1866.

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—Brahmo Public Opinion, Vol. II, No. 3, 1877 এবং Vol. V, No. 48, 1882.

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। সন্দর্ভ-সংগ্রহ—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, এবং ২। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৭ খ্রীঃ)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়—Upjohn's Map of Calcutta (১৭৯৭ খ্রীঃ) উপহার দিয়াছেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এর নবসংস্করণ এবং শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রত্যেক খণ্ড প্রকাশ মাত্রই দান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত 'সরস্বতী' এক খণ্ড দান করিয়াছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে কতকগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম দেওয়া হইল,—

১। Brahmunical Magazine: By Shivu-prusad Surma, (2nd. Ed.) Calcutta, August, 1823.

২। The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness; the first, second and final Appeal to the Christian Public by Rammohun Roy. London, 1834.

৩। Reports of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal for 1835 and for 1838-39.

৪। First Impressions and Studies from Nature in Hindostan—Thomas Bacon, Vol. I and II.—1837.

৫। The Ten Principal Avataras of the Hindus, with a short History of each Incarnation and Directions for the representation of the Murttis as Tableaux Vivants by Sourindro Mohun Tagore. 1880.

৬। India Office Library Catalogue, Vol. II. Part IV. (Bengali, Oriya and Assamese Books)—J. F. Blumhardt. 1905. London.

৭। The Music of Hindostan—A. H. Fox Strangways. Oxford, 1914.

৮। Ajanta—The Colour and Monochrome Reproductions of the Ajanta Frescoes based on Photography with Plates by G. Yazdani. Pt. I.

৯। Canons of Orissan Architecture—Nirmal Kumar Bose.

১০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়-সম্পাদিত 'জীবনী-কোষ'।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ও মূল্য দিয়া নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৮, ২। সাপ্তাহিক—৩৭, ৩। পাক্ষিক—৫, ৪। মাসিক—৭৬, ৫। দ্বৈমাসিক—৫ এবং ৬। ত্রৈমাসিক—১৩।

পরিষদের গ্রন্থাগারে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত যাবতীয় সাময়িক পত্রিকার তালিকা আলোচ্য বর্ষমধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে সাময়িক পত্রের এত বড় সংগ্রহ অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রন্থ-সংগ্রহের সম্পূর্ণ তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের নিজস্ব সংগৃহীত পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিল না। আলোচ্য বর্ষে এই তালিকার পাণ্ডুলিপি অনেকখানি প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের অর্থবল এবং লোকবল উভয়ই অপ্রচুর; এই হেতু তালিকা-প্রস্তুত কার্য্য এত দিন অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রন্থাগারের

নির্দ্দিষ্ট একজন লেখকের দ্বারা এই কার্য্য সম্পূর্ণ করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পরিষদের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় একজন লেখকের পদ উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। সমিতির এই ব্যবস্থা-মত কার্য্য হইলে পরিষদের লোকবল আরও হীন হইবার সম্ভাবনায় এবং তদ্ধেতু পুস্তক-তালিকা প্রণয়নের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কায় সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুস্তকতালিকা-প্রণয়নকার্য্যের সাহায্যার্থ এক বৎসরের জন্য একজন লেখকের মাসিক ৩০৲ বেতন দিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অর্থাভাবে গ্রন্থাগারের বহু আবাঁধা ও ছিন্ন পুস্তকগুলি বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু মহাশয়ের সহায়তায় ও চেষ্টায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ২৫৲ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগারের অভাবের অন্ত নাই। স্থানাভাবে বহু সংগৃহীত পুস্তক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন প্রকারে বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া কতকগুলি পুরাতন আলমারী ও র‍্যাকের সংস্কার দ্বারা তন্মধ্যে অধিক পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষমধ্যে এই কাজ শেষ করিতে পারা যায় নাই। নূতন আলমারী ও র‍্যাক্ প্রয়োজন হইলেও অর্থসঙ্কটের জন্য তাহা প্রস্তুত বা খরিদ করা সম্ভব হয় নাই।

পরিষদের এই বৃহৎ এবং ক্রমবর্দ্ধমান পুস্তকালয়টির কার্য্যপরিচালনার সৌকর্য্যার্থ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। যে সকল ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা পূরণ করা সময়সাপেক্ষ। কতকগুলি অত্যাবশ্যক নিয়মাবলীর সংস্কার ও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের সংগ্রহমধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। সেগুলি এবং বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকগুলি পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকায় নষ্ট বা হারাইবার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নোক্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

১। গ্রন্থাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোনও সদস্যকে বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

২। কোনও বিশিষ্ট স্থলে গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় আবশ্যক বোধ করিলে যথোপযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দ্দেশ করিবেন। যদি কোন কারণে পুস্তক ধার দেওয়া বিষয়ে বা প্রতিভূস্বরূপ টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে গ্রন্থাধ্যক্ষের সহিত পুস্তক-গ্রহীতার মতভেদ হয়, তবে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ চূড়ান্ত হইবে।

৩। অতঃপর, (ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (খ) রমেশচন্দ্র দত্ত, (গ) বিদ্যাসাগর ও (ঘ) বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রন্থসংগ্রহ হইতে কোন সদস্যকে গ্রন্থ বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

এতদ্ব্যতীত পুস্তক বাড়ি লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। (এই কার্য্যবিবরণের নিয়মাবলী অংশ দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি খরিদের জন্য অর্থ চাহিয়া কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ ও প্রয়োজনীয় হিসাবাদি সমেত আবেদন করা হইয়াছিল। গত বর্ষে করপোরেশন ৬৫০৲ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও ব্যয়-সঙ্কোচ নীতির প্রভাবে উক্ত টাকার শতকরা ১৬২/৩ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের মধ্যে এই সাহায্য পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি কামিনী রায় মহাশয়ার স্মৃতিরক্ষা করা হইবে স্থির হইয়াছে। কি আকারে এই স্মৃতিরক্ষা হইবে, তাহা স্থির হয় নাই।

(খ) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার চিত্র দান করিয়াছেন। অদ্য উহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) রামমোহন রায় শতবার্ষিকীর প্রদর্শনী-বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের এক চিত্র দান করিয়াছেন। উহা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্মৃতিরক্ষার পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রস্তাবগুলির মধ্যে—

(ক) বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্যকারিগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

(গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতির উদ্দেশে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইতেছে।

(ঘ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই চিত্র নির্ম্মাণকল্পে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এক শত টাকা দান করিয়াছিলেন। অদ্য উহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(ঙ) স্বর্ণকুমারী দেবীর এক চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু উহার কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হওয়ায় প্রতিষ্ঠা করা যাইতেছে না। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে।

সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা—	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন
ইতিহাস-শাখা —	„ কুমার শরৎকুমার রায়	„ ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
দর্শন-শাখা —	„ ডক্‌টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	„ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান-শাখা	„ ডক্‌টর সত্যচরণ লাহা	„ ডক্‌টর সুকুমাররঞ্জন দাশ

অধিবেশন-সংখ্যা—১। সাহিত্য শাখা—৪, ২। ইতিহাস-শাখা—২, ৩। দর্শন-শাখা—২ এবং ৪। বিজ্ঞান-শাখা—২।

এই সকল অধিবেশনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ফরিদপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, গৌহাটী, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া ও কাশী-শাখার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই। রামমোহন রায় শত বার্ষিকীর কর্ত্তৃপক্ষ রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে অথবা কলিকাতায় শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্মিলন আহ্বানের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

পরিষদ্ মন্দির এবং আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের ও রমেশ-ভবনের কিছু কিছু সংস্কার করিতে হইয়াছিল। গত ভূমিকম্পের পূর্ব্ব হইতে এবং পরেও পরিষদ্ মন্দিরের স্থানে স্থানে ফাটিয়াছে। সত্বরেই ইহা মেরামত করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বিল্ডিং কন্‌ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে যে দুইটি শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার আবশ্যক সরঞ্জাম সংগৃহীত না হওয়ায় সেগুলি সম্পূর্ণ করিতে পারা যাইতেছে না। যাহাতে ২।১ মাস মধ্যেই শৌচাগার সম্পূর্ণ হয় ও পানীয় জল সরবরাহের সুবিধা হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন ড্রেন প্রভৃতির নক্সা আলোচ্য বর্ষে মঞ্জুর করিয়াছেন।

রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের যে সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কার্য্য আলোচ্য বর্ষে আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। যাঁহারা এ জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যারম্ভ হইলেই তাঁহাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য দান করিবেন জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রদত্ত সাহায্য ১০৲ ব্যতীত এই গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে অন্য কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে ‘গচ্ছিত তহবিল আলোচনা

সমিতি'র অনুরোধে 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিসমিতি' এই স্মৃতির উদ্দেশ্যে সঞ্চিত অর্থ (২৭১০৲ টাকা) উক্ত দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত দ্বিতলের নাম অতঃপর **রামেন্দ্রসুন্দর হল** হইবে। পরিষদের হিতৈষী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় উপযুক্ত কাগজপত্র দেখিয়া এই হলের নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইবে।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে পুথিশালার জন্য একটী আলমারী খরিদ করা হইয়াছে এবং গত একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে ফিনিক্‌স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর প্রদত্ত আলমারী সংস্কার করিয়া ব্যবহার করা হইতেছে। পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

বঙ্গীয় রাজসরকারের দান

বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্য বাবদ ১২০০৲ টাকার স্থলে ১০৮০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিতরণের জন্য এ বৎসরও ২০০ খানির স্থলে ৭০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ লইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পরিষদের কোম্পানীর কাগজগুলির ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স রেহাই দিয়া ইন্‌কম্ ট্যাক্সবিভাগ পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশনের দান

ব্যয়-সংক্ষেপ-নীতির অনুসরণ করিয়া কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে পুস্তক-পত্রিকা খরিদের জন্য ৬৫০৲ টাকার স্থলে ৫৪১৲ পুস্তকালয়ে সাহায্য দানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে এই টাকা পরিষদের হস্তগত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়া আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের চিত্রশালা সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কোন সাহায্য করপোরেশন হইতে পাওয়া যায় নাই।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বে প্রচলিত ১৫শ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নোক্তরূপে গৃহীত হইয়াছে,—

"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"—এই নিয়মদ্বারা পরিষদের শহর ও মফস্বলের সদস্যগণের চাঁদার কোন পার্থক্য থাকিল না।

প্রচলিত ৪২ (ঘ) সংখ্যক নিয়মের পর নিম্নোক্ত নূতন নিয়ম গৃহীত হইয়াছে,—

"৪২ (ঙ) কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার উপযোগী অর্থ-সম্পদ্ পরিষদের নাই, ইহা নিশ্চিত। আলোচ্য বর্ষে এবং গতপূর্ব্ব বর্ষে গচ্ছিত তহবিল হইতে হাওলাত লইয়া সাধারণ-বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে গত দুই বৎসর বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকার স্থলে ১০৮০৲ হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট চিত্রশালার কার্য্য সম্পাদনের জন্য গত দুই বৎসর সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সাধারণ-তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেই সাহায্য এবং পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য করপোরেশনের মঞ্জুরী সাহায্য আলোচ্য বর্ষমধ্যে পরিষদের হস্তগত না হওয়ায় পরিষদের ঋণ বাড়িয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে গঠিত 'গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি'র নির্দ্ধারণ অনুসারে সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিলের টাকা গ্রন্থপ্রকাশে ব্যয় করিতে পারা গিয়াছিল। এই সকল অর্থসঙ্কটের বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি 'আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়-সংক্ষেপ-সমিতি' গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতির মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ প্রস্তুত হইয়াছে। তদুপরি ১৩৪১ বঙ্গাব্দ হইতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সদস্যগণের চাঁদার হার বার্ষিক ৬৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই জন্য যে সকল কলিকাতার সদস্য পূর্ব্ব-নিয়মে বার্ষিক ১২৲ চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে বার্ষিক ৬৲ চাঁদা দিবেন। সুতরাং চাঁদা আদায় কম হইবার সম্ভাবনা আছে। সুখের বিষয়, সম্পাদকের অনুরোধে বহু হিতৈষী সদস্য ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ১২৲ চাঁদা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রচারের ফলে গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে নূতন সদস্যের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইলেও অনেক পুরাতন সদস্যের নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ না করায় পরিষদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

অর্থাভাবে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কার্য্য—পানীয় জল, ড্রেণ ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়ের পুস্তকসংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য আধার প্রস্তুত করা, চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি (অসম্পূর্ণ পাথরের কাজ শেষ করা, মেঝেয় পেটেণ্ট ষ্টোন দেওয়া প্রভৃতি) সম্পূর্ণ করা এবং পরিষদ্ মন্দিরের সুসংস্কার করা অর্থাভাবেই সম্ভব হইতেছে না। অর্থাভাবেই পরিষৎ-পত্রিকার আকারের খর্ব্বতা সাধন করিতে হইয়াছে এবং উপযুক্ত ও অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইতেছে না।

ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র ক্ষুণ্ণ করা পরিষদের উদ্দেশ্য নহে। আয় বৃদ্ধি দ্বারা ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারতাবৃদ্ধিই পরিষদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণই পরিষদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণে সাহায্য করিবেন—ইহা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির নয়টি অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে ও একজন দুঃস্থ সাহিত্যিককে মাসিক এবং এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। গচ্ছিত কোম্পানীর কাগজের সুদের আয় এবং কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বিক্রয়ের আয় ব্যতীত কয়েকজন হিতৈষী এই তহবিলে কিছু কিছু দান করিয়াছিলেন।

বিশেষ বিশেষ দান

সদস্যগণের চাঁদা ব্যতীত নিম্নলিখিত আর্থিক দান আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছিল,—

১। গ্রন্থপ্রকাশার্থ বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান।
২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজার জন্য দান।
৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান।
৪। আজীবন সদস্যের দেয় চাঁদা।
৫। পুথিশালার আলমারী ও পুথির আধারের জন্য দান।
৬। পুথিশালার 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' মুদ্রণের জন্য দান।
৭। সাধারণ তহবিলে দান।
৮। পুস্তকালয়ের পুস্তক বাঁধাইবার জন্য দান।
৯। গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে দান।
১০। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।
১১। হরপ্রসাদ স্মৃতি-তহবিলে দান।
১২। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-তহবিলে দান।
১৩। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দান।

পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর পক্ষে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কার্য্যালয়ের ব্যবহারের জন্য দপ্তর সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "বৈষ্ণব সাহিত্যে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য এক রৌপ্য পদক দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুরস্কার-প্রবন্ধ-সমিতি কর্ত্তৃক পুরস্কার ও পদকের জন্য যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

উপসংহার

এই কার্য্যবিবরণ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে বঙ্গীয় রাজসরকার, কলিকাতা করপোরেশন এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান ও মহানুভব ব্যক্তি এবং হিতৈষী সদস্যগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আলোচ্য বর্ষে নানা ভাবে অর্থ দান ও অর্থ সংগ্রহে, প্রাচীন পুথি, প্রাচীন মূর্ত্তি ও চিত্রাদি দান এবং সংগ্রহে, দুষ্প্রাপ্য ও আধুনিক পুস্তক দান ও সংগ্রহে এবং বিবিধ আসবাব ও তৈজসাদি দানের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তদ্ব্যতীত যে সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক যত্ন ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা পরিষদের কার্য্য পরিচালনে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপসংহারে দেশবাসীর নিকট শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিতেছি যে, বঙ্গদেশের মধ্যে এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হয়, দেশের প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্ররূপে লোকসমাজে পরিগণিত হয়, তৎপক্ষে তাঁহারা প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিতে যেন কার্পণ্য না করেন। ইতি—

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪১।১৬ই আষাঢ়

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক-পত্রাদি

(* তারকা চিহ্নিতগুলি ক্রীত)

দৈনিক

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। লোকমান্য (হিন্দী), ৩। Amrita Bazar Patrika, ৪। Forward, ৫। Star of India,

সাপ্তাহিক

১। আজকাল, ২। এডুকেশন গেজেট, ৩। খুলনাবাসী, ৪। গৌড়ীয়, ৫। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৬। ছোটগল্প, ৭। ঢাকা-প্রকাশ, ৮। দীপালী, ৯। দুন্দুভি, ১০। পল্লীবার্ত্তা, ১১। পল্লীবাসী, ১২। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১৩। বঙ্গরত্ন, ১৪। বঙ্গবাসী, ১৫। বসুমতী, ১৬। বাতায়ন, ১৭। বীরভূম-বার্ত্তা, ১৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ১৯। সঞ্জীবনী, ২০। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ২১। হিতবাদী, ২২। হিন্দু, ২৩। ভগ্নদূত, ২৪। মুক্তি, ২৫। জনশক্তি, ২৬। জনমত, ২৭। মোসলেম, ২৮। Calcutta Gazette, ২৯। Calcutta Municipal Gazette*, ৩০। Indian Messenger, ৩১। Mussalman, ৩২। Navavidhan, ৩৩। Dawn of India, ৩৪। Harijan, ৩৫। বাঙ্গালী, ৩৬। ত্রিপুরা, ৩৭। মোহম্মদী।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সমাচার ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্ত শাসন।

মাসিক

১। অর্চ্চনা, ২। আর্য্য-গৌরব, ৩। আর্য্য দর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। অভ্যুদয়, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কায়স্থ পত্রিকা, ১০। কায়স্থ সমাজ, ১১। কৃষি-সম্পদ, ১২। গন্ধবণিক্ মাসিকপত্র, ১৩। গল্প-লহরী ১৪। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-সম্মিলনী, ১৫। চিকিৎসা প্রকাশ, ১৬ জয়শ্রী, ১৭। জন্মভূমি ১৮। জীবনবীমা, ১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২০। তন্তুবায় সমাচার, ২১। তাম্বুলি পত্রিকা, ২২ শ্রীদেশবন্ধু, ২৩। তেলীবান্ধব, ২৪। পঞ্চপুষ্প, ২৫। প্রজাপতি, ২৬। প্রবর্ত্তক, ২৭ প্রবাসী, ২৮। বঙ্গলক্ষ্মী, ২৯। বঙ্গশ্রী, ৩০। বণিক্, ৩১। বিচিত্রা, ৩২। উদয়ন, ৩৩। গুলিস্তাঁ, ৩৪। ভাণ্ডার, ৩৫। ভারতবর্ষ, ৩৬। ভারতের সাধনা, ৩৭। মাধবী, ৩৮। মাসিক বসুমতী, ৩৯। মাসিক মোহাম্মদী, ৪০। মাহিষ্য-সমাজ, ৪১। মোদক-হিতৈষিণী, ৪২। যুবক, ৪৩। যোগীসখা ৪৪। রামধনু, ৪৫। শনিবারের চিঠি, ৪৬। তরুণ-পত্র, ৪৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৪৮। সদ্গোপ পত্রিকা, ৪৯। সুবর্ণবণিক্ সমাচার, ৫০। সোনার বাংলা, ৫১। সৌরভ, ৫২। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩। স্বাস্থ্য সমাচার, ৫৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৫। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ৫৬। উত্তরা, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial

India, ৬১। ক্লাইব ষ্ট্রীট, ৬২। Indian Medical Record, ৬৩। Indian Antiquary*, ৬৪। Indian Review, ৬৫। Industry, ৬৬। Health and Happiness, ৬৭। Insurance Herald, ৬৮। Insurance World, ৬৯। Maha-Bodhi, ৭০। Modern Review, ৭১। Scientific Indian, ৭২। Tirumalai Sri Venkatesvara, ৭৩। ধন্বন্তরী, ৭৪। পুষ্পপাত্র, ৭৫। বিধিলিপি, ৭৬। ব্রহ্মবিদ্যা।

দ্বৈমাসিক

১। Calcutta Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি, ৫। শিবম্, ৬। The Library।

ত্রৈমাসিক

১। নাগরী প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ২। পরিচয়, ৩। পূজা, ৪। Man in India, ৫। Quarterly Journal of the Andhra Research Society, ৬। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, ৭। Benares Hindu University Magazine, ৮। Cultural World, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Mayurbhanj Gazette, ১১। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২। Review of Philosophy and Religion, ১৩। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University, ১৪। American Anthropologist.

ষাণ্মাসিক

১। The Greater India Society.

শাখা-সমিতির-সভ্যগণ

(১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (সভাপতি); শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক; শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন (আহ্বানকারী)।

(২) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় (সভাপতি); শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ; শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার; শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ

লাহা, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (সভাপতি ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত; শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য; শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

(৪) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা সভাপতি); শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(৬) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৭) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(৮) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী;

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী) ।

(৯) আয়বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, পরিষদের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (অহ্বানকারী).।

(১০) পুস্তকালয়ের অনাবশ্যক পুস্তক বর্জ্জন সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১১) গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি

শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, পরিষদের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(১২) পুরস্কার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১৩) নিষিদ্ধ পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১৪) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১৫) দ্বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৬) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (সম্পাদক)।

শাখা-পরিষদ

মেদিনীপুর-শাখা

একবিংশ বর্ষ—১৩৪০

সদস্য-সংখ্যা—১০৫, অধিবেশন-সংখ্যা ১৬, গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-সংখ্যা ৩০০০। আলোচ্য বর্ষে (ক) 'মেঘদূত উৎসব' ও গৃহপ্রবেশ উৎসব এবং (খ) বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মেদিনীপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থানীয় ওয়াই-এম্-সি-এর ভবনে পরিষৎ-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণের অর্থ স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছে।

অধিবেশনাদিতে আলোচিত ও পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। মেঘমঙ্গল (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
২। মেদিনীপুরের জন্মকাহিনী (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৩। নববর্ষ (কবিতা) ,, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাননগো।
৫। প্রাদেশিক ভাষায় মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।
৬। বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের দান— ,, মহেন্দ্রনাথ দাস।
৭। চৈত্রী পূর্ণিমা - ,, মনীষিনাথ বসু।

শাখার মুখপত্র 'মাধবী'র একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। আয়—৪৮৬৮৫, ব্যয় ৩৩৪।৶১৫।

কাশী-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কাশীর প্রাচীন "বঙ্গসাহিত্য সমাজ"-এর গ্রন্থাগার কাশী শাখা-পরিষদের অন্তর্গত। ইহার গ্রন্থ-সংখ্যা ২৯৭৬। সদস্য-সংখ্যা ৩৮। বারাণসীর মিউনিসিপালিটি মাসিক ৯৲ সাহায্য করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন ৩, ও সাধারণ অধিবেশন ১। সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সাহিত্য ও সাহিত্যের রূপ" এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় "সাহিত্যে নব-পঞ্জিকার ফলশ্রুতি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নদীয়া-শাখা

—১৩৪০—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল।

সম্পাদক— ,, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ অধিবেশন-সংখ্যা ৩। এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয় গৌরলীলা গীতিকাব্য পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বড়াল মহাশয় উক্ত রচনা কীর্ত্তন গান করেন। ২য় অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস মহাশয় "মল্লীনাথের জীবনী ও তাঁহার প্রভাব" প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩য় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা মহাশয় "ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উত্তরপাড়া-শাখা

—১৩৪০—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী।

সম্পাদক „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৮০, অধিবেশন সাধারণ ২, পরিচালক-সমিতি ৮।

সাধারণ অধিবেশন পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক—

(ক) ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে উত্তরপাড়ার স্থান—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

(খ) বাঙ্গালার কুটীরশিল্প এবং বেকার সমস্যা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা—৪০০০। আয় ৮১০।৶০, ব্যয় ৮০৪৸৶৬, উদ্বৃত্ত ৫।৷৩।

গৌহাটী-শাখা

২৫শ বর্ষ—১৩৪০

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক— „ সত্যভূষণ সেন।

দুইটি অধিবেশনের মধ্যে একটি বিশেষ অধিবেশনে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত কামাখ্যাশঙ্কর গুহ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কবিতা পাঠ করেন। সাধারণ অধিবেশনে কবি কামিনী রায় এবং গঙ্গাচরণ সেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' এবং (খ) শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বরিশাল-শাখা

—১৩৪০—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাধারণ অধিবেশন ৩টি। পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক—

(ক) গীতার বিশেষত্ব—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন।

(খ) প্রাণময় জগৎ— „ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(গ) ভারতের জাতি ও সমাজ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত।

একটী বিশেষ অধিবেশনে ৺কামিনী রায় মহাশয়ার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন-লিখিত কবিতা এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি

(ক) ধাতু-মূর্ত্তি—

১। কালী, ২। মহিষমর্দ্দিনী, চতুর্হস্তা, ৩। কৃষ্ণমূর্ত্তি—খড়ম পরিহিত, ৪। নরসিংহমূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

(খ) প্রস্তরমূর্ত্তি—

১। মহাদেব—ত্রিশূলের উপর সতীদেহ ধারণকারী। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়। ২। হরপার্ব্বতী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু, ৩। নরসিংহমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার, ৪। স্ত্রীমূর্ত্তি, চতুর্হস্তা, ৫। ঐ, ৬। অস্পষ্ট মূর্ত্তি, এবং ৭। ধ্যানস্থ মূর্ত্তি, শয়ান মহাদেব, তদুপরি পদ্মাসনস্থ দেবতা, চতুর্হস্তা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, ৮। স্তূপ—শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়।

(গ) মৃণ্ময়—

১। স্ত্রীপুরুষ—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, ২। চারিটি মূর্ত্তিবিশিষ্ট স্তূপ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার।

(ঘ) প্লাষ্টার অব প্যারিসে ছাঁচে ঢালাই তিব্বতীয় মূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

(ঙ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য—১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত কুক্ কেলভির ঘড়ি, (মহর্ষি ইহা শিবনাথ শাস্ত্রীকে দান করিয়াছিলেন)। ২। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যবহৃত ঘড়ি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য।

(চ) চিত্র—রসচক্রের চিত্র (ফটো)—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(ছ) বিবিধ—হুগলী খামারগাছি ষ্টেশনের নিকট দাদপুর গ্রামে কূপখননকালে প্রাপ্ত কতকগুলি মৃণ্ময় বাসনের টুক্‌রা। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

(জ) আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রদত্ত—১। কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমবায়ের মানপত্র। ২। বঙ্গশ্রী কটন মিলের অংশীদারগণের পক্ষে সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোম্পানার প্রদত্ত মানপত্র, রৌপ্যকাস্কেট সমেত। ৩। খুলনা জেলা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়সমাজের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৪। (ক) বাগেরহাট কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রবৃন্দ, (খ) বাগেরহাট কলেজ এবং (গ) খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসঙ্ঘের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৫। বাগেরহাটের অধিবাসিবৃন্দের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৬। তামার পাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সাধারণ, গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ—১৩৪০

আয়

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	স্থায়ী তহবিল	মোট আয়
	চাঁদা	৫২১৮৲	...	...	৫২১৮৲
২	প্রবেশিকা	১২২৲	...	...	১২২৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৮০২॥/০	২২৩৶০	...	১০২৫৸০
৪	পত্রিকা বিক্রয়	৩০১৸৶০	...	...	৩০১৸৶০
৫	বিজ্ঞাপনের আয়	২১৯৲	...	...	২১৯৲
৬	সুদ	২০৸৶০	৮৭৩৶৯	২২৫৴৯	১১১৯।/৬
৭	স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	১৩২৪॥৶৯	...	...	১৩২৪॥৶৯
৮	গবর্ণমেণ্টের দান	১০৮০৲	...	...	১০৮০৲
৯	এককালীন দান	২৩৭।৴০	১৫॥/০	...	২৫২৸৶০
১০	স্মৃতি রক্ষার আয়	৬৫৲	২২০॥৴০	...	২৮৫॥৴০
১১	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২০।০	...	...	২০।০
১২	বিবিধ আয়	৯৬।০	*১০২৭৸/০	*২৮৸০	১১৫২৸/০
১৩	প্রতিষ্ঠা উৎসবের সাহায্য	৫৭৲	...	...	৫৭৲
১৪	হাওলাত আদায়	৩৪৫৲	১৮৲	...	৩৬৩৲
১৫	আমানত জমা	৯৭।০	২৬৫৲	...	৩৬২।০
১৬	হাওলাত জমা	৪৩৪৸৴৭	২০৯॥/৩	...	৬৪৪।৶১০
		১০৪৪২৶৪	২৮৫৩৲	২৫৩৸৴৯	১৩৫৪৯৴১
	১৩৩৯ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্তের জমা	৩১৭।৴৫	৩১১৫০৸৶০	৫৬৩৫।৴৯	৩৭১০৩৸২
		১০৭৫৯॥/৯	৩৪০০৩৸৶০	৫৮৮৯।/৬	৫০৬৫২৸৴৩

* কোম্পানী কাগজ বিক্রয় ও ক্রয় বাবদ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত।

ব্যয়

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	স্থায়ী তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৫৪২৻৬	৬৩৪৷৴৩	...	৩২৭৬৷৴৯
২	পত্রিকা মুদ্রণ	৪৩১৷৴৯	...	...	৪৩১৷৴৯
৩	পুস্তকালয়	১৮৭৫৸৴৩	...	...	১৮৭৫৸৴৩
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা	১৭৫০৷৬	...	...	১৭৫০৷৬
৫	বিবিধ মুদ্রণ	৪২।৴৯	...	...	৪২।৴৯
৬	ডাক মাশুল	৩৮২৷৶০	...	...	৩৮২৷৶০
৭	মন্দির মেরামত	৩৪৸৩	...	...	৩৪৸৩
৮	আলো ও পাখার বিল	১৪৭।৩	...	...	১৪৭।৩
৯	ঐ মেরামত	৪৩৷৴৬	...	...	৪৩৷৴৬
১০	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ও পোষাকাদি	১৯৸৴০	...	...	১৯৸৴০
১১	দপ্তর সরঞ্জামী	৯৪৷৵৩	...	...	৯৪৷৵৩
১২	আসবাব	৪৷৬	...	...	৪৷৬
১৩	গাড়ীভাড়া	৫৫৸৴৬	...	...	৫৫৸৴৬
১৪	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৭৩৷৴৬	১১৬৷৴৯	...	১৯০৶৩
১৫	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২১।৬	...	...	২১।৬
১৬	বেতন (সাধারণ)	২১৪৭৶৯	...	...	২১৪৭৶৯
১৭	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ীভাড়া	৪৪৩৷৵৯	...	...	৪৪৩৷৵৯
১৮	বিবিধ ব্যয়	৯৩।০	৫৮৷৴০	।৶০	১৫২।০
১৯	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	২৵০	...	...	২৵০
২০	প্রতিষ্ঠা-উৎসব	৫৭৷৵০	...	...	৫৭৷৵০
২১	সাহায্য	৫৲	...	...	৫৲
২২	আমানত শোধ	১২৮৲	...	...	১২৮৲
২৩	হাওলাত শোধ	১২৲	২৭০৲	...	২৮২৲
২৪	সাধারণ তহবিলে প্রদত্ত	...	...	১৩২৪৷৶৯	১৩২৪৷৶৯
২৫	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	...	৩৭৮৵০	...	৩৭৮৵০
২৬	হাওলাত দাদন	২০৯৷৴৩	৪৬৪৸৵৭	...	৬৭৪।৶১০
		১০৭১৮৸৴৯	১৯২২৸৭	১৩২৫৵৯	১৩৯৬৬৸৴১
	১৩৪০ বঙ্গাব্দে উদ্বৃত্ত জমা—	৪০৸০	৩২০৮১৵৫	৪৫৬৪৵৯	৩৬৬৮৬৴২
		১০৭৫৯৷৴৯	৩৪০০৩৸৶০	৫৮৮৯।৴৬	৫০৬৫২৸৵৩

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৪০

আয়		ব্যয়	
বঙ্গীয় রাজসরকারের দান—	১০৮০৲	প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদি-মঙ্গল, সংবা সেকালের কথা, বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস, পদতরঙ্গিণী, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, চণ্ডীদাস-পদা সংস্কৃত পুথির তালিকা প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়	
সাধারণ ও গচ্ছিত তহবিল হইতে প্রদত্ত—	২১৯৬৸/৯	পাণ্ডুলিপি প্রস্তত—	৫০
		সম্পাদন—	৫০
		কাগজ খরিদ—	৪৭০
		মুদ্রণ—	২০৬৭
		বাঁধাই—	২৮
		চিত্র, বেতন, ডাকমাশুল প্রভৃতি—	৬১
	৩২৭৬৸/৯		৩২৭

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

আয়

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—২০৲, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আয়—১০৲, উদ্বৃত্ত ৩০৲

হাওলাত জমা

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমার জের—	৮৬৩৲
১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের হাওলাত জমা	৪৩৪৮৶/৭
	১২৯৭৮৶/৭
বাদ—১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিল হইতে শোধ	১২৲
	১২৮৫৮৶/৭

আয়

সাধারণ তহবিল

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫০৲	জের—	৫০০৲
„ যতীন্দ্রনাথ বসু	১৫০৲	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৫০৲	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি তহবিল	৩৫০৲
„ অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৲	বিনয়কুমার সরকার তহবিল	১৭১৮৴১
	৫০০৲	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	২৬৩৩৬
			১২৮৫৮৶/৭

হাওলাত দাদন

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের জের—

সাধারণ তহবিলের—		৬৮১৸৶৪॥০
গচ্ছিত তহবিলের—		৩৫০৲
		১০৩১৸৶৪॥
০ বঙ্গাব্দে গচ্ছিত বিল হইতে প্রদত্ত	৪৬৪৸৶৭	
বঙ্গাব্দে সাধারণ বিল হইতে প্রদত্ত	২০৯॥/৩	৬৭৪।৶১০
		১৭০৬।৶২॥০

বাদ

বঙ্গাব্দে সাধারণ বিলের হাওলাত আদায়	৩৪৫৲	
বঙ্গাব্দে গচ্ছিত বিলের হাওলাত আদায়	১৮৲	৩৬৩৲
		১৩৪৩।৶২॥০

জায়—

রণ তহবিল

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ	২১৬॥৵৭॥০
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দঃ চণ্ডীদাস পদাবলী	১৬০৸৵/০
শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
কর্ম্মচারী	৩০৲
ইলেক্‌ট্রিক্‌ সাপ্লাই করপোরেশন	২০৲
	৫৩৩॥৭॥০

চ্ছিত তহবিল—

সাধারণ তহবিল	৭৮৪৸৶৭
ঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	২৫৲
	৮০৯৸৶৭
	১৩৪৩।৶২॥০

আমানত জমা

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের

আমানত জমার জের—		৪০৪৲
জমা—১৩৪০ বঙ্গাব্দ		
সাধারণ তহবিলে—৯৭।০		
গচ্ছিত তহবিলে রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ জন্য ২৬৫৲		৩৬২।০

বাদ

শোধ—১৩৪০ বঙ্গাব্দে		৭৬৬।০
সাধারণ তহবিলে	১২৮৲	১২৮৲
		৬৩৮।০

জায়

সাধারণ তহবিল

জমাদার ও আদায়কারী কর্ম্মচারীদের জমা—	২৫০৲
প্রবেষ্টাইন	৫০৲
মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের পত্নীর সমাধি বেষ্টনী	১৫৲
চণ্ডীদাস গ্রন্থের জন্য অগ্রিম	১২৲
রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ	৩৲
পুস্তক আদান-প্রদানের জন্য	১০৲
পুস্তক বিক্রয়ের জন্য	৫৸০
ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি—	॥০
ছাত্র সভা	২৭৲
	৩৭৩।০

গচ্ছিত তহবিল

রামমোহন রায়-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জমা	২৬৫৲
	৬৩৮।০

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আয়—		ব্যয়—	
গ্রন্থাবলী বিক্রয়	২০৭৸৶৬	অনাদি-মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়	২৮০৲
সুদ (কোম্পানী কাগজ)	৪১৫।০	ডাক মাশুল, বেতনাদি	২১২৸৵৯
পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত	২০৯৷৵৩	সাধারণ তহবিলের হাওলাত শোধ	২৭০৲
	৮৩২৷৷৯	উদ্বৃত্ত	৬৯৷৷৶০
			৮৩২৷৷৯

বিবিধ দান

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিপূজার সাহায্য

শ্রীযুক্ত	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩৲
„	মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲
„	যতীন্দ্রনাথ বসু	২৲
„	রাজশেখর বসু	২৲
„	উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
„	কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲
„	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
„	গণপতি সরকার	১৲
„	জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
„	দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৲
„	প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
„	বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
„	বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
„	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	১৲
„	বিনয়কুমার সরকার	১৲
„	যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৲
„	রমাপ্রসাদ চন্দ	১৲
„	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
„	ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়	৷৷০
স্বর্গীয়া	কামিনী রায়	১৲
স্বর্গীয়	অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
		২৫৷৷০

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসবে দান

শ্রীযুক্ত	রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
„	কালীপ্রসাদ খৈতান	৫৲
„	মন্মথনাথ মিত্র	৫৲
„	উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	৪৲
„	যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪৲
„	যতীন্দ্রনাথ বসু	৪৲
„	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩
„	প্রবোধচন্দ্র বাগচী	২৲
„	বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲
„	রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
„	রাজশেখর বসু	২৲
„	শ্যামাদাস বাচস্পতি	২৲
„	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
„	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
„	অনঙ্গমোহন সাহা	১৲
„	উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
„	উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	১৲
„	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲
„	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৲
„	প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
„	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
„	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
		৫৭৲

(গ) গৃহনির্ম্মাণ ভহবিল ১০৲

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১০৲

(ঘ) হরপ্রসাদ স্মৃতি ভহবিল ১৮।০

স্তর জর্জ্জ গ্রিয়ারসন (১ পাউণ্ড) ১৩।০

শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ৫৲

১৮।০

(ঙ) দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার ৫॥/০

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৪৸/০

,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥৶০

,, শিবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় /০

৫॥/০

(চ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি ভহবিল ১১০৲

শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ ৫০৲

,, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲

শ্রীযুক্তা রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ১০৲

স্বর্গীয়া কামিনী রায় ১০৲

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী ১০৲

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲

শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ ৫৲

,, সরলা দেবী ৫৲

১১০৲

(ছ) আজীবন-সদস্তের চাঁদা ৫০০৲

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০৲

,, সজনীকান্ত দাস ২৫০৲

৫০০৲

(জ) পুথিশালার আলমারী ও পুথির আধার প্রস্তুতের জন্য দান ১৮৸০

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৮৸০

(ঝ) সংস্কৃত পুথির তালিকা মুদ্রণের জন্য দান

পাতাপটী সাহানগর বারোয়ারী সমিতির সম্পাদক, কালীঘাট ৫৲

সাহানগর সক্তি-সঙ্ঘ, কালীঘাট ৪৲

৯৲

(ঞ) সাধারণ তহবিলে দান ১৮৪॥৶০

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ১০০৲

,, সজনীকান্ত দাস ৫০৲

,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪॥৶০

,, নির্ম্মলকুমার বসু ১০৲

১৮৪॥৶০

(ট) পুস্তকালয়ের পুস্তক বাঁধাইবার জন্য দান ২৫৲

শ্যামাদাস বাচস্পতি ২৫৲

(ঠ) বিপিনচন্দ্র পালের চিত্র প্রস্তুতের জন্য দান ৪০৲

শ্রীযুক্তা বীণা চৌধুরী ৫৲

,, ইন্দিরা দে ৫৲

শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ৫৲

,, গিরিশচন্দ্র দাস ৪৲

,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ৪৲

,, সুরেশচন্দ্র দেব ২৲

,, মন্মথমোহন বসু ২৲

,, বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত ২৲

,, পরেশলাল সেন ২৲

,, প্রিয়লাল দত্ত ২৲

,, রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২৲

,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৲

,, শরদিন্দুনারায়ণ রায় ১৲

,, এস্ এস্ রায় ১৲

,, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৲

৪০৲

১৩৪১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৫৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	২৫০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৩০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৩০০৲
৫।	বার্ষিক সাহায্য	১৬২২৸০
৬।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩০০৲
৭।	সুদ আদায়	১০১১৲
৮।	এককালীন দান	৫০০৲
৯।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১০০৲
১০।	বিবিধ আয়	৯০৲
১১।	প্রতিষ্ঠা উৎসব	৫০৲
১২।	গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	৩১২০৲
১৩।	হাওলাত আদায়	৩৯০৲
		১৪৫৩৩৸০
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৪০৸০
		১৪৫৭৪৷০

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩২৪০৲
২।	পত্রিকা মুদ্রণ	৭০০৲
৩।	পুস্তকালয়	২০৪০৲
৪।	বিবিধ মুদ্রণ	৫০৲
৫।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	১৪৩০৲
৬।	ডাকমাশুল	৩৫০৲
৭।	আলো ও পাখা	২০০৲
৮।	ভৃত্যাদিগের ঘরভাড়া প্রভৃতি	১৪৷৷৹
৯।	গৃহনির্ম্মাণ	৩১২০৲
১০।	মন্দির মেরামত	২৫৲
১১।	পায়খানা	২০০৲
১২।	আসবাব	২৫৲
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	৬৫৲
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৬০৲
১৫।	প্রতিষ্ঠা উৎসব	৫০৲
১৬	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১০০৲
১৭।	বেতন (সাধারণ)	১৭২৮৲
১৮।	বিবিধ ব্যয়	৯০৲
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৩৫০৲
২০।	হাওলাত শোধ	৩৫০৲
২১।	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	৩৬৮৲
		১৪৫৫৫৷৷৹

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি
১৬।৩।৩৪১

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি
১৫।২।৪১

গচ্ছিত, স্থায়ী ও সাধারণ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ—১৩৪০

	১৩৩৯ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত	১৩৪০ বঙ্গাব্দের আয়	মোট আয়	১৩৪০ বঙ্গাব্দের ব্যয়	১৩৪০ বঙ্গাব্দে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্তের আয়: কোম্পানী কাগজে মজুত (ফেস্ ভ্যালু)	ব্যাঙ্কে মজুত	ডাক ঘরে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত
(ক) গচ্ছিত তহবিল									
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	১৩০০০৲	৮৩২॥৯	১৩৮৩২॥৯	৭৬২৸৵৯	১৩০৬৯॥৴০	১৩০০০৲	১৩৭৶০	১৫৸৶০	৪০৲
বিনয়কুমার সরকার তহবিল *	১২৭৩৷৶৬	৩৮৶০	১৩১১॥৵৬	১৭৬৷/১০	১১৩৫৷৮	১১২৩৷০	১২৫	...	
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল *	১৫৭৩৷০	৩১৮৵৬	১৮৯১৷৵৬	২৭৭৷/৯	১৬১৪৷৯	১৫৯০৷০	১৫৸৯	১০৲	
মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল	৩৭॥৵০	৪৲	৪১॥৵০	...	৪১॥৴০		৪১॥৴০	...	
সাহিত্য সংরক্ষণ তহবিল	১৪৫৲	...	১৪৫৲	১৪৫৲				...	
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১১১৬৭৷৶০	৪৮৬৷৶৩	১১৬৫৩৸৴৩	৪১৩৷০	১১২৪০॥৴৩	১০৯৫০৲		১৪৫৷৵৮	৪৫৶৭
কাশীরাম দাস স্মৃতি তহবিল	৪১০৸/৩	৯৯॥৩	৫১০৷/৬	৫/৬	৫০৫৷০	৫০৫৷০			
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতি তহবিল	৬১৷/৬	২৫॥০	৮৬৸৵৬	১৯৷/৯	৬৭৷৶৯	...	১১৸৶৫	৫৫॥৪	
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল	৭৯৸/০	৮৷৵৬	৮০২৷৶৬	৮৸০	৭৯৭॥৶৬	১০০৲	৬৫৯৷৴১১	৩৮৷৭	
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি তহবিল *	২১৪৩/৯	৫২৭৲	২৬৭০/৯	২০/০	২৬৫০/৯	২৬৪৪৷৵০	...	৫॥৵৯	
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি তহবিল	১০০৲	...	১০০৲	৪৫৲	৫৫৲	...	৫৫৲	...	
অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি তহবিল	৩২১৸০	৪৩/৯	৩৬৪৸/৯	১৷/০	৩৬৩॥৯	৩২৩৴০	১০৷৵৯	৩০৲	...
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি তহবিল	২৲		২৲	২৲	...		...	...	...
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল	১৲		১৲		১৲		...	...	১৲
স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি তহবিল	১০০৲	১৭১৸৴০	২৭১৸৵০	৫০৲	২২১৸৵০	২০০৲	৩॥০	...	১৮৷৵০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি তহবিল	...	২৩৷০	২৩৷০		২৩৷০		২৩৷০	...	...
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	২০৲	১০৲	৩০৲		৩০৲		৩০৲	...	...
রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল		২৬৫৲	২৬৫৲		২৬৪৸৹		২৬৪৸০	...	...
	৩১১৫০৸৶০	২৮৫৩৲	৩৪০০৩৸৶০	১৯২২৸৭	৩২০৮১৷৵৫	৩০৪৩৬৷০	১১৩৯৷৶৬	৪০০৸/৪	১০৪॥/৭
(খ) স্থায়ী তহবিল *	৫৬৩৫৷৵৯	২৫৩৸৵৯	৫৮৮৯৷/৬	১৩২৫৵৯	৪৫৬৪৵৯	৪৫৬৩৸০	...	...	৷৵৯
	৩৬৭৮৬৷/৯	৩১০৬৸৴৯	৩৯৮৯৩৷৬	৩২৪৭৸৶৪	৩৬৬৪৫৷/২	৩৫০০০৲	১১৩৯৷৶৬	৪০০৸/৪	১০৫৷৪
(গ) সাধারণ তহবিল	৩১৭৷৵৫	১০৪৪২৶৪	১০৭৫৯৷/৯	১০৭১৮৸/৯	৪০৸০		৩৶১১	...	৩৭॥১
	৩৭১০৩৸২	১৩৫৪৯৷/১	৫০৬৫২৸৴৩	১৩৯৬৬৸/১	৩৬৬৮৬/২	৩৫০০০৲	১১৪২॥৶৫	৪০০৸/৪	১৪২॥৫ †

* এই সকল তহবিল হইতে সাধারণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া আছে।

শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক।
৩০।১।৪১

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
সভাপতি
আয় ব্যয় সমিতি
৯।২।৪১

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি
১৫।২।৪১

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বার্ষিক অধিবেশনের
সভাপতি
১৬।৩।১৩৪১

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীদেবীবর ঘোষ
আয়-ব্যয় পরীক্ষক
৬।২।৪১

† ইহার মধ্যে ২৫৷৵০ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে।

একচত্বারিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

ন্যায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

পরিষদের সদস্য-পক্ষে মূল্য ৬৸০ এবং সাধারণ পক্ষে—৮৸০

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় এম-এ

পরিষদের সদস্য-পক্ষে—মূল্য ৫৲ এবং সাধারণ-পক্ষে ৬৸০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'সমাচারদর্পণ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সেকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৵০, সাধারণের পক্ষে ২।০।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে—৩৲, ৩।০, ৩৸০ টাকা।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম., এ., ডি. লিট., মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সহিত। ১৭৯৫—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। মূল্য—সাধারণ ও সদস্যপক্ষে ১৸০ ও ১।০।

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে না হউক, সেই পথকে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুখগম্য করিবার জন্য গ্রন্থকার যে পরিশ্রম, যত্ন ও অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থকে শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় করিবে এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাঁহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।"

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

(ক) বৃন্দাবনকথা—৺ পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ পক্ষে ২।০, সদস্য-পক্ষে ১৸০

(খ) মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ১৲, ৸০

(গ) ঋতু-সংহারম্‌ (মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার... ১৲, ১৲

(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্‌ (মূল ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ।৵০, ।৵০

(ঙ) উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ।০, ।০

(চ) ভারত-ললনা—৺রামপ্রাণ গুপ্ত .. ।৴০ ।৴০

(ছ) A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি, এ ২৲, ২৲

(জ) Rabindranath—His Mind and Art and other Essays ঐ ১৲, ১৲

এডওয়ার্ডস্ টনিক
ম্যালেরিয়া আদি
জ্বররোগে অব্যর্থ
বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্
কলিকাতা।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি বাসস্থান

প্রচলিত প্রবাদানুসারে বঙ্গের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। ইঁহাদের প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ এই প্রবাদ সমর্থন করে না। কুলজী মতে ইঁহাদের পূর্ব্ববাসস্থান ছিল কোলাঞ্চ। কোলাঞ্চ ও কান্যকুব্জ কি এক স্থান? যদি না হয়, তবে কোলাঞ্চ কোথায় ছিল, এতৎসম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীনতম কুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে হরিমিশ্র অন্যতম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥"

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

আবার অনতিপ্রাচীন বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলরমায় লিখিয়াছেন,—

"আরুহ্য পঞ্চ তুরগানসিবাণতূণকোদণ্ডরমাকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি গৌড়ে রাজাদিশূরপুরতো জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥"

(ঐ, ১০৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থানুসারে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সকলেই কোলাঞ্চ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একমাত্র কাশ্যপগোত্রীয়-দিগের বীজী পুরুষ সুষেণ কোলাঞ্চ[১] হইতে আসিয়াছিলেন। যথা,—

১। এই কোলাঞ্চ সম্ভবতঃ করঞ্জ হইবে। ১৪১৫ শকে (শরবিধুমনুভিঃ শকস্য বর্ষে) অর্থাৎ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত করঞ্জগাঞি চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য-লিখিত হরিচরিত কাব্যে দেখিতে পাই, স্বর্ণরেখ নামক বিপ্র নৃপ ধর্ম্মপাল হইতে বারেন্দ্রে করঞ্জ নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্বর্ণরেখের বংশে ভুদু জন্মগ্রহণ করেন। ভুদ্দুর পুত্র দিবাকর আচার্য্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের আদি গাঞি করঞ্জ (Catalogue of Nepal Mss. No 1608 ছ)। বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থে দেখা যায়, স্বর্ণরেখের পৌত্র কৈতাই (ভাদুড়ি গাঞি) এবং মৈতাই (মৈত্র গাঞি) প্রথম বল্লালী কুলীন। এবং কৈতাই ভাদুড়ির পৌত্র ভদু (হরিচরিতের ভুদ্দু)। ভদুর পুত্র যোগেশ্বর ভাদুড়ি ও দিবাকর করঞ্জ। সুতরাং কুলজী মতে ভাদুড়ি গাঞিই আদি এবং ইহা হইতে করঞ্জ গাঞির উৎপত্তি। আমাদের কিন্তু হরিচরিতের কথা অর্থাৎ করঞ্জ গাঞিই কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি গাঞি বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। তবে স্বর্ণরেখ কি তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ স্বর্ণক এই গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে। কারণ, বল্লাল সেনের সমসাময়িক কৈতাই ভাদুড়ির পিতামহ স্বর্ণরেখ কখনই ধর্ম্মপালের সমসাময়িক হইতে পারেন না। রাঢ়ীয় প্রাচীন কুলগ্রন্থকর্ত্তা হরি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, কাশ্যপ গোত্রে কৃষ্ণ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র তমিস্র, তৎপুত্র ওঙ্কার, তৎপুত্র স্বর্ণক, তৎপুত্র বীতরাগ, ইনিই গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। ইঁহার পুত্রগণের নাম দক্ষ, সুষেণ ও কৃপানিধি (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১০৬ পৃঃ)। দক্ষ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের এবং সুষেণ বারেন্দ্রগণের পূর্ব্বপুরুষ। চতুর্ভুজ সম্ভবতঃ এই

"নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্যগোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুচত্বরাৎ ॥২
ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ম্।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়াগতঃ ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজগোত্র ঔড়ম্বরাত্তথা।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মন্ত্রগ্রামাৎ সমাগতঃ ॥" (ঐ, ১০৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

এই কোলাঞ্চ কোথায় ছিল? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"এ দেশে কোলাঞ্চ বলিলে সাধারণতঃ সকলেই কান্যকুব্জ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কোন সাহিত্যে, কোষগ্রন্থে অথবা শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কান্যকুব্জের নামান্তর যে কোলাঞ্চ, সে প্রসঙ্গ আদৌ নাই।

স্বর্ণক এবং স্বর্ণরেখে গোলমাল করিয়াছেন। স্বর্ণক হইতে কৈতাই ভাদুড়ি ত্রয়োদশ পুরুষ। বল্লালসেনের রাজারম্ভ ১০৮২ শকে (১১৬০ খৃষ্টাব্দে) (Ind. Hist. Qly., p. 134)। আবার ধর্ম্মপালের রাজারম্ভ ৭৬০ খৃষ্টাব্দে (Ind. Hist. Qly., Vol. IX, No. 2)। উভয়ের মধ্যে তফাৎ ৪০০ বৎসর। তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিলে স্বর্ণক ধর্ম্মপালের সমকালবর্ত্তী হন।

২। এ স্থানে শাণ্ডিল্য নারায়ণ জম্বুচত্বর গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাও সম্ভবতঃ ঠিক নহে। আমরা ৩য় বিগ্রহপালের আমগাছিশাসনে দেখিতে পাই, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় খোদুল শর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্রোড়ঞ্চি (কোলাঞ্চ) হইতে আসিয়া মৎস্যাবাস গ্রামবাসী হন। সেখান হইতে ছত্র গ্রামে বাস স্থাপন করেন। মৎস্যাবাস বা মৎসাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের শাণ্ডিল্য গোত্রের অন্যতম গাঞি। প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রাচীন লিপিতে যত স্থানে কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাইয়াছি, সকলেই শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। আবার বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত হইয়াছে, ভট্টনারায়ণ কোলাঞ্চ দেশ হইতে আগমন করেন। ইঁহার পুত্র আদি-গাঞি নামক বিপ্র রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ধামসার গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১৭ পৃঃ)। জম্বু শাণ্ডিল্য গোত্রীয়দিগের অন্যতম গাঞি। এই জম্বু ও জম্বুচত্বর সম্ভবতঃ একই স্থান এবং খুব সম্ভব, এই জম্বুচত্বর দামোদরপুরের তাম্রশাসনে উল্লিখিত জম্বুনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রথম বল্লালী কুলীন পীতাম্বর (লাহেড়ি গাঞি) আদিগাঞি হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। সুতরাং এই আদিগাঞিও কাশ্যপগোত্রীয় স্বর্ণকের ন্যায় ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। ইনিই প্রথম গ্রাম দান পান বলিয়াই সম্ভবতঃ ইঁহার নাম আদিগাঞি হইয়া থাকিবে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কাশ্যপ এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয়দিগের প্রথম গ্রাম লাভ মহারাজ ধর্ম্মপাল হইতে। সুতরাং ইঁহাদের আদিশূর মহারাজ ধর্ম্মপাল। ইহার পূর্ব্বে ইঁহারা কোলাঞ্চবাসী ছিলেন। সে কোলাঞ্চ যে এই গৌড়েই, তাহা আমরা মূল প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের আদিশূর বোধ হয় বিভিন্ন ব্যক্তি এবং রাঢ় প্রদেশের কোন রাজা। কারণ, রাজা তাঁহাদিগকে যে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সে গ্রামগুলি উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হয়। সে পঞ্চ গ্রামের নাম—কামঠী বা কামকোটী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১১২ পৃঃ)। এই কঙ্কগ্রাম এবং মুরশিদাবাদ জেলার কাঁগ্রাম এক স্থান বলিয়াই মনে হয় (পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন, ১৩৩৯, ৩৭০ পৃঃ)। আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গজ কায়স্থ কুলজীগ্রন্থে রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের যে আটখানি গ্রামের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তিনখানির নাম—হরিপুর, বটগ্রাম ও কঙ্কগ্রাম। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি গাঞি নামেও মিল দেখা যায়, যথা—বাৎস্যগোত্রীয় ঘোষ গাঞি। রাঢ়ীরা বলেন, ঘোষ গাঞি রাঢ় দেশে, আবার বারেন্দ্রদিগের মতে উহা বরেন্দ্র দেশে। ইহা ভিন্ন আর কতকগুলিতেও নামসাদৃশ্য দেখা যায়।

শব্দরত্নাবলী অভিধানে কোলাঞ্চ দেশবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে, অথচ কান্যকুব্জের স্বতন্ত্র উল্লেখ ও তাহার পর্য্যায়, মহোদয়, কান্যকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থলের উল্লেখ থাকিলেও ইহার মধ্যে কোলাঞ্চ শব্দই নাই। এরূপ স্থলে কোলাঞ্চ বলিলে কিরূপে কাণ্যকুব্জ স্বীকার করা যায়? বামন-শিবরাম-আপ্তে তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে কোলাঞ্চের 'name of a country of the Kalingas' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মণিয়র উইলিয়মস্ তাঁহার বৃহৎ সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে কোলাঞ্চ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—Name of Kalinga (the Coromandel Coast from Cuttack to Madras); but according to some, this place is in Hindustan with Kanauj for its capital অর্থাৎ কোলাঞ্চ বলিলে কলিঙ্গদেশ, কটক হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত করমণ্ডল উপকূলভাগ বুঝায়, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে উহা কনৌজ রাজধানী সমন্বিত হিন্দুস্থান মধ্যে অবস্থিত।"

কোলাঞ্চ যে প্রদেশেই হউক না কেন, দশম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালে ইহা যে বেদজ্ঞ সদ্ ব্রাহ্মণের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাচীন লিপিতেও পাওয়া যায়। কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণ যে কেবল বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহা নহে; বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশেও তাঁহারা তদ্দেশীয় ভূপতিগণ কর্ত্তৃক ভূমিদানে সম্মানিত হইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল রাজ্যে দশম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত শুল্‌কী-বংশীয় পঞ্চমহাশব্দ-সমধিগত মহারাজাধিরাজ জয়স্তম্ভদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, জয়স্তম্ভদেব গোইল্লবিষয়ান্তঃপাতি কোদালকমণ্ডলে কঙ্কুলখণ্ডে চন্দ্রপুর নামক একখানি গ্রাম কোলাঞ্চবিনির্গত, শাণ্ডিল্যগোত্র আসিতদৈবলপ্রবর, ছন্দোগচরণ কৌথুম-শাখাধ্যায়ী ত্রৈবিদ্যসামান্য ভটপুত্র নির্ব্বাণের পৌত্র, খন্তের পুত্র বাবনকে দান করিয়াছিলেন[৩]। এই কোলাঞ্চ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন[৪], তাহার মর্ম্ম এই,—

বঙ্গদেশের কুলজীগ্রন্থে মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কোলাঞ্চ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা আছে। ইহার পূর্ব্বে কোন প্রাচীন লিপিতে কোলাঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। এই স্থানের অবস্থান অনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে বহু মতবাদ আছে, কিন্তু কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বিহারের লাহিরিয়া সরাই সহরের ছয় মাইল পশ্চিমে পাঁচোভ নামক স্থানে মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর মহামাণ্ডলিক শ্রীমৎ সংগ্রামগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও কোলাঞ্চ হইতে আগত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসনের সম্পাদকদ্বয় বলেন যে, ইহার অক্ষর বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরের ন্যায়। সুতরাং এই তাম্রশাসনখানি দ্বাদশ শতাব্দীর বলা যাইতে পারে। ইহাতে লিখিত আছে যে, সংগ্রামগুপ্ত শাণ্ডিল্যাসিতদৈবলপ্রবর, কোলাঞ্চবিনির্গত, ভট্ট শ্রীরামের পৌত্র, ভট্ট শ্রীকৃষ্ণাদিত্যের পুত্র যজুর্ব্বেদবিদুষ আয়ুষ্য বটুকভট্ট শ্রীকুমারস্বামিশর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন[৫]। সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন যে, তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান হইতে প্রায় ½ মাইল

৩। J. B. O. R. S., Vol. II, p. 407.

৪। J. B. O. R. S., Vol. II, p. 5.

৫। J. B. O. R. S., Vol. V, p. 582.

পূর্ব্বে বঙ্গালিডিহি নামে একটী উচ্চ স্থান আছে। পাঁচোভ মৌজার ½ মাইল পূর্ব্বেও ঐরূপ আর একটী স্থান আছে। এই বঙ্গালিডিহি বাঙ্গালী উপনিবেশ সূচনা করিতেছে। সম্ভবতঃ এই কোলাঞ্চ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের বাসস্থানই বঙ্গালিডিহি নামে পরিচিত হইয়াছিল। আমাদের এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ পরে দিতেছি

আবার বঙ্গের পালরাজবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে লিখিত আমগাছি তাম্রশাসনে দেখিতে পাই—বিগ্রহপালদেব, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্যাসিতদৈবলপ্রবর হরিসব্রহ্মচারী, সামবেদী, কৌথুমশাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিৎ, ক্রোড়াঞ্চি-বিনির্গত-মৎস্যাবাসবিনির্গত, ছত্রাগ্রাম-বাস্তব্য, বেদান্তবিৎ, পদ্মাবনদেবপৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেবপুত্র খোদুলশর্ম্মাকে শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে, কোটিবর্ষবিষয়ান্তঃপাতি ব্রাহ্মণীমণ্ডলে বিষমপুর গ্রামের অংশ দান করিতেছেন[৬]।

এ স্থলে ক্রোড়ঞ্চি ও কোলাঞ্চ একই স্থান বলিয়াই মনে হয়। ক্রোড় শব্দকে বঙ্গভাষায় কোল বলে। সংস্কৃতেও ক্রোড় ও কোল সমানার্থবাচক। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের শাণ্ডিল্য-গোত্রের অন্যতম গাঞি 'মৎস্যাসী'। 'মৎস্যাবাস' ও এই মৎস্যাসীও এক। দেখা যাইতেছে, খোদুল শর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্রোড়ঞ্চি বা কোলাঞ্চ হইতে মৎস্যাবাস বা মৎস্যাসী এবং তথা হইতে ছত্রাগ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানায় ছত্রগ্রাম নামে একটি স্থান আছে। আবার শিবগঞ্জ থানায় ছত্র নামে একটি গ্রাম আছে[৭]। এই খোদুলশর্ম্মা যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনুমান করা হয়।

উপরে আমরা যে তিনখানি তাম্রশাসনের আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কোলাঞ্চের উল্লেখ থাকিলেও ইহার অবস্থান নির্ণয়ে আমাদিগকে বিশেষ কোন সাহায্য করিতেছে না। এখন আমরা আর একখানি তাম্রশাসনের কথা বলিব, যাহার সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে সফলকাম হইবার আশা করিতে পারি।

কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের তৃতীয় অব্দের শুভঙ্করপাটক তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"শ্রাবস্তীতে ক্রোসঞ্জ নামে একটি গ্রাম আছে—তাহাতে কলির পাপ, যাজ্ঞিকগণের হোমধূমে অন্ধ (হওয়াতে) প্রবেশ করিতে পারে নাই ॥ ১৬

সেই গ্রামে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উদারধী কৌথুমশাখী (ব্রাহ্মণদের) প্রধান সামবেদজ্ঞদের মধ্যে অখণ্ডনীয় (প্রভাববান্) রামসদৃশ রামদেব জাত হইয়াছিলেন ॥"১৭

(কামরূপশাসনাবলী, ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠা)

এই তাম্রশাসনের সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রামের নাম ক্রোসঞ্জ পাঠ করিয়াছেন। এই পাঠ ঠিক কি না, সন্দেহ হওয়ায় আমরা আসল তাম্রশাসনখানি দেখিয়াছি। আমাদের মনে হয়, প্রকৃত পাঠ 'ক্রোড়াঞ্চ' হইবে। এই

৬। EP. Ind., Vol. XV, pp. 297-298.

৭। Postal Village Directory.

শাসনখানি কলিকাতা মিউজিয়ামের আর্কিওলজিকেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিতের নিকট আছে। তাঁহার সৌজন্যেই আমরা উক্ত শাসনখানি দেখিতে পাইয়াছি। তিনি আমাদিগকে ইহার একটি ছাপও দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনিও বলেন, ক্রোসঞ্জ পাঠ ঠিক নহে। প্রকৃত পাঠ হইবে ক্রোড়াঞ্জ। ক্রোড়াঞ্জ ও কোলাঞ্জ বা কোলাঞ্চ যে এক, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ হইবে না। পদ্মনাথবাবু এই ধর্ম্মপালকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক মনে করেন।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, কোলাঞ্চ কান্যকুব্জ নহে। কেহ হয় ত বলিবেন যে, কোলাঞ্চ কান্যকুব্জ না হউক, ঐ প্রদেশের অন্তর্গত কোন স্থান হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, কান্যকুব্জ প্রদেশে কোলাঞ্চ নামে কোন স্থান ছিল বা আছে।

আপ্তে ও মণিয়র উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন, কোলাঞ্চ কলিঙ্গের একটি নাম। সম্ভবতঃ তাঁহারা কোলাঞ্চ ও কোলাঞ্চল বা কোলাচল এক মনে করিয়া ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, কোলাঞ্চ কলিঙ্গের অপর নাম, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ এবং কোলাঞ্চ অপ্রসিদ্ধ নাম। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-কুলস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, কেন যে সর্ব্বজনবিদিত কলিঙ্গ নাম ত্যাগ করিয়া, অপরিচিত কোলাঞ্চ নামই বার বার উল্লেখ করিতেছেন, তাহার কোন প্রকৃষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোলাঞ্চ কলিঙ্গ প্রদেশের কোন স্থান বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কেন না, প্রমাণাভাব। আর আপ্তে কিম্বা মণিয়র উইলিয়মস্‌ও তাহা বলেন না। মণিয়র উইলিয়মস্-প্রদত্ত দ্বিতীয় অর্থের মূলে যে বঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

কোলাঞ্চ যদি কান্যকুব্জ কিম্বা কলিঙ্গ না হইল, তবে ইহা কোথায়? আমরা কামরূপ ধর্ম্মপালের শুভঙ্করপাটক তাম্রশাসনে পাইতেছি,—"গ্রামঃ ক্রোড়াঞ্চনামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং যত্র যজ্বনাং। হোমধূমান্ধকারান্ধং নাবিশৎ কলিকল্মষং॥" অর্থাৎ শ্রাবস্তীতে ক্রোড়াঞ্চ নামে একটি গ্রাম আছে, যাহাতে কলির পাপ, যাজ্ঞিকগণের হোমধূমান্ধকার দ্বারা অন্ধ হইয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। এখন দেখা যাউক, এই শ্রাবস্তী কোথায়। শ্রাবস্তী শুনিলেই অনেকে অযোধ্যা প্রদেশের প্রসিদ্ধনামা শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান সাহেত মাহেত) মনে করেন। ইহা ঠিক নহে। এই শ্রাবস্তী বৌদ্ধপ্রধান এবং বৌদ্ধ সাহিত্যেই ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। আর আমাদের শ্রাবস্তী ব্রাহ্মণ-প্রধান এবং ব্রাহ্মণদিগের কুলস্থান। এই শ্রাবস্তীর বর্ণনায় হোমধূমের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয়ই বৌদ্ধপ্রাধান্যের পরিচয় দেয় না। এই ধর্ম্মপালের প্রপিতামহ ইন্দ্রপালের গুয়াকুচি তাম্রশাসনেও আমরা শ্রাবস্তীর (সাবথি) উল্লেখ পাই। যথা,—"সাবথ্যামস্তি বৈনামা গ্রামো ধাম দ্বিজন্মনাং। ধর্ম্মস্যাধর্ম্মভীতস্য দুর্গলম্ভনিভঃ কলৌ[৮]॥" অর্থাৎ সাবথিতে দ্বিজগণের বাসভূমি বৈনামক একটি গ্রাম আছে—কলিকালে তাহা অধর্ম্মভীত ধর্ম্মের সমাশ্রিত দুর্গসদৃশ। ইন্দ্রপাল এই বৈগ্রামের কাণ্বশাখী, যজুর্ব্বেদী,

---

৮। কামরূপশাসনাবলী, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

কাশ্যপগোত্রজ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ পুণ্যাত্মা, সোমদেবের পৌত্র, বসুদেবের পুত্র শ্রীমান্ দেবদেব নামক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এখানেও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও ব্রাহ্মণের কুলস্থানের বর্ণনা পাইতেছি। এই শ্রাবস্তীর উল্লেখ আমরা সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে পাইতেছি না, আর প্রথিতনামা শ্রাবস্তী বহু প্রাচীন। সুতরাং এই উভয় শ্রাবস্তী কখনই এক স্থান হইতে পারে না। এই শ্রাবস্তী ও সাবথি যে একই স্থান, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না, যদিও শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উভয়কে বিভিন্ন স্থান প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এই দুইটি স্থানকে কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। পরে বাধ্য হইয়া কেবল মাত্র শ্রাবস্তীকে কামরূপের প্রান্তে বঙ্গের মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাবথি পৃথক্ স্থান এবং কামরূপে। আমরা পরে দেখাইতেছি যে, উভয় স্থানই এক এবং উত্তরবঙ্গে অবস্থিত।

আমরা অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি যে, এই ব্রাহ্মণ-প্রধান শ্রাবস্তীর অবস্থান বঙ্গদেশের গৌড়ে[৯]। এই শ্রাবস্তীর অন্তর্গত তর্কারি নামক স্থান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কুলস্থান ছিল। এই তর্কারির বর্ণনায়ও বেদস্মৃতির আলোচনা ও হোমধূমের কথা পাওয়া যায়; যথা,—

যেষাং তস্য হিরণ্যগর্ভবপুষঃ স্বাঙ্গপ্রসূতাঙ্গিরোবংশে জন্ম সমানগোত্রবচনোৎকর্ষো ভরদ্বাজতঃ।
তেষামার্য্যজনাভিপূজিতকুলং তর্কারিরিত্যাখ্যয়া শ্রাবস্তীপ্রতিবদ্ধমস্তি বিদিতং স্থানং পুনর্জ্জন্মনাং ॥২
যস্মিন্ বেদস্মৃতিপরিচয়োত্তিন্নবৈতানগার্হ্যপ্রাজ্যাবৃত্তাহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্যোম্নি শুভ্রে।
ব্যাভ্রাজন্তোপরিপরিসরদ্‌হোমধূমা দ্বিজানাং দুগ্ধাম্ভোধিপ্রসৃতবিলসচ্ছৈবালালীচয়াভাঃ ॥৩
তৎপ্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু সকটীবাবধানবান্।
বরেন্দ্রীমণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ[১০] ॥৪
ষট্‌ত্রিংশতঃ করণকন্দনিবাসপূতা আসন্ পুরঃ পরমসৌখ্যগুণাতিরিক্তাঃ।
তন্মধ্যগা বিবুধলোকমতা বরিষ্ঠা টক্কারিকা সমজনি স্পৃহণীয়কল্পা ॥২॥
সর্ব্বোপকারকরণৈকনিধেঃ স্বকীয়বংশস্য পাত্রসুভগনা দ্বিজাশ্রয়সা।
কল্পাবসানসময়স্থিতয়ে পুরীং যাং বাস্তঃ স্বয়ং সমধিগম্য সমাসসাদ ॥৩॥
তস্যাং শ্রুতের্ম্লিনদশঙ্খনিনাদিতায়াং বাস্তব্যবংশভবিনঙ্করণাস্ত আসন্।
আশাঃ সমস্তভুবনানি যদীয়কীর্ত্ত্যা পূর্ণানি হংসধবলানি বিশেষয়ন্ত্যা[১১] ॥৪॥

বর্ণনা-সাদৃশ্য দেখিয়া কামরূপশাসনদ্বয়ে উল্লিখিত শ্রাবস্তী এবং সিলিমপুর-প্রশস্তির শ্রাবস্তী আমাদের এক বলিয়াই মনে হয়। শ্রাবস্তীর অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে ব্রাহ্মণ গমনের কথা, নিম্নে বর্ণিত আরও কয়েকখানি লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা মনে হয় যে, গৌড়ে শ্রাবস্তী নামে কেবল যে একটি নগর ছিল, তাহা নহে; ঐ নামে একটি দেশও ছিল। অজয়গড় লিপিতে দেখা যায়, ছত্রিশখানি গ্রাম দ্বিজাশ্রয় কায়স্থগণের বাস দ্বারা পবিত্র হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই গ্রামসমূহে ব্রাহ্মণগণও বাস করিতেন।

প্রথম রণভঞ্জদেবের অষ্টপঞ্চাশত্তম বর্ষের বৌধলিপি—সাবথির (শ্রাবস্তী) অন্তর্গত

৯। Ind. Ant., Vol. LX, 1931, pp. 14-18.
১০। Silimpur Inscription, Ep. Ind., Vol. XIII, p. 290.
১১। Ajayagad Inscription, Ep. Ind., Vol. I, p. 333.

তকারিবিনির্গত ভরদ্বাজগোত্রীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদচরণ শুভদাম নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত[১২]।

গয়াড়তুঙ্গদেবের তালচরলিপি,—বরেন্দ্রমণ্ডলে মুখরুথভট্টগ্রামবিনির্গত ওড্রবিষয়ে সাবিরভটগ্রামবাস্তব্য কাশ্যপগোত্র আবৎসার-নৈধ্রুবপ্রবর যজুর্ব্বেদচরণকণ্বশাখাধ্যায়ী পদমপুত্র দেবশর্ম্মাকে ও সাবিথি (শ্রাবস্তী)বিনির্গত যমগর্ত্তমণ্ডলবাস্তব্য বৎসগোত্রপঞ্চার্ষেয়প্রবর-যজুর্ব্বেদচরণ কণ্বশাখাধ্যায়ী লম্বরসুত বৃষ্টিদেব ও তৎপুত্র রামদেবকে প্রদত্ত[১৩]।

বিনীততুঙ্গদেবের তালচরলিপি,—পুণ্ড্রবর্দ্ধনবিনির্গত ও শ্রাবস্তীবিনির্গত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত[১৪]।

মহাশিবগুপ্ত যযাতির পাটনা-শাসন,—শ্রাবস্তীমণ্ডলান্তর্গত কাশিলিবিনির্গত গৌতম (কৌথুম?)চরণ কৌশিকগোত্রীয় মহোদধি নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত[১৫]।

দ্বিতীয় মহাভবগুপ্তের কটকশাসন,—শ্রাবস্তীমণ্ডলান্তর্গত কাশিল্লিগ্রামবিনির্গত সামবেদ কৌথুমচরণ কৌশিকগোত্র রাণকরচ্ছোকে গৌড়সিমিনিল্লি নামক গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে[১৬]। এ স্থলে প্রদত্ত গ্রামের পূর্ব্বে গৌড় বিশেষণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কুমারাধিরাজ সোমেশ্বরদেবের শোণপুর-শাসন,—সাবথি (শ্রাবস্তী) মণ্ডলান্তর্গত মহুবালিগ্রামবিনির্গত ভট্টপুত্র উদয়কর শর্ম্মাকে প্রদত্ত[১৭]।

প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপালের ৯৫৫ সম্বতে প্রদত্ত দিঘোয়া-দুবৌলি শাসন,—শ্রাবস্তী-ভুক্তিতে শ্রাবস্তীমণ্ডলান্তঃপাতি বালয়িকবিষয়সম্বদ্ধ পানীয়ক গ্রাম সাবর্ণগোত্রীয় কৌথুমশাখী ছান্দোগব্রহ্মচারী পদ্মসারকে প্রদত্ত[১৮]।

কীর্ত্তিপালের লক্ষ্ণৌমিউজিয়াম-শাসন,—শ্রাবস্তীবিষয়ান্তঃপাতি ডবিরামগ্রামকুলোৎপন্ন, গৌতমগোত্রীয় পণ্ডিত শ্রীকেশবের পৌত্র, পণ্ডিত শ্রীবিশ্বরূপের পুত্র, ঠক্কুর শ্রীপ্রহসিতশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত[১৯]।

কান্যকুব্জের মহারাজপুত্র গোবিন্দচন্দ্রদেবের ১১৬২ সম্বতে (১১০৫ খৃঃ অঃ) প্রদত্ত শাসন,—সাবিথদেশবিনির্গত বাজসনেয়শাখী বংধুল গোত্র বধুল অঘমর্ষণ বিশ্বামিত্র ত্রিপ্রবর দীক্ষিত নাগানদ (ন্দ?) পৌত্র, দীক্ষিত পুরবাসপুত্র যজুর্বেদবিম্বানলিনীবিকাসনপ্রত্যক্ষ-ভাস্কর দীক্ষিত বীহ্লককে প্রদত্ত[২০]।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন-শাসন,—শ্রাবস্তীভুক্তিতে কুণ্ডধানীবিষয়ান্তঃপাতি সোম-কুণ্ডিকা গ্রাম, সাবর্ণিগোত্র চ্ছন্দোগব্রহ্মচারী ভট্টবাতস্বামী ও বিষ্ণুবৃদ্ধগোত্র বহ্বৃচব্রহ্মচারী শিবদেব স্বামীকে প্রদত্ত[২১]।

১২। History of Orissa, Vol. I, p. 172.
১৩। J. A. S. B., 1916, Vol. XII (N. S.), pp 291-95.
১৪। Arch. Sur. of Mayurabhanja, App. p. 156.
১৫। J. A. S. B., Vol. I (N. S.), pp 16-18.
১৬। E. I., Vol. III, pp. 355-59.
১৭। E. I., Vol., XII, pp. 237-42.
১৮। Ind. Ant., Vol. XV, pp. 112—113.
১৯। E. I. Vol. VII, p. 96.
২০। E. I., Vol. II, p. 360.
২১। E. I., Vol. VII, p. 157.

উপরোল্লিখিত লিপিসমূহে আমরা কোলাঞ্চ ভিন্ন শ্রাবস্তীর অন্তর্গত আরও কতকগুলি গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এখন দেখা যাউক, বঙ্গদেশে এই সব গ্রামের সন্ধান মিলে কি না।

ক্রোড়ঞ্চি, ক্রোড়াঞ্জ ও কোলাঞ্চ—এই তিনটিই যে এক গ্রাম, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বগুড়া জেলার পোলাদশী পরগণায় পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত 'কুলাচ' নামে একটি গ্রাম আছে[২২]। কোলাঞ্চই সম্ভবতঃ কুলাচে[২৩] পরিণত হইয়াছে। মানচিত্রে 'Koolarch' লিখিত আছে। সেটেলমেণ্ট আফিসে যে নূতন গ্রামের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ইহা 'কুলর্চ্য' নাম ধারণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ অর্থযুক্ত শুদ্ধ ভাষায় 'কুলাচ' কুলর্চ্যে পরিণত হইয়াছে কুলর্চ্য অর্থাৎ পূজনীয়কুল। এই পরিবর্ত্তনের মূলেও কোন প্রকার প্রবাদ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। কোলাঞ্চ প্রধানতঃ শাণ্ডিল্য গোত্রের কুলস্থান।

তর্কারি—ইহার অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সিলিমপুর-প্রশস্তি-লিখিত ইহার নিকটস্থ অন্য দুইটি গ্রামের (বালগ্রাম ও সিয়াম্বর) যখন সন্ধান মিলিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তর্কারি সিলিমপুরের নিকটেই কোন স্থানে ছিল। বগুড়া জেলার থানা আদমদীঘী, ডাকঘর সুলতানপুরের অন্তর্গত 'টিকারি' নামে একটি গ্রাম আছে, কিন্তু তাহা পৃথক্ গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। তর্কারি প্রধানতঃ ভরদ্বাজ গোত্রের কুলস্থান।

বৈগ্রাম—দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানায় বৈগ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা হিলি রেলওয়ে ষ্টেশনের খুব সন্নিকট। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় ম্যাপে Koolarch ও Baigramএর অবস্থান আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি যে হিলির নিকটে গুপ্তকালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই বৈগ্রাম হইতে। আমাদের মনে হয়, দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনপঞ্চকের তৃতীয়সংখ্যক শাসন-খানিতে যে বায়ীগ্রামের উল্লেখ আছে, তাহা ও এই বৈগ্রাম অভিন্ন।

কাশিলি ও কাশিল্লি—এই উভয়ই এক গ্রাম বলিয়া মনে হয়। বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানায় কুশইল (Kushaila) নামে একটি গ্রাম আছে।

২২। বগুড়ার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৩০ পৃষ্ঠা।

২৩। আমরা এই কুলাচ গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য বগুড়ার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি জানাইয়াছেন যে, এই গ্রামকে সাধারণ লোকে 'কুলোচ' বলে। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে মুসলমানের বাস। তবে এখানে 'কালীর থান' আছে। ঐ গ্রামে প্রাচীন চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। পার্শ্ববর্ত্তী বায়ারী গ্রামে প্রাচীন দীঘী ও ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। যাহা হউক, কুলোচে যে হিন্দুর বাসস্থান ছিল, তাহার সাক্ষী 'কালীর থান'। যাহা হউক, কুলোচে বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন না পাইলেই যে ইহাকে আধুনিক স্থান মনে করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। শুনিতে পাই, বর্ত্তমান সিলিমপুর গ্রামে প্রাচীন প্রস্তরলিপি এবং প্রস্তরনির্ম্মিত বরাহমূর্ত্তি পাওয়া গেলেও ঐ স্থান দেখিয়া উহাকে প্রাচীন গ্রাম বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন স্তূপ ইত্যাদি কৃষকগণ সমভূমিতে পরিণত করিয়া তথায় চাষ করিতেছে।

মহুবালি গ্রাম—বগুড়া জেলার খেতলাল থানায় মোয়াইল নামে একটি গ্রাম আছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কাশ্যপ গোত্রের মোয়ালি গাঞি সম্ভবতঃ এই মহুবালি গ্রাম হইতে উৎপন্ন। কোন কোন পুথিতে মৌহালী নামও পাওয়া যায়।

বালগ্রাম—সিলিমপুর প্রশস্তিতে বালগ্রামের উল্লেখ আছে। সিলিমপুরের নিকট খেতলাল থানায় বলিগ্রাম (ম্যাপে Belgaon) নামে একটি গ্রাম আছে। আমরা অন্যত্র এই বলিগ্রাম বা বেলগাঁও এবং বালগ্রাম অভিন্ন বলিয়াছি[২৪]।

শিয়ম্বগ্রাম—সিলিমপুর প্রশস্তিতে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। শিম্ব বা শিম্বি ভরদ্বাজগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঞি। সিলিমপুরলিপি ভরদ্বাজগোত্রীয় প্রহাস নামক এক ব্রাহ্মণের কুলপ্রশস্তি। এই প্রহাসের বাড়ী ছিল শিয়ম্ব গ্রামে। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি, বর্ত্তমান সিলিমপুরই প্রাচীন শিয়ম্ব এবং এই স্থান হইতেই শিম্ব গাঞির উৎপত্তি[২৫]।

কুটুম্বপল্লী—উক্ত সিলিমপুর প্রশস্তিতে এই গ্রামেরও উল্লেখ আছে। কুড়ুম্ব বা কুড়মুড়ি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বাৎস্য গোত্রের একটি গাঞি এবং ইহার উৎপত্তি এই কুটুম্ব পল্লী হইতে[২৬]।

বালয়িক বিষয়—রাজসাহী জেলার বাগমারা ও বরইগ্রাম থানায় বালিয়া গ্রাম এবং মান্দা থানায় মালসেরা ডাকঘরের অধীন বালিচ নামে গ্রাম আছে।

পানীয়ক গ্রাম—রাজসাহী জেলার বাগমারা ও সিংরা থানায় পানিয়া গ্রাম এবং মান্দা থানায় মালসেরা ডাকঘরের অধীন পানিয়াল গ্রাম আছে

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের দিঘোয়া-দুবৌলি শাসনে উপরোক্ত বালয়িকবিষয়ান্তঃপাতি পানীয়ক গ্রামে ব্রাহ্মণকে জমি দান করা হইয়াছে। এই শাসনখানি বেহারের সারণ জেলার দিঘোয়া-দুবৌলি গ্রামে এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজসাহী জেলার চারঘাট, নগাঁও ও পাঁচপুর থানায়, Atrai ডাকঘরের অধীন দীঘা গ্রাম, আবার ঐ পাঁচপুর থানায় ঐ ডাকঘরের অধীন এবং মান্দা থানায় মালসেরা ডাকঘরের অধীন দুবৈল নামে গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ এই দুই গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণগণ গিয়া সারণ জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং দিঘোয়া-দুবৌলি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ মহেন্দ্র পালের নিকট হইতে পানীয়ক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

ডবিরামকুল—বগুড়া জেলার আদমদীঘী থানায় Darakul নামে একটি গ্রাম আছে। কীর্ত্তিপালের শাসনোক্ত এই ডবিরামকুল গ্রামোৎপন্ন ব্রাহ্মণের নাম ঠক্কুর প্রহসিতশর্ম্মা। বগুড়া খেতলাল থানার মাথরাই বা মাত্রাই গ্রামে প্রহসিতশর্ম্মা নামাঙ্কিত একটি ভগ্ন স্তম্ভলিপি পাওয়া গিয়াছে[২৭]।

কুণ্ডধানী বিষয়—ইহার অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

২৪। I. A., Vol. LX, p. 3, n. 4.
২৫। I. A., Vol. LX, p. 3.
২৬। Ibid.
২৭। বগুড়ার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ।

সোমকুণ্ডিকা—রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়া থানায় সোমইকুণ্ডি (Shomai-kundi)[২৮] নামে একটি গ্রাম আছে। আমাদের স্থান নির্দ্দেশ ঠিক হইলে প্রমাণ হয় যে, হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য ৬৩১ খৃষ্টাব্দে গৌড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর তাম্রশাসন কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল[২৯]। কেহ কেহ ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য হর্ষের জীবিতকালেই ভাস্কর-বর্ম্মার হস্তগত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটি কারণে এই মত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। শশাঙ্ক ছিলেন হর্ষের ভ্রাতৃহন্তা ও প্রবলপরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। যে রাজ্যবলে বলীয়ান্ হইয়া শশাঙ্ক ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, হর্ষ বহু কষ্টে সেই রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার মিত্ররাজ ভাস্করবর্ম্মাকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে নিজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পরিণত করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। হর্ষের ন্যায় রাজনীতি-বিশারদের এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ভুল করা সম্ভবপর নহে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া হর্ষ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবী নির্গৌড় করিবেন[৩০]। তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালনকল্পে কি করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলেন নাই। তিনি যে ইহা বৃথা গর্ব্বোক্তিতে পর্য্যবসিত হইতে দিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গৌড় জয় দ্বারা "পৃথিবী নির্গৌড়" হয় না। সম্ভবতঃ তিনি গৌড় জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহার গৌড় নাম লোপ করিয়া, অন্য কোন নামকরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গৌড়রাজ্যকে তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বসীমাস্থিত শ্রাবস্তীভুক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া গৌড় নাম লোপ করিয়াছিলেন। হর্ষের বাঁশখেরা শাসন বর্দ্ধমানকোটি হইতে প্রদত্ত[৩১]। এই বর্দ্ধমানকোটির অবস্থান কেহ নির্ণয় করেন নাই। রঙ্গপুর জেলায় বর্দ্ধনকোটি নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই উভয় স্থান এক হইতে পারে। সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গের শ্রাবস্তীর উল্লেখ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। হর্ষ যে শশাঙ্কের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, তিনি ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাটের নিকট যে বার্ত্তা প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি নিজকে মগধেশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন[৩২]। মগধ যে শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নাই। রোটাসগড়ে প্রাপ্ত শশাঙ্কদেবের নামাঙ্কিত শীল[৩৩] এবং বুদ্ধগয়ায় তাঁহার অবাধ অত্যাচারই ইহা সপ্রমাণ করিতেছে[৩৪]।

২৮। আমরা রাজসাহী গিয়া সোমাইকুণ্ডি গ্রাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। ঐ জেলায় 'কুণ্ডি' বা কুঁড়ি নামান্ত কয়েকটি গ্রাম থাকিলেও সোমাইকুণ্ডি গ্রামের সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে সহরের নিকটে সোনাইকান্দি নামে গ্রাম আছে।

২৯। E. I., Vol. XII, pp. 65 ff.

৩০। হর্ষচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাস।

৩১। E. I., Vol. IV, p. 211.

৩২। Watters, Vol. 1, p, 351.

৩৩। C. I. I., Vol. III, p, 284.

৩৪। Watters, Vol. II, p. 115.

আমাদের উপরি উক্ত অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে কোলাঞ্চ কান্যকুব্জরাজ্যের তথা শ্রাবস্তীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণগণের কান্যকুব্জ হইতে আগমনের ভিত্তি বোধ হয় এইখানে। পালরাজগণ পুনরায় গৌড় নাম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের দিঘোয়া-দুবৌলি তাম্রশাসনে আবার শ্রাবস্তীভুক্তি ও শ্রাবস্তীমণ্ডলের উল্লেখ পাইতেছি এবং এই শ্রাবস্তীমণ্ডলস্থ পানীয়ক গ্রামের সন্ধানও গৌড়মণ্ডলেই পাইতেছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহেন্দ্রপালের পুত্র বিনায়কপালের ৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত শাসনোল্লিখিত স্থানগুলিও গৌড়মণ্ডলেই পাওয়া যাইতেছে। এই শাসন দ্বারা প্রতিষ্ঠানভুক্ত্যন্তঃপাতি বারাণসী-বিষয়সম্বদ্ধ-কাশীপার-পথক-প্রতিবদ্ধ টিক্করিকা গ্রাম দান করা হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি Bengal Asiatic Society's Plate নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে, জানা যায় না। ফ্লিট সাহেব এই টিক্করিকা ও কাশীর চারি মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান টিক্রি গ্রাম একই মনে করেন[৩৫]। আমরা কিন্তু বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানায় বারানসী, এবং ঐ জেলার আদমদীঘী থানায় সুলতানপুর ডাকঘরের অধীন কাশীপাড়া (Kashipara) ও টিকারী গ্রাম পাইতেছি। আমাদের এই অবস্থান নির্দ্দেশ যদি ঠিক হয়, তবে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেও গৌড় প্রতীহারসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় যতগুলি শ্রাবস্তী পাইয়াছি, তাহার কোনটি ভুক্তি, কোনটি মণ্ডল, কোনটি বিষয়, কোনটী দেশ এবং কোনটি শুধু শ্রাবস্তী। স্পষ্টভাবে শ্রাবস্তী নামে কোন নগরীর উল্লেখ পাইতেছি না। শুধু শ্রাবস্তী, জনপদ কিম্বা নগরী, এই উভয়ের কোন একটি হইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ-শ্রাবস্তী যে বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল, তাহা বালগ্রাম (বলিগ্রাম), শিয়ম্ব (শিলিমপুর), মহুবালি (মোয়াইল), বৈগ্রাম, কোলাঞ্চ (কুলাচ বা কালঞ্জ) গ্রামগুলির অবস্থান দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই শ্রাবস্তী একটি জনপদ, যাহা বর্ত্তমান দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা ব্যাপিয়া ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কূর্ম্মপুরাণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,—শ্রাবস্তি, গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নামে 'মহাপুরী' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথা;—

> "তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরঃ শ্রাবস্তিরিতি বিশ্রুতঃ।
> নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী ॥"

আজ পর্য্যন্ত আমরা উত্তরবঙ্গে শ্রাবস্তী কিম্বা ইহার সদৃশ নামযুক্ত কোন স্থানের সন্ধান করিতে পারি নাই। অন্য পক্ষে মধ্যদেশের শ্রাবস্তী নগরী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ঐ দেশে শ্রাবস্তী নামে কোন প্রদেশের উল্লেখ পাইতেছি না। সুতরাং পুরাণোল্লিখিত গৌড়দেশ মধ্যদেশেই ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে শ্রাবস্তী নামে নগরীর সন্ধান মিলিতেছে না বলিয়াই যে উহা কোন কালে ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না। সিলিমপুর লিপিতে লিখিত আছে যে, শ্রাবস্তী-প্রতিবদ্ধ তর্কারি ও বালগ্রামের মধ্যে শকটিগ্রাম অবস্থিত ছিল এবং ইহার নিকটেই শিয়ম্বগ্রাম ছিল। আরও লিখিত হইয়াছে যে, বালগ্রাম বরেন্দ্রে ছিল। আমরা জানি যে, শকটি,

৩৫। Ind. Ant., Vol. XV, pp. 138 ff.

বালগ্রাম ও শিয়ম্ব, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ভরদ্বাজ গোত্রীয়দিগের গাঞি নাম। সুতরাং ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ গ্রামগুলি বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বালগ্রাম ও শিয়ম্বের সন্ধান মিলিলেও তর্কারি কিম্বা শকটির কোন সন্ধান পাইতেছি না। এই প্রমাণে কি আমরা বলিতে পারি যে, তর্কারি এবং শকটি নামে কোন গ্রাম বরেন্দ্রে ছিল না? শকটি ও বালগ্রাম যখন বরেন্দ্রদেশের অন্তর্গত, তখন ইহার অতীব সন্নিকটস্থ গ্রাম তর্কারি যে অন্য একটি বিভিন্ন প্রদেশের অর্থাৎ শ্রাবস্তী দেশের অন্তর্গত ছিল, এরূপ মনে করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না। 'শ্রাবস্তী-প্রতিবদ্ধ তর্কারি' বলিতে বোধ হয়, 'শ্রাবস্তী-নগরী-প্রতিবদ্ধ' মনে করাই যুক্তিসিদ্ধ হইবে। সুতরাং এই শ্রাবস্তী নগরী বগুড়া জেলায় সিলিমপুরের নিকটেই ছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী কালে হয় ত ইহার নামের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

কোলাঞ্চ কিরূপে পরবর্ত্তী কালে কান্যকুব্জে পরিণত হইল, ইহার কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা উপরে একটি অনুমান করিয়াছি, কিন্তু তাহা খুব সন্তোষজনক নহে। এখানে আমরা আর একটি অনুমানের কথা উল্লেখ করিতেছি। আসামের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামতারাজ দুর্ল্লভনারায়ণের নিমন্ত্রণে গৌড়ের কনৌজ নগর[৩৬] হইতে সপ্ত ব্রাহ্মণ এবং সপ্ত কায়স্থ কামতার রাজধানী কামতাপুরে গমন করেন। এই কায়স্থগণই আসামের আদি বার-ভূঁইয়া বংশের মূল। এই কামতা রাজ্য কামরূপের পশ্চিমে করতোয়া হইতে বরনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল[৩৭]। বর্ত্তমান রঙ্গপুর এবং কোচবিহারই এই কাম্‌তা রাজ্য। কাম্‌তাপুরের ধ্বংসাবশেষ কোচবিহার রাজ্যের দিনহাটা মহকুমায় বর্ত্তমান। আমাদের মনে হয়, একাদশ শতাব্দীর পরে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রাবস্তী দেশ কনৌজ এবং শ্রাবস্তী নগরী কনৌজ নগর নাম ধারণ করিয়াছিল। এই জন্যই কোলাঞ্চাগত ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী কালে কনৌজাগত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

এই কনৌজ নগর হইতে যখন আসামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গমনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন এই কনৌজরাজ্য হইতে গৌড়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গমনের প্রবাদ অসম্ভব মনে হয় না। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে কনৌজ ও গৌড় দুইটি ক্ষুদ্র ও ভিন্ন রাজ্য ছিল, তাই কোলাঞ্চ হইতে গৌড়ে গমনের কথা কুলজী গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কনৌজ নগর গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে।

আমরা ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মণ গমনের কথা প্রাচীন লিপিতে দেখিতে পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ গমনের কথা কোন প্রাচীন লিপিতে আমাদের চক্ষে পড়ে নাই।

৩৬। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজসাহী জেলার নওগাঁ থানায় কনৌজ এবং চারঘাট থানায় কনৌজপরি নামক গ্রাম পাইতেছি (Village Directory of Rajshahi District)।

৩৭। Social History of Kamarupa, Vol. II, Chap. I, pp. 2-4 & 9-10.

দেখা যাইতেছে যে, গৌড় রাজ্যে গৌড়, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বারাণসী, কনৌজ ইত্যাদি নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নগর এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং এই সব নাম পাইলেই ইহাদের সন্ধান করিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাওয়ার কোন দরকার দেখা যায় না। গৌড়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোন সময়ে অভাব হইয়াছিল মনে হয় না। দেশে যখন বৌদ্ধ পালরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও দেখা যায় যে, এই শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বৈদিকাচারী ছিলেন। নবম শতাব্দী হইতে বহু ব্রাহ্মণ যে, এই গৌড় হইতে অন্য প্রদেশে সসম্মানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এই গৌড়মণ্ডলেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা অন্য দেশ হইতে আসেন নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

কবি সৈয়দ সোলতান*

ভূমিকা

বঙ্গ-সারস্বত-কুঞ্জে কবি সৈয়দ সোলতানের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। কারণ, বাঙ্গালার এই প্রাচীন মুসলমান কবি সম্বন্ধে অদ্যাবধি কোন ঐতিহাসিক বা সমালোচনামূলক আলোচনা হয় নাই। তবে যে দিক্ হইতে বিচার করা যাউক না কেন, তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। মহাভারত-প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর, সঞ্জয়, কাশীদাস এবং রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস প্রভৃতির সহিত ইহাঁর তুলনা করা যাইতে পারে। সময় হিসাবে তিনি কবীন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। সঞ্জয়, কাশীদাস ও কৃত্তিবাস সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণের কথা বাঙ্গালায় বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন; আর সৈয়দ সোলতান আরবী "কসসুল্ আম্বিয়া" বা "নবী-কাহিনী" বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। সৈয়দ সোলতানকে যে সকল কবির পর্য্যায়ভুক্ত করা হইতেছে, তিনি কবিত্বে বা পাণ্ডিত্যে তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না, বরং কোন কোন অংশে তিনি তাঁহার সহযোগিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ফলতঃ, "সৈয়দ সোলতানের ন্যায় সুলেখক ও এত অধিক গ্রন্থপ্রণেতা কবি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল"[১]।

কবির গ্রন্থাবলীর পরিচয়

এই কবির যে সকল গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে "নবী-বংশ", "শবে মেয়েরাজ", "হজরত মোহাম্মদ-চরিত", "ওফাত-রসুল", "ইব্লিসের কিচ্ছা", "জ্ঞান-চৌতিশা", "জ্ঞানপ্রদীপ", এই কয়টি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তক কয়খানির অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিপি চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের বাড়ীতে রক্ষিত আছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইতেছি, উপরিলিখিত পুস্তকগুলি "নবীবংশ", "শবে মেয়েরাজ" ও "জ্ঞানপ্রদীপ" নামক তিনখানি মূল পুস্তকেরই অংশ মাত্র; মহাভারত ও রামায়ণের ন্যায় "নবীবংশ" একখানি বিরাট্ গ্রন্থ; ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিবার মত ধৈর্য্য রক্ষা করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব। ইহার সুদীর্ঘ প্রথম অধ্যায়ে "সৃষ্টিপত্তন" অর্থাৎ আদি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে; অবশিষ্ট দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বাদশ জন নবী বা পয়গম্বরের (Prophet) কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। "ইব্লিসের কিচ্ছা" "নবীবংশের"ই একটি অধ্যায় মাত্র। "হজরত মোহাম্মদচরিত", "ওফাত রসুল" ও "শবে মেয়েরাজ" একই গ্রন্থ; এই বিরাট্ গ্রন্থের কবি-প্রদত্ত নাম "শবে মেয়েরাজ"। পুথিখানির অনুলিখকগণ

---

* ১৩৪১।২০এ আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। চট্টগ্রাম জিলা সাহিত্য-সম্মিলনী, রাউজান অধিবেশন, ১৩৩৩, সভাপতির অভিভাষণ, পৃঃ ৯—১০।

এই সকল নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। এই পুস্তকে হজরত মোহাম্মদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনী বর্ণিত আছে। "জ্ঞান-চৌতিশা" ও "জ্ঞান-প্রদীপ" একই গ্রন্থের দুই নাম মাত্র। ইহা হিন্দু তান্ত্রিক যোগ ও মুসলমানী "তসব্বুফ" বা দরবেশী শাস্ত্রের মিলনমূলক গ্রন্থ।

এখন দেখা যাইতেছে, কবি সৈয়দ সোলতান মোট তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইগুলি "নবীবংশ", "শবে মেয়েরাজ" এবং "জ্ঞানপ্রদীপ"। এই পুস্তক-ত্রয়ের মধ্যে কেবল "শবে মেয়েরাজ" পুস্তকখানির রচনার তারিখ পাওয়া যাইতেছে এবং "শবে মেয়েরাজের" ভূমিকায় "নবীবংশের" নাম করায়[২], উহা যে "শবে মেয়েরাজ" রচনার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। "জ্ঞান-প্রদীপ" কখন্ লিখিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই; তবে তাহার এক স্থানে ভণিতায় দেখিতেছি,—

"ক্ষীণ অতি শিশুমতি ছৈয়দ ছোলতান।
ক্ষীণবুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা যে জ্ঞান ॥"

"জ্ঞান-প্রদীপের" এই অংশ পাঠে জানিতে পারি যে, চৌতিশা রচনাকালে কবি শিশুমতি ছিলেন। "জ্ঞান-প্রদীপ"খানিকে তাঁহার প্রথম এবং তরুণ বয়সের রচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন আমরা বলিতে পারি, "জ্ঞানপ্রদীপ" কবি সৈয়দ সোলতানের প্রথম রচনা, "নবীবংশ" তাঁহার দ্বিতীয় রচনা, এবং "শবে মেয়েরাজ" তাঁহার শেষ রচনা। "গ্রহ শত রস যোগে অব্দ" অতীত হইতে অর্থাৎ ৯০৬ হিজরী = ১৫০০ খৃষ্টাব্দের শেষে কবি "শবে মেয়েরাজ" রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, চৈতন্য-দেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) ন্যূনাধিক ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কবি সৈয়দ সোলতান তাঁহার শেষ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার "জ্ঞান-প্রদীপ" ও "নবীবংশ" খ্রীষ্টীয় ১৫০০ অব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত হইয়াছিল।

এই কয়েকখানি পুস্তক ব্যতীত সৈয়দ সোলতান জীবনে আরও অনেকগুলি পরমার্থ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। মনে হয়, দীর্ঘ বর্ণনামূলক ও হিতোপদেশপূর্ণ কাব্য রচনার মধ্যে মধ্যে অবসর সময়ে ভাবপ্রবণ সাধক কাব্যোচ্ছ্বাসময় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গানগুলি রচনা করিয়া চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতেন। এই গানগুলির কোন সংগ্রহ তাঁহার জীবনে তিনি করিয়া গিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁহার কোন কোন গান আপনাদের সঙ্গীতসংগ্রহ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি গান আমরা এই প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত করিব।

২। "জে সবে মোমিন হয় করুণা হৃদএ।
নবীবংশ, মেহেরাজ রাখিতে জুআএ।
এ দুই পুস্তক যদি পালিবারে পারে,
আল্লার গৌরব হৈব তাহার উপরে।"—(শবে মেয়েরাজ)।

কবির সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ

কবি সৈয়দ সোলতানকে কেহ কেহ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন[৩]। ইহা যে একটি সাধারণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমরা তাঁহার যে বিবরণ ও পুস্তক-প্রণয়নের তারিখ লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই কবির সময় সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে। এই বিবরণ[৪] হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, সৈয়দ সোলতান চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে সৈয়দবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগই তাঁহার আবির্ভাবকাল; কেন না, তিনি "গ্রহ শত রস অব্দে" অর্থাৎ ৯০৬ হিজরীতে বা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "শবে মেয়েরাজ" নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি পরাগল খান ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমসাময়িক ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সহিত পরাগল খাঁর যে সম্বন্ধ ছিল, কবি সৈয়দ সোলতানের সহিত পরাগল খাঁর ঐরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, সঠিকভাবে বলিতে পারা না গেলেও, "শবে মেয়েরাজ" রচনার কথা বলিতে গিয়া যখন কবির "প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি ভায়", তখন তাঁহার সহিতও পরাগল খানের ঐরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা কে বলিবে?

৩। চট্টগ্রাম জিলা সাহিত্য-সম্মিলনী, রাউজান অধিবেশন, ১৯৩৩, সভাপতির অভিভাষ পৃঃ ১০।

৪। "এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুআএ।
প্রকাশ্য সকল কথা মনে নাহি ভাএ॥
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পরে।
খোদা রছুলের কথা কেহ না সোঙরে॥
গ্রহ সত রস জোগে অব্দ গোঙাইল।
দেশী ভাসে এই কথা কেহ না কহিল॥
আরবী ফার্ছি ভাসে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে না বুঝে মুর্খ সুত॥
দুক্ষ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা জত কহিমু অধিক॥
লস্করের পুরখানি আলিম বসতি।
মুঞি মুর্খ আছি এক সৈয়দসন্ততি॥
আলিমান পদে আমি মাগি পরিহার।
খেমিবা পাইলে দোস না করি গোহার॥
ছৈয়দ ছোলতানে কহে কেনে ভাবি মর।
সহায় রছুল জার তরিবে সাগর॥"—শবে মেয়েরাজ।

আমাদের অনুমান সত্য কি না, জানি না ; তবে মনে হয়, ঐরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল ; সৈয়দ সোলতান কোন বিশেষ কারণে (যাহা তিনি প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন) তাহা প্রকাশ করেন নাই। কবি তাঁহার "শবে মেয়েরাজ" পুস্তক প্রণয়নে প্রাচীন বঙ্গ-ভারতীর পৃষ্ঠপোষক পরাগল খাঁর আদেশ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহার কাব্য প্রণয়নের মূলে পরাগলী প্রভাব সুস্পষ্ট। কবি নিজেই বলিতেছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত রচনা করিলে পর, তাহা হিন্দু-মুসলমান সকলেই ঘরে ঘরে পাঠ করিতে থাকেন ; কিন্তু খোদা ও রসুলের কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত না থাকায়, মুসলমানগণ তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই জানিত না, সে জন্য তিনি দুঃখিত হইয়াই স্বজাতীয় মুসলমানদিগকে ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইতেই "শবে মেয়েরাজ" প্রকাশ করিলেন।

কবির পাণ্ডিত্য

যদিও "লস্করের পুর(=পরাগলপুর)খানি আলিম বসতি। মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দসন্ততি" বলিয়া, কবি বিনয় প্রকাশ করিয়া নিজেকে মূর্খ এবং তাঁহার গ্রামবাসী সকলকে "আলিম" বা বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি তিনিও যে তাঁহার গ্রামবাসী বিদ্বান্দের চেয়ে কোন অংশে কম বিদ্বান্ ছিলেন, তেমন মনে হয় না। আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনি যে "আলিম" ছিলেন, তাহা এই দুই ভাষা হইতে সংগৃহীত তাঁহার ঐস্লামিক কাহিনীপূর্ণ পুস্তকাবলী দৃষ্টে জানিতে পারিতেছি। "শবে মেয়েরাজ" পুস্তকের শেষে তিনি ধর্ম্মের কথা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিবার জন্য কৈফিয়ৎ প্রদানচ্ছলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানিতে পারি যে, তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ "আলিম" ছিলেন[৫]। বিদ্বান্ হইয়া মূর্খদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনান তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ; তাই তিনি বাঙ্গালী মুসলমানকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—

"বঙ্গদেশে যথেক আছএ মুছলমান।
মোহোর বচন সবে কর অবধান ॥

৫। "দেশেত আলিম থাকি যদি ন জানাএ।
সে আলিম নরকেত যাইব সর্ব্বথাএ ॥
নর সবে পাপ কৈলে আলিমেরে ধরি।
আল্লার সাক্ষাতে মারিবেন্ত দণ্ড বাড়ি ॥
তোহ্মারা সবের মেলে মোর উতপন।
তে কারণে কহি আহ্মি শাস্ত্রের বচন ॥
আল্লায় বুলিব তোরা আলিম আছিলা।
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ না কৈলা ॥
আছুক আপনা পাপ আলিমে খণ্ডাইব।
পরের পাপের লাগি লাঘব পাইব ॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

পুণ্যকার্য্যে তুষ্কি সন্তানের হউক মন।
তোক্ষারে সন্তোষ হউক প্রভু নিরঞ্জন ॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

এইরূপে তিনি বঙ্গভাষার মধ্যস্থতায় বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথমেই ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। হয় ত তাঁহার গ্রামবাসী আলিমগণ দেশীয় ভাষার এক বর্ণ জানিতেন না। কিন্তু আমাদের কবি খ্রীষ্টীয় ১৫০০ অব্দে বাঙ্গালা ভাষায় যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

সঙ্গীত ও কাব্যে কবির অধিকার

সৈয়দ সোলতান প্রাচীন কাব্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কাব্যাবলীর মধ্যে পয়ার, যমক, একাবলী, দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ এবং নানাবিধ অলঙ্কারের অজস্র ও সুষ্ঠু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; বিশেষতঃ তিনি পাকা ওস্তাদের ন্যায় তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শিরোদেশে ছন্দের নামের সহিত সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য শ্রী, গান্ধার, মল্লার, তুরি, বসন্ত, ভাটিয়াল, গুজরী, বরারি, সিন্ধুরা, দেশবারি, পঞ্চম, ধানশী, কানেড়া, কেদার প্রভৃতি অনেক রাগ-রাগিণীর নাম উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই। তাঁহার পরমার্থ-সঙ্গীত রচনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কবি সৈয়দ সোলতান একজন পীর ছিলেন; তিনি শাহা হাসন নামক কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার ভণিতায় অনেক স্থলে এই সাধকের নাম সসম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে। কবির অনেক শিষ্য ছিল বলিয়া জানা যায়; তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সেবা শুশ্রূষা করিত; তিনি তাহাদিগকে এ কাজ হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন[৬]।

কবির সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি মুসলমানদের মনোভাব

কবি সৈয়দ সোলতান যে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার সাধনা করিতেছিলেন, সে সময়ে শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা শোচনীয় ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষাভিজ্ঞ "আলিম"গণ বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন না; তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুধর্ম্মের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রন্থাদিকে বা ধর্ম্মের কথাকে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা ধর্ম্মদ্রোহিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। "আলিম"দের সঙ্গে গোঁড়া মুসলমানগণও এই মত পোষণ করিতেন। বলা বাহুল্য, সংখ্যায় ইঁহারা অধিক ছিলেন না। অধিকাংশ মুসলমান আরবী ফারসী জানিতেন না, তাই তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতেন। তাঁহারা ভাষায়, ভাবে, আচারে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহারা

৬। "মোর পরিচর্য্যা তোরা কর কি কারণ।
আক্ষার তোক্ষার মধ্যে নাহি ভিন্নাভিন ॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

"প্রস্তাব" বা গল্প গুজবে দিন কাটাইতেন, ইসলাম ধর্ম্মের কথা কিছুই বুঝিতেন না[৭]; কেহই তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মের কথা বা কাহিনী শুনাইতেন না। ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া কবি সৈয়দ সোলতান সাধারণ মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় "নবীবংশ" রচনা করিলেন[৮]। আরবী ও ফারসী পুস্তক হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক "নবীবংশ" লিখিত হইল। কিন্তু কবি বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন না; গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী "মুনাফিক" বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল[৯]। "শবে মেয়েরাজ" রচনাকালে কবি বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মের কথা প্রকাশ করার জন্য যে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে যে শুধু তৎকালের গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিক ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা মাতৃভাষার প্রতি আমাদের কবির শ্রদ্ধা এবং তাঁহার মানসিক উদারতা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল, তাহাও জানা যায়। যথা,—

"আল্লায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাষ। সে দেশে সে ভাষে কৈলুম রছুল প্রকাশ॥
এক ভাষে পয়গম্বর আর ভাষে নর। না পারিব বুঝিবারে উত্তর পত্নুত্তর॥

৭। "কর্ম্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উতপন।
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন॥
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা।
পরস্তাব পাইয়া সব ভুলিআ রহিলা॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

৮। "তোহ্মার সবের মোঞি জান হিতকারি।
ইমা ইছলামের কথা দিলাম প্রচারি॥
যেরূপে সৃজন হৈল সুরাসুরগণ।
যেরূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন॥
যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল।
যেরূপে যথেক পয়গম্বর উপজিল॥
বঙ্গেত এ সব কথা কেহ না জানিল।
নবীবংশে পাঁচালীত সকলে শুনিল॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

৯। "যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে।
পঞ্চালী রচিলুম করি আছএ দোষিতে॥
মোনাফেক বলে মোরে কিতাবেতু পড়ি।
কিতাবের কথা দিলুম হিন্দুয়ানী করি॥
... ...
এত ভাবি নবীবংশ পাঁচালী রচিলুম।
আল্লা এক মনে ভাবি প্রচার করিলুম॥
তে কারণে কত কত পশুবুদ্ধি নরে।
কিতাব ভাঙ্গিলুম করি দোষএ আহ্মারে॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

যথেক রছুল নবী পয়গম্বর হৈছে।
উম্মতের যে ভাষা সে ভাষে স্থজিয়াছে॥

... ...

আরবেত আরবী ভাষে পয়গম্বর।
কহিলা দীনের কথা সবার গোচর॥
আরবে আরবী ভাষে পাইলা ইমান।
কোরানের কথা শুনি হৈলা মুছলমান॥

আরবীর যত কথা খোরাছানী ভাষে
খোরাছানী জিজ্ঞাসয় আরবের পাশে॥
ফার্ছি ভাষে কোরানের বাখান জানিলা।
যত খোরাছানী তবে ইমান আনিলা॥
জাওয়া (যাভা) সবে জাওয়া ভাষে
আরবী বচন।
কিতাবের কথা সবে কৈলা উদ্ধারণ॥
ইমা ইসলামের কথা ভালমতে জানি।
এক করতার হেন লইলা পরমানি॥
চোলিআ সকল যত চোলিআ কথাএ।
কোরানের কথা যত বাখানে সদাএ॥

রুমী সবে রুমী ভাষে কোরানের কথা।
লিখি লই জানিলেন্ত জথেক ব্যবস্থা॥
তবে তুর্কস্থানী তুর্ক ভাষে আপনার।
কোরানে জে কহিআছে লিখি লৈল সার॥
শামী সবে শামী ভাষে কোরানের মর্ম্ম।
শুনিয়া করিতে আছে মুছলমানী কর্ম্ম॥
এমরানীএ এমরান ভাষে কোরানের তত্ব।
শুনি ইমা ইছলাম হইলা সমর্থ॥
এরাকীএ তার ভাষে ইমা ইছলাম।
মুছলমানী কর্ম্ম সবে করে অনুপাম॥
পাঠান সকলে পোস্ত ভাষে আপনার।
কোরানের কথা শুনি বুঝিল আচার॥
কত দেশে কত ভাষে কোরানের কথা।
দীন মোহাম্মদী বুঝি দেঅন্ত ব্যবস্থা॥

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল স্বজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য যত ধন॥
পাপী সবে বোলে ছিদ্রি আল্লার প্রচারি
ছৈয়দ সোলতানে সব দিল ব্যক্ত করি॥

আমাদের কবি দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি আপন আপন ভাষায় ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া ইসলাম-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালী মুসলমান কেবল গোঁড়া সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীর জন্যই আপন ভাষায় তাহাদের ধর্ম্মকথা শুনিতে পারিতেছে না। তাই তিনি এই গোঁড়ামীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালী মুসলমানকে সর্ব্বপ্রথম মাতৃভাষায় ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইলেন। ইহাতে গোঁড়া সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, কবি আল্লা ও রসুলের অবমাননা (ছিদ্র) করিয়াছেন। কিন্তু কবি—

"এত শুনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলুম।
আল্লার কেমন ছিদ্রি প্রচার করিলুম॥
মহিমা সে আল্লার দিলুম প্রচারিআ।
মহিমারে ছিদ্রি বোলে মনে না ভাবিআ॥
পয়গম্বর সবের মহিমা প্রচারিলুম।
পাপমতি ইব্লিছের অবশ ঘোষিলুম॥

তবে কেনে ছিদ্রি প্রচারিলুম করি বোলে।
মনে ভাবি না চাহিলা পাপিষ্ঠ সকলে॥

মোহোর মনের ভাব জানে করতারে।
জথেক মনের কথা কহিমু কাহারে॥"

কবি অন্তরের অন্তস্তলে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি ধর্ম্মের কথা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া কোন পাপ করেন নাই। ইহাতে বাঙ্গালী মুসলমানের কল্যাণ হইবে; কবি তাঁহাদের শত্রু নহেন, বরং মিত্র[১০]। তিনি সারা জীবন বঙ্গভাষার সেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ভাষাকে তিনি দেশমাতৃকার পবিত্র ভাষা বলিয়া মনে করিতেন[১১]।

কবির সমাদর

বলা বাহুল্য, কালক্রমে কবির প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধার ভাব দূরীভূত হইয়াছিল, এবং তিনি পরে সমাদরও লাভ করিয়াছিলেন। কবি বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বলিয়াছিলেন,--

"বঙ্গদেশে যথেক আছএ মুছলমান।
মোহোর বচন সবে কর অবধান॥"

সত্যই মুসলমানেরা পরে তাঁহার বচন অবধান করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে আলাওলের "পদ্মাবতী" ব্যতীত, অন্য কোন কবির কাব্য এত সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কাব্যাবলীর প্রতি লোকানুরাগ কি পরিমাণে ছিল, তৎসম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কাণ্ড ও পর্ব্ব যেমন সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া কেবল সেই সেই কাণ্ড ও পর্ব্বের পাণ্ডুলিপি নানা স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনই তাঁহার সমগ্র কাব্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অংশ বিশেষ বিশেষ নামে চট্টগ্রাম বিভাগের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সহিত সৈয়দ সোলতানের তুলনা

সৈয়দ সোলতান একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের উপরে তাঁহার স্থান হইতে পারে কি না, সে বিচার করা কঠিন হইলেও তিনি যে তাঁহাদের সহিত তুলনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস আধুনিক যুগে ছাপাখানার কল্যাণে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছেন সত্য, সৌভাগ্যক্রমে কবি সৈয়দ সোলতানও যদি অন্ততঃ বটতলার সুনজরে পড়িতেন, তবে আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে তাঁহার জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আধুনিক দোভাষী বাঙ্গালায় লিখিত কবিত্বলেশহীন "কসসুল আম্বিয়া" বটতলার কল্যাণে আজ ১০৲ টাকা মুল্যে বিক্রীত হইয়াও বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস যেমন হিন্দুধর্ম্মের কাহিনী সরল পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, সৈয়দ সোলতানও ইসলাম ধর্ম্মের কাহিনী সরল ও সরস পদ্যে বিভিন্ন

১০। "তোহ্মার সবের মোঞি জান হিতকারি।
ইমা ইছলামের কথা দিলাম প্রচারি॥"

১১। "আল্লায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাষ।
সে দেশে সে ভাষে কৈলুম রছুল প্রকাশ॥"

ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ন্যায় বর্ণনামূলক (Narrative) পদ্যে সৈয়দ সোলতানও সিদ্ধহস্ত। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মত সৈয়দ সোলতানও আরবী "কসস্থল আম্বিয়ার" হুবহু অনুবাদ তাঁহার "নবীবংশে" প্রদান করেন নাই। যে দিক্ হইতেই বিচার করা যাক না কেন, সৈয়দ সোলতান কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সহিত স্থান অধিকার করিতে পারেন, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

কবির ভাষা

সৈয়দ সোলতানের ন্যায় সুলেখক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। তাঁহার ভাষা সরল, মধুর, সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক। তাঁহার যাবতীয় কাব্যের কোথাও দুই চারিটি পারিভাষিক শব্দ ব্যতীত. কোন আরবী বা ফারসী শব্দ নাই। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী যেমন স্বচ্ছ ও শীতল ধারা বক্ষে করিয়া কুলু কুলু নাদে আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এই মুসলমান কবির ভাষাও তদ্রূপ আপন মাধুর্য্যে ভরপূর হইয়া স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে সর্ব্বত্র সুন্দর ভাবে নানা ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা কিরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি কবিতা হইতে প্রতীয়মান হইবে,—

"তপন পিরিতি, মনে ভাবি অতি,
নলিনি বিকাস ভেল।
বিধির ঘটন, না হৈল দর্শন,
কালমেঘে আচ্ছাদিল॥—(নবীবংশ)।

অন্যত্র,—

সুমেরু গিরির আড়ে গেল দিবাকর।
দিশি যাই নিশি আইল অতি ঘোরতর॥

আবার,—

"শুনহ পবন তুহ্মি আহ্মার বচন।
কহিঅ সোআমির পদে মোর নিবেদন॥"

কবি সৈয়দ সোলতান তাঁহার কাব্যের নানা স্থানে অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দুই একটি নির্দ্দেশ করিলাম। যথা,—

অনুপ্রাস,—

"জনম জন্মেল মোর হইতে জঞ্জাল।
জগতেত জীবন জোবন হৈল কাল॥"

উপমা,—

ঢাকিয়া বসনে অঙ্গ, সখিগণ লই সঙ্গ,
বাহিরিলা রাজার কুমারী।
জেন আকাসের সসি, মর্ত্তেত নামিল আসি,
নক্ষত্র সকল সঙ্গে করি॥"—(নবীবংশ)।

কবিত্ব

কবি সৈয়দ সোলতান যে বিষয় লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা কবিত্ব প্রদর্শনের পরিপন্থী। একে ধর্ম্মের কাহিনী, তাহার উপর আবার ইস্‌লামীয় ধর্ম্ম; সুতরাং সৈয়দ সোলতানের কবিত্ব দেখাইবার সুযোগ কোথায়? কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, কাব্য রচনায় যেরূপ ইচ্ছানুক্রমে নূতন সৃষ্টির ও কল্পনার লীলার অবতারণা করিয়াছেন, সৈয়দ সোলতান ধর্ম্মের এবং স্বজাতীয় গোঁড়াদের ভয়ে, তাহা করিতে পারেন নাই। ইহা সৈয়দ সোলতানের পক্ষে দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয়, সন্দেহ নাই। আরও প্রশংসার বিষয় এই, কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের যে স্বাধীনতা, সৃষ্টি ও কল্পনা দেখাইবার অবসর ছিল, সৈয়দ সোলতান তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও, সৃষ্টি ও কল্পনার ক্ষেত্রে যে ললাম লীলার কৌশল দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের সমকক্ষ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার "নবীবংশের" যেখানেই তিনি একটু সুযোগ পাইয়াছেন, সেইখানেই কবিত্বের উপবন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তির কৌশলে আদম হাওয়ার বিরহ, আকিমার চৌতিশা প্রভৃতি কবিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডাররূপে বিরাজ করিতেছে। বসন্তে বৃন্দাবন ধামে গোপীবৃন্দকে লইয়া হরি যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া সৈয়দ সোলতান যে অপূর্ব্ব কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐরূপ কবিত্বময় কোন অংশ কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্যেও নাই। মুসলমান কবির পক্ষে বৃন্দাবন-লীলার এমন কবিত্ব-মাধুর্য্যে ভরপূর বর্ণনা কি কম কৃতিত্বের বিষয়? পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে আমরা কবির এই চমৎকার রচনাটুকু এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

"রাগ বসন্ত

বসন্ত খেলিতে হরি শ্রদ্ধা হৈল বড়।
লবঙ্গ, গুলাল, জাতি, বিকাস আমোদ ভাতি
চম্পা, কেতকী, নাগেশ্বর॥ ধুআ।
বসন্ত খেলাএ হরি, হরসিত মন করি,
নানা রঙ্গ কতুক অপার।
নিকুঞ্জ গহন ঘন, হরসিত গোপীগণ,
চান্দ সনে জেহেন চকোর॥
চুতগণ মুকুলিত, নানা পুষ্প বিকসিত,
ভ্রমর ভ্রমএ অনুক্ষণ।
কানন নিকুঞ্জ পাই, কুকিল হরিস হই,
কুহু কুহু বোলএ সঘন॥
পরিআ সুগন্ধি বাস, করিআ বিবিধ লাস,
গোপীগণ হরির গোচর।

লইআ ফাগুর ধুলি, অঙ্গে অঙ্গে মেলামেলি,
ঠেলাঠেলি করে নিরন্তর ॥
চন্দন কস্তুরি লই, হরির নিকট জাই,
কেহো নারি কতুকে ফেলাএ।
কেহো পরিহাস করে, কেহো এ বসনেত ধরে,
কেহো নারি আবির খেপএ ॥
কেহো কেহো নারি গিআ, মাধবির মালা লৈআ,
হরির কণ্ঠেত নিআ ধরে।
কেহো বোলে কর জুরি, হরিক প্রণাম করি,
হাঁসিতে হাঁসিতে তুতি করে ॥
কেহো কেহো নারি আসি পসার দেঅন্ত বসি,
কেহো বেচে মুকুতা প্রবাল।
জৌবন মাণিক্য ধন, হরিত বেচিতে মন,
দেখি অতি বণিজ্জার ভাল ॥
কহে ছৈদ ছোলতান, না রহিব হরির মান,
পাপেত ডুবিল সবার মন।
লইআ গোপিনিগণ, হাস্য কেলি রঙ্গ মন,
পাসরিলা প্রভুক সেবন ॥"—(নবীবংশ)।

কবির উপর যুগধর্ম্মের প্রভাব

কবি সৈয়দ সোলতান যে সময়ে (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের যুগ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বত্র ইস্‌লাম্ ও হিন্দু ধর্ম্মের মিলনের এক বিরাট্ প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। এই সময়ে রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় উদারহৃদয় হিন্দু মুসলমান সাধকদের আবির্ভাবে ভারতের শাসক ও শাসিতেরা একই প্রকারের চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া একই স্থানে আসিয়া মিলিত হইতেছিল। এই যে দুই যুধ্যমান ধর্ম্মের মিলন-প্রচেষ্টা, ইহা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। কবি সৈয়দ সোলতানের কাব্যগুলিতে আমরা এই উদার আন্দোলনের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। বাঙ্গালার কি হিন্দু, কি মুসলমান, আর কোন প্রাচীন কবির মধ্যে সৈয়দ সোলতানের পূর্ব্বে এই প্রচেষ্টা দেখা যায় না। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতা-বিদ্বেষ-পূর্ণ ও ইস্‌লাম্ সংস্কারের যুগে মুসলমানগণ প্রাচীন বাঙ্গালার এই জাতীয় কবিকে কোথায় স্থান দেন বা কখন "কুফরীর" ফতোয়া দিয়া বসেন, জানি না; তবে তিনি যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন (এবং এখনও করিতেছেন),

সে যুগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, তাঁহাকে কোন দোষ দেওয়া চলে না। কবি হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্ম-সমন্বয়সাধনব্যাপারে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কতখানি আন্তরিকতা ছিল, তাহা কে বলিবে ? কারণ, কবি বলিতেছেন,—

"মোহোর মনের ভাব জানে করতারে।
জথেক মনের কথা কহিমু কাহারে॥"

কবির কাব্যে ইস্‌লাম্ ও হিন্দু ধর্ম্মের সমন্বয়

যেরূপই হউক, এ বিষয়ে কবির আন্তরিকতার যে একান্তই অভাব ছিল, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিলেন, সে যুগের ধর্ম্ম উপেক্ষাই বা করেন কিরূপে ? তাই তাঁহার কাব্যগুলিতে ইস্‌লাম্ ও হিন্দু ধর্ম্ম-সমন্বয় সাধন ব্যাপারের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার "জ্ঞান-প্রদীপ"খানি হিন্দুর তান্ত্রিক যোগ ও ইস্‌লামী "তসব্বুফ্" শাস্ত্রের মিলনমূলক গ্রন্থ। কবি স্বয়ং পীর ছিলেন ; সুতরাং তিনি এই উভয়বিধ সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমসাময়িক এক শ্রেণীর মুসলমান পীরদের মধ্যে "তসব্বুফ্" ও তান্ত্রিক যোগের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় ; সুতরাং এ প্রচেষ্টা তাঁহার একার নহে। যুগ-ধর্ম্মে তিনি বাধ্য হইয়াই উভয়বিধ সাধন-পদ্ধতির মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার "নবীবংশ" ও "শবে মেয়েরাজ" নামক পুস্তকদ্বয় ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল। এই দুই গ্রন্থও হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। "শবে মেয়েরাজে" হজরত মোহাম্মদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনায়, হজরতের উপরে অবতারত্ব আরোপ করিতে গিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের অনেক কথা হজরতের জন্মে আরোপ করিয়াছেন। হজরতের জন্মে মক্কাবাসীরা আনন্দে হুলুধ্বনি দিয়াছিল, এবং কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, তদ্রূপ হজরতকেও আবু জেহেল সূতিকাগৃহে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াও দৈব প্রতিকূলতাবশতঃ সক্ষম হয় নাই। "নবীবংশের" প্রথমে যে সৃষ্টিপত্তন অর্থাৎ আদি সৃষ্টির কাল্পনিক ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কবি যেরূপ চমৎকারভাবে হিন্দু মুসলমান পৌরাণিক কাহিনীর (Mythology) সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, তাহা উভয় শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা না থাকিলে দুইটিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া দুষ্কর। উদাহরণস্বরূপ এখানে সপ্ত আকাশ সম্বন্ধে কবির বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁহার মতে,—

প্রথম	আকাশ	মুক্তায়	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	শনিগ্রহ	স্থাপিত।
দ্বিতীয়	আকাশ	হিরায়	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	বৃহস্পতিগ্রহ	স্থাপিত।
তৃতীয়	আকাশ	মাণিক্যে	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	মঙ্গলগ্রহ	স্থাপিত।
চতুর্থ	আকাশ	সুবর্ণে	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	রবিগ্রহ	স্থাপিত।
পঞ্চম	আকাশ	এয়াকুতে	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	বুধগ্রহ	স্থাপিত।

ষষ্ঠ আকাশ রজতে নির্ম্মিত এবং তাহাতে শুক্রগ্রহ স্থাপিত।
সপ্তম আকাশ জমরুদে নির্ম্মিত এবং তাহাতে সোমগ্রহ স্থাপিত।

সপ্ত আকাশের অস্তিত্ব, তাহাদের নির্ম্মাণ ও তাহাতে গ্রহাদির স্থিতির যে পৌরাণিক বর্ণনা গ্রন্থে দেওয়া আছে, তাহাতে হিন্দু জ্যোতিষ, মুস্‌লিম লৌকিক বিশ্বাস এবং তাহাদের মধ্যস্থতায় গ্রীক পৌরাণিক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকজাতি সপ্ত আকাশের অস্তিত্বে এবং ধাতু ও মণিমাণিক্য দ্বারা সেগুলি যে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিত; পরে "সারাসিন" বা মুসলমানেরা এই ধারণা গ্রীকদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কোরাণের "ঈশ্বর সপ্ত আকাশ (=সপ্ত প্রধান গ্রহ) সৃষ্টি করিয়াছেন", এই বাণীর সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লয় এবং কোন্ আকাশ কোন্ ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহার কোন্ স্তরে কোন্ প্রকার স্বর্গীয় জীব বাস করে, এবং তাহার কোন্ স্তরে খোদার কল্পিত সিংহাসন "আরশ" স্থাপিত, ইত্যাদি উদ্ভট অনৈস্‌লামিক কল্পনারও আমদানী করেন। বলা বাহুল্য, ইহার সহিত হিন্দু জ্যোতিষের গ্রহস্থিতির মিল ঘটাইয়া কবি একটি অদ্ভুত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

"নবীবংশে" আরও দেখা যায়, চারি বেদকে "আল্লার কালাম" বা ঐশী বাণী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কবির মতে,—

"এই চারি বেদেতে সাক্ষি দিছে করতার।
অবশেষে মোহাম্মদ ব্যক্ত হইবার॥"

অথচ, এইরূপে ভিন্ন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া, যেই শেষপ্রেরিত পয়গম্বর হজরত মুহম্মদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইতেছে, তাঁহাকেই খোদার অংশ এবং খোদার মুহম্মদরূপী অভিব্যক্তি বলিয়া অবতার পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন,—

"মোহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার॥"

শুধু হজরত মুহম্মদকে অবতারের পর্য্যায়ে ফেলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি আরও বলিলেন, পৃথিবীতে যত নবী (Prophet) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই অবতার; কেন না—"অবতার যারে বলি নবী বলি তারে।"

ইস্‌লামের উপর এইরূপে অবতারবাদ আরোপ করিয়া, শাস্ত্রীয় ইস্‌লামবিরুদ্ধ ধারণা লইয়াই "নবীবংশের" আরম্ভ। তাই দেখিতে পাই,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও হরি বা কৃষ্ণকেও নবী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; ব্রহ্মার উপর সাম, বিষ্ণুর উপর যজু, মহেশ্বরের উপর ঋক্ এবং হরির উপর অথর্ব্ব বেদ নামক চারিটি ঐশী বাণী, সৃষ্টির প্রথম যুগে প্রেরিত হইল। কিন্তু একে একে কালক্রমে সমস্ত ঐশী বাণী ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায়, বেদগুলি সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৎপর আদম, শীশ, ইদ্রিস, নুহ, ইব্রাহীম, মুসা, দাউদ, সোলয়মান, ইসা ও মুহম্মদ পৃথিবীর পাপ ধ্বংস করিয়া "তৌহীদ" অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের নিছক একত্ব প্রচার করিবার জন্য জগতে প্রেরিত হইলেন।

কবির পরমার্থসঙ্গীত

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কবি সৈয়দ সোলতানের কতকগুলি পরমার্থসঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার এই সঙ্গীতগুলি ভগবৎপ্রেম-সিক্ত হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস। কবি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক; চৈতন্যদেবের তিরোভাবের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কবির সমস্ত কাব্য লিখিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার পরমার্থসঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণব প্রভাব মোটেই দৃষ্ট হয় না। এই সঙ্গীতগুলি গভীর তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ বলিয়া, কোন কোন স্থলে ইহারা হেঁয়ালীর আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি গানগুলি কবির ঐশী প্রেম-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে। এই গানগুলির কোন কোনটিতে যে উদাস ও বৈরাগ্য ভাবের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের কোন কোন গানে দেখিতে পাই। নিম্নে আমরা তাঁহার কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

১

ধানসি কেদার

রে মন!

কত না কহিমু,　　　　কাত নিবেদিমু,
　　কত না চেতাইমু তোকে।
দিনের ভিতরে,　　　　নাম নিরঞ্জন,
　　বারেক না লইলুঁ মুখে॥ ধু।
পুত্র পরিজন,　　　　সব অকারণ,
　　ভুলি রৈলুঁ মাআ মোহে।
জেন আখি ঠার,　　　　লোভ দআ চুর (?)
　　গোরমএ বাঝি রহে॥ (?)
সম্পদ সহাএ　　　　সুখ বেবসাএ
　　প্রভুপদ না সেবিলে।
গতি গুরু ভার　　　　জেহেন কাণ্ডার,
　　পঙ্কমএ আটকিলে॥
কহে ছুলতান　　　　জীবন স্বপন,
　　মরণ জানিঅ সার।
সো পহু ছুরিআ　　　　অসারে মর্জ্জিআ
　　ভুলিআ রৈলুঁ অনিবার॥

কাফিআ রাগ

কাহে কাহে ধনি বাগ বানাআ।
দুনিআ মিছা ধান্ধা মাআ লাগাআ॥ ধু।
তুহ্মি আহ্মার গুরুজি আহ্মি তোর চেলা।
তোর দরশন বিনু ফিরিএ একেলা॥
হুস্কারে মারোহোঁ তির দূরে গিআ লাগে।
ফিরি লাগে তির কামানেরি আগে॥
সোনা কর ছিড়িআ রূপা করো বাটা।
সখি গেঁও সব সরে উরি গেঁও হাটা॥
কহে ছোলতানে এ ধর খাখারা।
জাইব মনুরা সব ফানারা॥

রাগ ভৈরব

হাম ভিখারি পরম দেব দাতা।
পিউ পেআছি ধেআনে মদমাতা॥ ধু।
খিতি সিঙ্গাসন বাসন মেরি।
অষ্ট সসির মৌর চামরধারি॥
শ্রীনবদণ্ড ছত্র আকার।
চান্দ সুরুজ দোহো শোভএ তার॥
দুই ছুজা জছ (?) পাএ হাম্বারি।
তাঁহে কি বোলসি কাজ অনুসারি॥
অজপা পঞ্চ শবদ ঘরি ভালে।
শ্রীহট্ট নগরে বাজএ একতালে॥
কহে ছৈঅদ ছোলতানে মনে হাম্বারি।
পহু দাতা ছোলতান পরম ভিখারি॥

রাগ ছুহি

জাইবা, জাইবারে, জাইবানি রে মন
জাইবা নিরঞ্জনপুরে।

কাঞ্চনমন্দিরে বন্ধুরে রাখিআ
মুঞি পাপী আইলুঁ দূরে ॥ ধু।
হাম পরবাসী, দূর হোন্তে আসি
রহি গেলুং এহি ঠাই।
দিন দুই চারি, রৈছি বাসা করি,
না জানি কোন্‌খানে জাই ॥
মুরার উপরে, বুরা টঙ্গি হেটে
হেটে জবুনার ধারা।
উত্তর দক্ষিণে, দুগাছি বাহনে,
মাঝে নব গিরি পারা ॥
সঙ্গে আছে মোর, দুই তিন ঢঙ্গর,
ঢেঙ্গরি উদ্দেশে ধাএ।
জেহেন বিলালে, সরা দুগ্ধ পাইলে
খাইবারে ধরফরাএ ॥
জেবা আছে বুরি, বাসাটি পসরি,
সেহো পরবুদ্ধি ভুলি।
চারি কড়ার তেল, সব বিলানে গেল,
ভাণ্ড হই গেল খালি ॥
বাপের দিনের, কড়া দুই তিন,
পুরাণ সঞ্চিত ধন।
পাড়ার লোকে, সেহ নিবারিআ
সদাএ নিবারে মন ॥
কহে ছোলতানে, কর অবধান
এহি গৃহে নাহি কাজ।
জাতি কুল ভএ, গুণি মর্ম্ম দএ
আর সভামধ্যে লাজ ॥

রাগ বসন্ত

কত কত মোহন মোহোনি জান ॥ ধু ॥
কুটিল কুন্তল ফান্দ, বেড়িআছে মুখচান্দ
গুপিগণে বাজাইতে আস।
জেহেন নির্ম্মল সসি, ঢাকিছে জলদে আসি,
দেখা দিলে তিমির বিনাস ॥

সুগন্ধি তিমির কেশ রহিছে মোহোন ভেস,
মুখচান্দ রহিছে ছাপাএ।
একবারে অনুপাম, নিসি দিসি একহি ঠাম,
লক্ষিবারে লৈক্ষ্যণ ন জাএ ॥
কিবা রাত্র কিবা দিন, নহে রূপ ভিন্নাভিন
এ চান্দ সুরুজ নহে তার।
ছৈঅদ ছোলতানে কহু, সেই সে আল্লার পহু
দেখা না দে বিদিত সভার ॥

৬

ছুহি রাগ

অরে নিরঞ্জন জাতে দর্ব্বেস জ্ঞাআনে পরম জুগি ॥ ধু ॥

আহ্মিত ব্রাহ্মণ চাসা, গগনে আল্লার বাসা,
ভাট ভট পড়ি আহ্মি বসি।
মুখ মোহোর হাল, জিভ্যা মোহোর ফাল,
অমূল পরাণ ভূমি চসি ॥
আহ্মিত ব্রাহ্মণ বরু, আল্লি ঐক্ষর পরি যুরু,
রবি সসি তিন সৈন্ধা করি।
ভাণ্ডার ঘর বান্ধি, নব দুআর ছান্ধি,
মনসের সআল (বা সঅনে) নগরি ॥
কাআ মোর কামিনী, পাইআ সিদ্ধার বাণী,
সোআমী সে ধরিমু একজন।
পাইআ ব্রাহ্মের বেদ, চতুরদিগে করি খেদ,
রবি সসি আঅন জ্ঞান ॥
ডাইনে মোর করি সার, সিরে পবি দস্তার,
ছল্লা মৈদ্ধে মছল্লা পারি।
হিআর মাঝারে বোধা, ভাবিলে পাইবা সোধা,
সুন্য মাঝে নমাজ গুজারি ॥
কহে ছৈঅদ ছোলতান, মনে করি অনুমান,
জ্ঞানজোগ করি অলঙ্কার।
সুমেরু সিখর ভেদি, গগনে জালাও বাতি,
দিলে মুখে এক করতার ॥[১২]

মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্

১২। এই প্রবন্ধ প্রণয়নকালে আমি চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত সাহিত্য-সাধক মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।—লেখক

উত্তররাঢ়ে সেন-রাজধানী*

গত ১৩৩৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় "লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে শক্তিপুরের তাম্রশাসনের পাঠ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করেন[১]। এই প্রবন্ধে সেনবংশের পরিচয়ে বিশেষ কোন নূতন তথ্য না থাকিলেও রাজকীয় স্থানবিভাগ সম্বন্ধে একটী নূতন সংবাদ বাহির হয়। পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই তাম্রশাসন আবিষ্কার প্রসঙ্গে ১৩৩৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

"এত কাল পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান, এই দুই ভুক্তিতেই বিভক্ত ছিল। নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসনে দেখা যায়—কঙ্কগ্রামভুক্তি নামক আর একটী ভুক্তির স্থানও আধুনিক বঙ্গের সীমার মধ্যে করিতে হইবে। অতি সহজেই বুঝা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও বর্দ্ধমানভুক্তি বাদ দিয়া বাঙ্গালা দেশের যতটুকু থাকিবে, তাহাই কঙ্কগ্রামভুক্তি বলিয়া ধরিতে হইবে।"[২]

শক্তিপুর তাম্রশাসন-বর্ণিত কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত শাসনভূমি সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া, ভট্টশালী মহাশয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বীরভূম জেলা এবং মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী-পশ্চিমস্থ অর্দ্ধাংশ লইয়া কঙ্কগ্রামভুক্তি গঠিত ছিল[৩]।

ভট্টশালী মহাশয় কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ভূখণ্ড সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিলেও তিনি 'কঙ্কগ্রাম' নাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়াছেন। যেমন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির নামকরণ হইয়াছে, সেইরূপ কঙ্কগ্রাম হইতে যে কঙ্কগ্রামভুক্তির নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ এই কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই।

অল্প দিন হইল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'কঙ্কগ্রাম নামে একটী ভুক্তি হইয়াছিল, সে নাম সহজে লুপ্ত হইতে পারে না। ...... কঙ্কগ্রাম হইতে কাঁকগ্রাম হইবার কথা। এখন কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় ই-আই রেলের পূর্ব্বে।......কাগ্রামে নদী নাই। ইহার চারি পাঁচ মাইল পূর্ব্বে ভাগীরথী, আট নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। যেমন বর্দ্ধমান সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কঙ্কগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে।... কঙ্কগ্রাম কাঁক বকের গ্রাম। হয় ত জোয়ারের জল সে কালে কঙ্কগ্রাম পর্য্যন্ত প্লাবিত করিত। তথাপি ভাগীরথীর চারি মাইল পশ্চিমে সরাইতে পারা যায় না। কিন্তু বলিতে পারি, কঙ্কগ্রাম ভাগীরথীর কূলে

---

* ৩০এ আষাঢ়, ১৩৪১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ সাল, ২১৬-২২৫ পৃষ্ঠা।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল, ৮৫ পৃষ্ঠা।

৩। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল, ৯২ পৃষ্ঠা।

ছিল। তখন কাঁটোয়া সবডিভিশনে কানুড়নদী অজয় ছিল। ভাগীরথী ও অজয় দুইই সরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব-কালের ভূভাগ পরে বর্দ্ধমান জেলার ঈশান কোণে খোঁচ হইয়া রহিয়াছে। ইহা কিন্তু বহু পূর্ব্বকালের কথা[৪]।”

ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশের পর কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে আমার বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছিল। তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমি অন্যত্র কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি[৫]।

কঙ্কগ্রামের মূল উপাদান শক্তিপুর-শাসনখানি সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে, এবং তিন বর্ষকাল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই তাম্রশাসনোক্ত বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এ অবস্থায় আমার বক্তব্যও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি।

'যেমন বর্দ্ধমান সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কঙ্কগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে।'—বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই অনুমান উপেক্ষার বিষয় নহে। বাস্তবিক বাঙ্গালা প্রদেশ যে বহু বিভাগে প্রাচীন কাল হইতেই বিভক্ত ছিল, চীন পরিব্রাজক য়ুঅং চুঅংএর বর্ণনা হইতে তাহার পরিষ্কার প্রমাণ পাই। চীন পরিব্রাজক তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচ্য ভারতের রাজকীয় বিভাগ ও তাহার আয়তন এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

মগধ	...	৫০০০ লি	সমতট	...	৩০০০ লি
ইরিণ বা হিরণ্য পর্ব্বত		৩০০০ লি	তাম্রলিপ্তি	...	১৪০০ লি
চম্পা	...	৪০০০ লি	কর্ণসুবর্ণ	...	৪৪৫০ লি
কজঙ্গল	...	২০০০ লি	উড্র	...	৭০০০ লি
পুণ্ড্রবর্দ্ধন	...	৪০০০ লি	কোঙ্গোদ	...	১০০০ লি
কামরূপ	...	১০০০০ লির অধিক			

পরিব্রাজক কজঙ্গলের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—“তিনি চম্পা হইতে পূর্ব্বদিকে ৪০০ লির অধিক ভ্রমণান্তর 'কিএ (ক)-চু-বেং-কি-লো' [Kie (ka)-chu-wen (?-k'i-lo] দেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের পরিধি ২০০০ লির উপর ; ইহা নিম্ন ও আর্দ্র এবং শস্যশালী। এই দেশের জলবায়ু উষ্ণ। এখানকার লোকসমূহ সরল, উচ্চ জ্ঞান ও বিদ্যার পক্ষপাতী। এখানে ৬।৭টী বৌদ্ধ মঠ এবং তিন শতের অধিক সন্ন্যাসী ছিল ; ১০টী দেবমন্দির ছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমুহ বিমিশ্র ভাবে বাস করিত। পরিব্রাজকের আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে স্থানীয় রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেশটী প্রতিবেশী কোন রাজার অধিকার-গত হইয়াছিল এবং রাজধানী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। লোকজন সহরে ও গ্রামে বাস করিত। সুতরাং রাজা শীলাদিত্য পূর্ব্বভারতে গমনকালে যখন এই স্থানে সভায় বসিয়াছিলেন, তখন তিনি তৃণদ্বারা এখানে কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং প্রস্থানকালে ঐ সকল কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিয়া গিয়াছিলেন। এই দেশের দক্ষিণভাগে বহু বন্য হস্তী বাস করিত।

৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ সাল, ২য় সংখ্যা, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ।

উত্তরভাগে গঙ্গা নদীর অনতিদূরে প্রস্তর ও ইষ্টকে নির্ম্মিত এক উচ্চ প্রাসাদ ছিল। উহার ভিত্তি প্রশস্ত ও উচ্চ এবং উহার কারুকার্য্য মনোহর ছিল। প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে বুদ্ধ এবং দেবগণের বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ছিল[৬]।"

প্রাচ্য ভারতের যে রাষ্ট্রবিভাগ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এতন্মধ্যে মগধ, ইরিণ ও চম্পা বেহার এবং উড্র ও কঙ্গোদ উড়িষ্যায়; এ ছাড়া কামরূপ পৃথক্ রাজ্য হইতেছে। এই কয় বিভাগ ব্যতীত কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ, এই পাঁচটী গৌড়-বঙ্গের মধ্যে পড়িতেছে। ভট্টশালী মহাশয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির পূর্ব্বসীমা আমরা মোটামুটি বিশুদ্ধরূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি। একেবারে উত্তরে করতোয়া নদী। ঘোড়াঘাটের সমসূত্রে পূর্ব্বদিকে একেবারে সমুদ্র পর্য্যন্ত। কিন্তু এই সীমানার মধ্যস্থিত ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল কি না, সেই বিষয় মীমাংসা করিবার মত উপকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র। পশ্চিমসীমা স্থির করিতে বিচার আবশ্যক। নারায়ণপালের ভাগলপুরশাসন-প্রদত্ত গ্রাম তীরভুক্তির অন্তর্গত এবং দেবপালদেবের মুঙ্গেরলিপি শ্রীনগরভুক্তি অর্থাৎ পাটলিপুত্রভুক্তির অন্তর্গত। এই দুই ভুক্তি যথাক্রমে মিথিলা ও বিহার বলিয়া অধুনা পরিচিত।..................তীরভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে কুশী নদীই ছিল সীমানা।"............... (ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মধ্যে) "জাবর্বেড়িয়া, মলয়া ও রামদেবপুরের অবস্থান দেখিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, বর্ত্তমান ভাগীরথীস্রোতই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণভাগের পশ্চিম সীমা ছিল।"

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসন ও বিজয়সেনের বারাকপুর-শাসন হইতে ভট্টশালী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন—ভাগীরথীই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যস্থ সীমা হইতেছে। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ডিভিসনকেই মোটামুটি বর্দ্ধমানভুক্তি ধরিয়া লইতে পারি। এই বর্দ্ধমানভুক্তিই চীন পরিব্রাজকের সময় কর্ণসুবর্ণ এবং তৎপূর্ব্বে রাজা জয়নাগের সময় ঔদম্বরভুক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল।

দক্ষিণাপথপতি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শৈললিপিতে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের সহিত যে দণ্ডভুক্তির উল্লেখ আছে, তাহা ভট্টশালী মহাশয় ময়ূরভঞ্জ ও বৈতরণীর উত্তর ও সিংহভূম জেলার পূর্ব্বে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলা মনে করেন। চীন পরিব্রাজক যে তাম্রলিপ্তি ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যেন দণ্ডভুক্তি মনে হইতেছে। ভট্টশালী মহাশয় চট্টগ্রামকে সমতটের মধ্যে ফেলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশও সমতটের মধ্যে পড়িয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত রাষ্ট্রবিভাগ ও ভুক্তিগুলির অবস্থান আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে,—চীন পরিব্রাজক যাহা 'কজঙ্গল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যেন পরে কঙ্কগ্রামভুক্তি হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ঠিক কি নাম ধরিয়াছেন, তাহার অক্ষর-বিন্যাস লইয়া গোলযোগ। প্রসিদ্ধ চীনভাষাবিৎ জুলেঁ 'কিএ-চু-উ-খি-লো' (kie-chou-ou-khi-lo) পাঠ স্থির করিয়া, তাহার মূল রূপ 'কজুঘির' এবং ওয়াটার্স্ সাহেব 'ক-চু-বে-কি-লো' পাঠ স্থির করিয়া, মূল 'কজঙ্গল' বা 'কজঙ্গলা' নাম প্রকাশ করিয়াছেন[৭]। এদিকে বৌদ্ধ-

৬। Thomas Watters—On Yuan Chwang's Travels, Vol. II, pp. 182-183.

৭। Thomas Watters—On Yuan Chwang's Travels, Vol. II, p. 182.

ধর্ম্মগ্রন্থে 'কজঙ্গল' জনপদ পাইতেছি[৮]। এ অবস্থায় 'কজঙ্গল' নামই প্রকৃত মনে হইতেছে।

পুরাবিদ্ কানিংহাম সাহেব তাঁহার 'ভারতের প্রাচীন ভূবৃত্তান্তে' কজঙ্গলকে কাঁকজোল বা বর্ত্তমান রাজমহল স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষুদ্র কাঁকজোল রাজ্য যখন স্বাধীন ছিল, তৎকালে রাজমহলের দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত সমুদয় পার্ব্বতীয় ভূভাগ, এবং গিরিরাজি ও ভাগীরথী নদীর দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সমুদয় সমতল ভূভাগ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীন পরিব্রাজকের বর্ণনায় ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ৩০০ মাইল হইবে[৯]।

কিন্তু সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে যে 'কযঙ্গল' ভূমিপতির উল্লেখ আছে, এই 'কযঙ্গল,' চীন পরিব্রাজকের 'ক-চু-বে-কি-লো' এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের 'কজঙ্গল' অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এই কজঙ্গল জনপদ পরে কেবল জঙ্গল বা জাঙ্গল নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভবিষ্য-পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ড নামক পুথিতে রাঢ়দেশের অন্তর্গত জঙ্গলবিভাগ 'রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল' নামে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে সমস্ত পরিচয় উদ্ধৃত হইল। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"অথেদানীং রারীখণ্ড-জাঙ্গলং দেশো রিচ্যতে।
দারিকেশাদুত্তরে চ দ্ব্যষ্টযোজনমানতঃ ॥ ১
পঞ্চকূটপার্শ্বভাগে ভাগীরথ্যাশ্চ পশ্চিমে।
জাঙ্গলো রারীখণ্ডশ্চ দেশঃ কীকটসন্নিধৌ ॥ ২
শালার্জ্জুনসাকটানাং কণ্টকানাঞ্চ ভূরিশঃ।
কাননানি কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি মহত্তরাঃ ॥ ৩
বৈদ্যনাথমহাদেবো রারীখণ্ডে চ তিষ্ঠতি।
কলিকালে নৃণাং বিপ্রাঃ...কামপ্রদায়কাঃ ॥ ৪
নানাদেশীয়লোকৈশ্চ বৈদ্যনাথঃ প্রপূজ্যতে।
বক্রেশ্বরো মহাদেবো রারীখণ্ডসমীপতঃ ॥ ৫
বীরভূমিপ্রদেশেষু সদা প্রত্যক্ষরূপকঃ।
রারীখণ্ডকাননেষু অজয়াদ্যাঃ সরিদ্বরাঃ ॥৬
ক্ষুদ্রা মহত্তরাশ্চৈব হ্যষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ।
বাহিন্যঃ কলিকালে চ ভবিষ্যন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭
ত্রিভাগজাঙ্গলং তত্র গ্রামশ্চৈবৈকভাগকঃ।
স্বল্পাভূমিরুর্ব্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ ॥ ৮
রারীখণ্ডজাঙ্গলে চ লৌহধাতোঃ কচিৎ কচিৎ।
আকরো ভবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৯
জাঙ্গলবাসিনো মর্ত্ত্যাঃ বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।

৮। Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, pp. 86-88.
৯। Cunningham's Ancient Geography of India.

ভবিষ্যন্তি কলৌ বিপ্রাঃ সন্ধ্যাবন্দনবৰ্জ্জিতাঃ ॥ ১০
ক্বচিৎ ক্বচিৎ বিষ্ণুনামগায়কা নির্ম্মলা নরাঃ।
রারীখণ্ডস্থ পাবিত্র্যং তে করিষ্যন্তি ধর্ম্মতঃ ॥ ১১
কঙ্কপক্ষিযুতাঃ জ্ঞেয়াঃ জাঙ্গলমধ্যবৰ্ত্তিনঃ।
শ্যামবর্ণা জনাঃ সর্ব্বে ধনুর্ব্বিদ্যাপরায়ণাঃ ॥ ১২

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে আমরা পাইতেছি,—পশ্চিমে কীকট বা মগধসীমা বৈদ্যনাথ দেওঘর হইতে বীরভূমের বক্রেশ্বর এবং উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে অজয় নদ এই জাঙ্গল বা জঙ্গল দেশের অন্তর্গত ছিল। চীন পরিব্রাজকের সময় 'ক-জঙ্গল' বা অল্পজঙ্গল নাম ছিল, পরে রাঢ়ীখণ্ডের জাঙ্গল বা জঙ্গল বলিয়া পরিচিত হয়। সাঁওতাল পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা ইহার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, ভট্টশালী মহাশয় যে ভূমিবিভাগ কঙ্কগ্রামভুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যেন 'ক-জঙ্গল' বা 'জাঙ্গল' জনপদ হইতেছে। রাঢ়ের প্রধান অংশ বলিয়া রাঢ়ীয় খণ্ডের অপভ্রংশে 'রারীখণ্ড' নামে পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। ব্রহ্মখণ্ডে সমাজস্থানগুলির উল্লেখ নাই। তবে ১২শ শ্লোকে "কঙ্কপক্ষিযুতাঃ জ্ঞেয়াঃ জাঙ্গলমধ্যবৰ্ত্তিনঃ।" এই উক্তিতে যেন জাঙ্গল দেশের মধ্যবর্ত্তী কঙ্কগ্রামের ক্ষীণ স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

গৌড়ের মধ্যে রাঢ় দেশ সেনবংশের প্রথম লীলাস্থল। বল্লালসেনের সীতাহাটী শাসনে লিখিত আছে,—

"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যানিরূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যাল্লোলৈঃ স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥
তেষাং বংশে মহৌজাঃ প্রতিভটপৃতনাম্ভোধিকল্লান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণো ধাম সামন্তসেনঃ ॥"

(৩য় ও ৪র্থ শ্লোক)

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজা বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেন রাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সেনবংশীয় রাজপুত্রগণ এই রাঢ়দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সদাচারচর্য্যার খ্যাতিগৌরবে রাঢ়মণ্ডল অতুল প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

এখন কথা হইতেছে—রাঢ়ের মধ্যে কোথায় সেই সেনরাজবংশের লীলাস্থান? সৌভাগ্যের বিষয়, যে কঙ্কগ্রাম লইয়া আলোচনা চলিতেছে, সেই কঙ্কগ্রামই এক সময়ে সেনবংশের অধিষ্ঠানকেন্দ্র ছিল, ইদিলপুরের লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মঘটকের তালপত্রের কুলগ্রন্থ

হইতে আমরা ইহার সন্ধান পাইয়াছি। বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি[১০]।—

"অথ স্থাননির্ণয়ঃ।

হরির্গোণঃ বটঃ কোণো বর্দ্ধমানঃ মধুস্তথা।
কঙ্ককর্ণৌ চ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং কুলাষ্টকং ॥
সিংহো দাসস্তথা ঘোষপালিতৌ বিষ্ণুরেব চ।
নাগো নাথশ্চ দামশ্চ কুলান্যষ্ট হরিপুরে।
আঢ্যো দাসস্তথা নন্দি-দেব-সেন-করস্তথা।
চন্দ্রো গোনগরে বিষ্ণু কুলান্যষ্ট বসন্তি চ ॥
মিত্রো রক্ষিতো দামশ্চ দত্তঘোষোঽঙ্কুরো বসুঃ।
দেবঃ অস্মিন্ বটগ্রামে কুলান্যষ্ট বসন্তি চ ॥
দামদেবস্তথা দত্তঃ করঃ চন্দ্রস্তথৈব চ।
শীলো ভদ্রবসুশ্চৈব কোণোগ্রামে কুলাষ্টকং ॥
কুণ্ডদেবস্তথা দাসঃ চন্দ্রো ভদ্রঃ করস্তথা।
পালসেনাবপি খ্যাতৌ বর্দ্ধমানে কুলাষ্টকং ॥
গুহো নন্দন-সিংহৌ চ দাসদত্তশ্চ পঞ্চমঃ।
দামদত্তশ্চ রুদ্রশ্চ মধুগ্রামে কুলাষ্টকং ॥
কঙ্কগ্রামে পরং সেনকুলমন্যত্র বিদ্যতে।
গুহেনাপি কৃতং ছিন্নং কিং কার্য্যং কথিতং নরৈঃ ॥
সিংহদত্তস্তথা কুণ্ডঃ পালদেবস্তু পঞ্চমঃ।
রাহো ভদ্রশ্চ গুহশ্চ কর্ণস্বর্ণৌ কুলাষ্টকং ॥
কোণাৎ বসু বটাৎ ঘোষো বর্দ্ধ(মানাৎ) মিত্রস্তথা।
কঙ্কগ্রামে সমানীতাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ[১১] ॥"

উদ্ধৃত প্রাচীন কুলকারিকা হইতে পাইতেছি, রাঢ়দেশে কায়স্থগণের হরিপুর, গোন বা গোনগর, বটগ্রাম, কোণ, বর্দ্ধমান, মধুগ্রাম, কঙ্কগ্রাম ও কর্ণস্বর্ণ বা কাণসোনা, এই আটটী প্রধান সমাজস্থান ছিল। এই আট সমাজের মধ্যে কঙ্কগ্রাম ব্যতীত অপর সাতটীর প্রত্যেকটীতেই আট ঘরের বাস কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে কিন্তু এরূপ আট ঘরের উল্লেখ নাই; কেবল সেনবংশের সমাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে,— রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক বসু, ঘোষ এবং মিত্র, এই তিন জন এই কঙ্কগ্রামে সমানীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

১০। প্রথমে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট কঙ্কগ্রামের সন্ধান পাই। তৎপরে কায়স্থ-সমাজ পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত তালপাতার পুথির নকল আমাকে দেখিতে দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১১। অপরাপর সমস্ত অংশ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ষষ্ঠ অংশে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য বোধে এখানে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না।

"কঙ্কগ্রামে সমানীতাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥" এই উক্তি হইতে কঙ্কগ্রাম বল্লালের অধিষ্ঠানভূমি এবং বসু, ঘোষ ও মিত্র, এই তিন ঘরের কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তির স্থান হইতেছে। গোনর ও কোণসোনাতেও সেনের সমাজ ছিল। সেই দুই সমাজের সেন আলম্যান গোত্র ও কঙ্কগ্রামের সেনবংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্[১২]।

একমাত্র সেনবংশের প্রধান সমাজ ও অধিষ্ঠানভূমি কঙ্কগ্রামই বল্লালসেনের সীতাহাটী-শাসনবর্ণিত সেনরাজবংশের লীলাস্থল বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বকালে এ অঞ্চল কজঙ্গল বা জাঙ্গল বলিয়া পরিচিত থাকিলেও সেনবংশের অধিকারে এই কেন্দ্রস্থান কঙ্কগ্রামের নামানুসারে এখানকার সমস্ত ভূভাগ কঙ্কগ্রামভুক্তি বলিয়া পরিচিত হয়। আমি মনে করি, এই কজঙ্গল বা অল্প জঙ্গলময় প্রদেশে ভাগীরথী-তীরে বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

"উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতাখিন্নবৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্তশেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি ॥" (৯ম শ্লোক)

অর্থাৎ 'যে স্থান আজ্যধূমের সুগন্ধে আমোদিত, যেখানে মৃগশিশু বৈখানস-রমণীগণের স্তন্যক্ষীর পান করিত, যে স্থান শুকপক্ষিগণের ব্রহ্মপারায়ণ বা বেদপাঠ-পরিচিত; ভবভয়াক্রান্ত ধার্ম্মিক তপস্বিগণে যে স্থল পরিপূর্ণ, সেই গঙ্গার পবিত্র পুলিনে অরণ্যময় পুণ্যাশ্রমে যিনি বৃদ্ধ বয়স অতিবাহিত করিয়াছিলেন।' উক্ত বর্ণনায় গঙ্গাতটস্থ অরণ্যময় কজঙ্গল বা জঙ্গলভূভাগের পরিচয় দিতেছে—এখানে তপস্বিগণপরিপূর্ণ কঙ্কগ্রাম খুঁজিতে হইবে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সুপ্রাচীন এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে,—

"কামঠী ব্রহ্মপুরী চ হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম এবাং স্থানানি পঞ্চ চ[১৩] ॥"

আদিশূরের সভায় ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহারা গঙ্গাতটে উক্ত পঞ্চ গ্রাম পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সমাগমে ঐ স্থান বৈদিক ক্রিয়াকলাপে মুখরিত হইয়াছিল। পঞ্চ গ্রামের মধ্যে কঙ্কগ্রামেই সম্ভবতঃ সামন্তসেন বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে বৈদিক উপনিবেশ

১২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ৮২পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সংস্করণ) ১১২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পঞ্চগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান লইয়া উক্ত ব্রাহ্মণকাণ্ডে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই এক্ষণে কল্পনামূলক বলিয়া মনে হইতেছে। প্রাচীন কায়স্থকুলপঞ্জিকাবর্ণিত অষ্ট সমাজ এবং পঞ্চব্রাহ্মণশাসন সেনরাজধানীর নিকটই হইতেছে।

হইয়াছিল। বিজয়সেন সমগ্র গৌড় রাঢ় অধিকার করিয়া বিজয়পুরে রাজধানী করিলেও বল্লালসেন তাঁহার এই পৈতৃক শাসনকেন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই। প্রাচীন কুলগ্রন্থে স্পষ্টই রহিয়াছে যে, এই কঙ্কগ্রামেই বল্লালসেন বসু, ঘোষ ও মিত্র, এই তিন জনকে কুল-মর্য্যাদা দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এক সময় ব্রাহ্মণশাসন হেতু এই স্থান সাগ্নিক বিপ্রগণের আশ্রম বলিয়াও পরিচিত ছিল। সাগ্নিক বিপ্রগণের কামটী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এবং কায়স্থকুলপঞ্জিকাবর্ণিত হরিপুর, গোনর, বটগ্রাম, কোণ, মধুগ্রাম, কঙ্কগ্রাম ও কর্ণ (কাণসোনা) এই ৭টী গ্রামই উত্তররাঢ়ে হইতেছে। কেবল বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ়ে পড়িতেছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—উক্ত পঞ্চ শাসন বা অষ্ট সমাজের কেন্দ্র ছিল কঙ্কগ্রাম। এই কঙ্কগ্রাম কেবল সৌকালীনগোত্র সেনের আদিসমাজ হইতেছে। কঙ্কগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানায় এখন কা-গ্রাম নামে পরিচিত। এই স্থান যে এক সময়ে কাঁকগ্রাম নামে পরিচিত ছিল, তাহারও সন্ধান পাইয়াছি। কাগ্রামের নিকটবর্ত্তী মৌগ্রাম নরসিংহপুরনিবাসী এক মুসলমান ডাক-পিয়ন আমাদের নিকটস্থ বাগবাজার ডাকঘরে কাজ করিতেছে। তাহাদের প্রাচীন দলিলপত্রে এই স্থান 'কাকগ্রাম' নামেই বর্ণিত হইয়াছে। কাকগ্রামের পার্শ্বেই আজও 'সেনপুর' বিদ্যমান, তাহা প্রাচীন সেনবংশের সংস্রব সূচিত করিতেছে। এইরূপ মৌগ্রামের (প্রাচীন মধুগ্রাম) এক অংশে 'নরসিংহপুর' সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতবর্ণিত কজঙ্গলীয় নরসিংহার্জ্জুনের নাম ঘোষণা করিতেছে। চীন পরিব্রাজক যে বৌদ্ধকীর্ত্তি ও দেবমন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, পঞ্চ স্তূপের অপভ্রংশে পাঁচথুপী নাম এবং কাগ্রামের তিন মাইল দূরে সালার গ্রামমধ্যে সেই প্রাচীন দেবকীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। সালারের কুমার সাহেবদিগের পুকুরের ধারে বহু ভগ্ন মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পড়িয়া আছে। শুনিলাম, স্থানীয় বণিক্‌গৃহে অনেক প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও স্থাপত্য স্থান পাইয়াছে। বলিতে কি, পাঁচথুপী হইতে সালার পর্য্যন্ত প্রাচীন ভূভাগ বাঙ্গালার পুরাবিদ্‌গণের বিশেষভাবে অনুসন্ধেয়।

স্থানীয় মানচিত্র হইতে শাসনবর্ণিত যে সকল স্থানের সন্ধান করিয়াছি, আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে তাহাদের নামের সঙ্গে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ প্রদত্ত হইল।—

কাগ্রাম	(কঙ্কগ্রাম)	—	অক্ষা°	২৩°৪৫´	দ্রাঘি°	৮৮°১৪
মৌগ্রাম	(মধুগ্রাম)	—	„	২৩°৪৪´	„	৮৮°১৫
বালুটিয়া	(বাল্লীহিতা)	—	„	২৩°৪৪´	„	৮৮°১২
নিমা		—	„	২৩°৫৬´	„	৮৭°৪৮
কোণা	(বারহকোণা)	—	„	২৩°৪০´	„	৮৮° ৯
কুমারপুর		—	„	২৩°৪৪´	„	৮৮° ৭
চাকুলিয়া	(চাকলিয়া)	—	„	২৩°৩৬´	„	৮৮° ৫

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

মহাকবি কালিদাসের সময়*

মহাকবি কালিদাসের সময় এখনও অবিসংবাদিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। কেহ বলেন যে, কবি খ্রীষ্টীয় ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক; কেহ বা বলেন যে, তাঁহার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী। কবি নিজে নিজের সময়োল্লেখ করেন নাই, সেই জন্যই এই সকল নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মহাকবির সময়, তাঁহার কাব্যগ্রন্থের জ্যোতিষিক সময়জ্ঞাপক বাক্যাবলী হইতে নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১। মেঘাগম সম্বন্ধে কবিপ্রসিদ্ধি

আধুনিক সংস্কৃত রামায়ণে মেঘাগমের কাল সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। যথা,—

ততঃ প্রাবৃড্ অনুপ্রাপ্তা মম কামবিবর্দ্ধিনী ॥১৪॥
অপাস্য হি রসান্ ভৌমাংস্তপ্ত্বা চ জগদংশুভিঃ।
পরেতাচরিতাং ভীমাং রবিরাচরতে দিশম্ ॥১৫॥
উষ্ণমন্তর্দ্দধে সদ্যঃ স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ।
ততো জহৃষিরে চাঽপি ভেকসারসবর্হিণঃ ॥১৬॥ (অযোধ্যা, ৬৩ অঃ, ১৪-১৬)

ইহা রাম-বিবাসন-শোকগ্রস্ত রাজা দশরথের কৌশল্যার প্রতি উক্তি। দশরথ বলিতেছেন, "তার পর আমার কামবিবর্দ্ধনকারী বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। রবি পৃথিবীর রসসমুদয় দূর করিয়া এবং কিরণ দ্বারা জগৎ তাপিত করিয়া যেই মাত্র প্রেতলোকের আশ্রিত দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলেন, তৎক্ষণাৎ উষ্ণতা পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিল এবং স্নিগ্ধ মেঘাবলী দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন ভেক, সারস এবং ময়ূরগণ আনন্দে পরিপ্লুত হইল।"

সুতরাং বর্ত্তমান রামায়ণের কবির মতে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলেই মেঘাগম হইয়া থাকে। এই সময়েই সায়ন সৌর শ্রাবণ আরম্ভ হইয়া থাকে এবং যে সময়ে অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিবিন্দুতে বাসন্ত বিষুব (Vernal Equinox) অবস্থিত ছিল, সে সময়ে নিরয়ণ শ্রাবণারম্ভও হইত। বর্ত্তমানে দক্ষিণায়ন ৭ই আষাঢ় বা ইংরাজী ২২এ জুন আরম্ভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই সময়েই প্রকৃত মৌসুমী বর্ষণ আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সময়েই মধ্যদেশে মেঘাগম বা প্রকৃত বর্ষারম্ভ হইত, ইহাই প্রাচীন কবি-প্রসিদ্ধি। বলা বাহুল্য, উক্ত সময়েই অম্বুবাচীপ্রবৃত্তি আজকাল হইয়া থাকে। আধুনিক রামায়ণের কবির সময়েও এই সময় সৌর শ্রাবণ আরম্ভ হইত। যথা,—

পূর্ব্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥১৪॥ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২৬ অধ্যায়)।

* ১৩৪০ সালের ২৬এ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিতেছেন, "এইটি বর্ষাকালীয় প্রথম মাস শ্রাবণ। এক্ষণেই সলিলাগম হয়। হে সৌম্য, এক্ষণে বার্ষিক মাসচতুষ্টয়ের প্রবৃত্তি হইল।" সুতরাং সৌর শ্রাবণের আরম্ভেই দক্ষিণায়নারম্ভ, মেঘাগম এবং বর্ষাপ্রবৃত্তি, এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধি পাওয়া যাইতেছে। ইহার সমর্থক উক্তি আমরা বরাহমিহিরকৃত "বৃহৎসংহিতা" হইতে পাইতেছি।

২। বরাহমিহির এবং বর্ষাপ্রবৃত্তি

মার্গশিরঃসিতপক্ষপ্রতিপৎপ্রভৃতি ক্ষপাকরেঽষাঢাম্।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভাণাং লক্ষণং জ্ঞেয়ম্॥৬॥

চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথি হইতে এবং চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে গর্ভের বা মেঘসূচনার লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ স চন্দ্রবশাৎ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি॥৭॥

চন্দ্র যে নক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে যে মেঘের সূচনা হয়, তাহার এক শত পঁচানব্বই চান্দ্র দিন বা তিথি পূর্ণ হইলেই সেই মেঘের প্রসব বা বর্ষণ হয়।

১৯৫ তিথিতে ৬॥০ চান্দ্র মাস হয়। অর্থাৎ মেঘের সূচনার ৬॥০ চান্দ্র মাস অতীত হইলে বর্ষণ হয়। আমরা সম্প্রতি বরাহের উক্তিগুলির অর্থ গ্রহণ করিতেই প্রয়াস পাইতেছি।

সিতপক্ষভবাঃ কৃষ্ণে শুক্লে কৃষ্ণসম্ভবা দ্যুসম্ভবা রাত্রৌ।
নক্তংপ্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্॥৮॥

শুক্লপক্ষে যে মেঘের সূচনা হইবে, তাহার কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ হইবে; কৃষ্ণপক্ষোৎপন্ন মেঘের বর্ষণ শুক্লপক্ষে হইবে, দিনোৎপন্ন মেঘের রাত্রিতে বর্ষণ এবং রাত্রিতে উৎপন্ন মেঘের দিনে বর্ষণ, প্রাতঃসন্ধ্যায় উৎপন্ন মেঘের দিনান্তসন্ধ্যায় বর্ষণ এবং দিনান্তসন্ধ্যায় উৎপন্ন মেঘের প্রাতঃসন্ধ্যায় বর্ষণ হইবে।

মৃগশীর্ষাদ্যা গর্ভা মন্দফলাঃ পৌষকৃষ্ণজাতাশ্চ।
পৌষজা কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণসিতম্॥৯॥
মাঘসিতোত্থা গর্ভা শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি।
মাঘজা কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ ভাদ্রপদশুক্লম্॥১০॥
ফাল্গুনশুক্লসমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তেঽশ্বযুক্শুক্লে॥১১॥

চান্দ্র অগ্রহায়ণের প্রথম পক্ষজাত যে মেঘসূচনা হয় এবং চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষজাত যে মেঘসূচনা হয়, তাহারা উভয়েই মন্দফল অর্থাৎ স্বল্পবর্ষণপ্রদ হইয়া থাকে। পৌষের কৃষ্ণপক্ষসূচিত মেঘের শ্রাবণের শুক্লপক্ষে বর্ষণ নির্দ্দেশ করিবে। মাঘের শুক্লপক্ষসূচিত মেঘের শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে প্রসব হয়, মাঘের কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা ভাদ্রশুক্লপক্ষকে নির্দ্দেশ করিবে। ফাল্গুনশুক্লপক্ষে সূচিত মেঘের ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ নির্দ্দেশ করিবে। ঐ মাসেরই কৃষ্ণপক্ষ-গর্ভিত মেঘ আশ্বিনশুক্লপক্ষে বারিপ্রদ হয়।

চান্দ্র অগ্রহায়ণের প্রথম পক্ষজাত মেঘ বরাহের মতে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ করে, এবং চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষজাত মেঘ বরাহের মতে আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ করে। এই দুই বর্ষণই মন্দফল বা যৎকিঞ্চিৎপরিমিত। পৌষের কৃষ্ণপক্ষসূচিত মেঘের শ্রাবণের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হয়; এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, এই চারি মাসই প্রকৃত বর্ষাকাল। শ্রাবণ-শুক্লপক্ষের আরম্ভ বর্ত্তমান পঞ্জিকায় সৌর আষাঢ়ের শেষ দিন হইতে সৌর শ্রাবণের ২৯ দিন পর্য্যন্ত হইতে পারে। পরে দেখান যাইবে যে, ভারতবর্ষে ব্যবহৃত সৌর বর্ষমান প্রকৃত নাক্ষত্র সৌর বর্ষমান হইতে প্রায় ৩ মিনিট অধিক গৃহীত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া এদেশীয় পঞ্জিকার রাশি নক্ষত্র বিভাগ যে অবস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার আদিবিন্দু খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর সময়ে ঠিক্ ছিল, অর্থাৎ এই রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু ও বাসন্ত বিষুব খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে একই বিন্দু ছিল; এবং এক্ষণে সৌর শ্রাবণের আরম্ভে সূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তের যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু অবস্থিত ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তরায়ণান্ত মেঘাগম বা বর্ষাপ্রবৃত্তি, এবং সৌর শ্রাবণারম্ভ একেবারে সমকালীন বলিয়া যে রামায়ণে কবিপ্রসিদ্ধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা অযৌক্তিক নহে। এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধি আরও সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই জন্য আমরা মেঘাগম এবং উত্তরায়ণান্ত সমসাময়িক ধরিয়াই মহাকবি কালিদাসের সময় নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। জ্যোতিষিক গণনা করিতে একটি অন্ততঃ অবলম্বন দরকার, তাহা এইরূপে গ্রহণ করিতেছি। আমাদের যে কোন প্রকারেই হউক, অয়ন বা বিষুবস্থিতি নিরূপণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইতেই গণনা সম্ভব হইবে। কেবল তিথি নক্ষত্রদ্বারা গণনা হয় না বা গ্রহণ দ্বারাও হয় না; কারণ, তিথি নক্ষত্রাদির পুনরাবৃত্তি ১৯ বৎসর পর পর হইয়া থাকে এবং গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ১৮ বৎসর ১১ দিন পর পর হইয়া থাকে। বর্ষারম্ভ ও সূর্য্যের উত্তরায়ণান্ত বিন্দুগমন সমকালিক, এই অবলম্বন ভিন্ন আমরা মহাকবির গ্রন্থে অন্য অবলম্বন প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

৩। কালিদাসের মেঘাগমোক্তি

কালিদাসের কাব্যে মেঘাগম বা প্রথম বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে আমরা দুইটি উক্তি পাইয়াছি; যথা,—

> করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং
> শুচিব্যপায়ে বনরাজি পল্বলম্।—রঘু, ৩ সর্গ, ৩ শ্লোক।

"হস্তী যেরূপ আষাঢ় (সৌর) মাসের অন্তে নূতন বৃষ্টিবিন্দু দ্বারা সিক্ত পল্বলভূমি পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিয়াও অতৃপ্ত থাকে, সেইরূপ।"

সুতরাং কালিদাসেরও নূতন বৃষ্টিপাত সৌর আষাঢ়ান্তেই কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লিনাথ অর্থ করিয়াছেন,—"শুচিব্যপায়ে গ্রীষ্মাবসানে।" গ্রীষ্মের অবসান কখন্ হইত? ঋতু পরিবর্ত্তন অয়ন ও বিষুবস্থিতির উপর নির্ভর করে। সূর্য্যের বাসন্ত বিষুববিন্দুতে

পৌছানর পূর্ব্বের মাস ছিল—সৌর মধুমাস বা সৌর চৈত্র মাস, এবং পর মাস ছিল—সৌর মাধব মাস বা বৈশাখ মাস বা সূর্য্যের বাসন্ত বিষুব হইতে ৩০ অংশ গমনকাল, তার পর ৬০ অংশ গমনের কাল দুই মাস শুক্র ও শুচি বা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। সুতরাং "শুচিব্যপায়ে" গ্রীষ্মাবসানে অর্থ ধরিলে বর্ষারম্ভ উত্তরায়ণান্ত বিন্দুতে সূর্য্যের পৌছানর সময়ই বুঝায়। ইহাই কালিদাসের সময়ের শ্রাবণারম্ভ ছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, উত্তরায়ণান্ত কালিদাসের সময় কি সৌর শ্রাবণারম্ভে বা সৌর আষাঢ়ের শেষ ভাগে হইত? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে কবির মেঘদূত কাব্য হইতে। যথা,—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য **প্রশমদিবসে** মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥২॥
তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।

* * *

* * * ॥৩॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥৪॥

যক্ষ এখানে আষাঢ়ের প্রশমদিবসে অর্থাৎ শেষ দিনে একখানা মেঘকে পর্ব্বতগাত্রে আশ্রিত দেখিতে পাইয়াছিল, ইহাই কবির অভিপ্রায়। এখানে আমরা বুঝিতেছি যে, সৌর আষাঢ়ের শেষ দিনে মেঘাগম। মল্লিনাথ "প্রশমদিবসে" এই পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তিনি গ্রহণ করিয়াছেন "প্রথমদিবসে"। তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন টীকাকার বল্লভদেব (খ্রীঃ অঃ ৯২৮; মল্লিনাথের সময় খ্রীঃ অঃ ১৪৭০; Hultzsch কর্ত্তৃক সম্পাদিত মেঘদূতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" এই পাঠের এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন,—

"আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে সমাপ্তিদিনে গ্রীষ্মাবসানে। কেচিত্তু শকারথকারয়োর্লিপিসারূপ্যমোহাৎ প্রথম ইত্যূচুঃ। কথং কথমপি চৈতমেবার্থং প্রতিপন্নাঃ। বর্ষাকালস্য প্রস্তুতত্বাদাদিদিনমিত্যেতত্ত্বতীব বিরুদ্ধম্"।

"আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে অর্থাৎ সমাপ্তিদিনে, গ্রীষ্মাবসানে। কেহ কেহ শকার এবং থকার, এই দুই অক্ষরের (সংস্কৃতে) একইরূপ আকার, এই মোহবশতঃ "প্রথম" এই পাঠ বলিয়াছেন, এবং কোনও রূপে এই পাঠানুযায়ী অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত, ইহাই কবির অভিপ্রায়; সুতরাং আদিদিন গ্রহণ করা অত্যন্ত বিরুদ্ধ।" সুতরাং বল্লভদেবের মতে "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" ইহাই শুদ্ধ পাঠ এবং "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" ইহা অশুদ্ধ পাঠ। কিন্তু মল্লিনাথ এ স্থলে এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন,—

"কেচিৎ 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' ইত্যত্র 'প্রত্যাসন্নে নভসি' ইতি বক্ষ্যমাণনভোমাসস্য প্রত্যাসত্ত্যর্থং 'প্রশমদিবসে' ইতি পাঠং কল্পয়ন্তি, তদসঙ্গতম্। প্রথমাতিরেকে কারণাভাবাৎ। নভোমাসস্য প্রত্যাসত্ত্যর্থ-

স্মিত্যাক্তমিতি চেন্ন। প্রত্যাসত্তিমাত্রনা মাসপ্রত্যাসত্তৌব প্রথমদিবসসাপুপপত্তেঃ অত্যন্তপ্রত্যাসত্তেরুপ-যোগাভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ। বিবক্ষিতত্বে বা স্বপক্ষেঽপি প্রশমদিবসান্তিমক্ষণে মেঘদর্শনকল্পনায়াং প্রমাণাভাবেন তদসম্ভবাৎ। প্রত্যুতাস্মৎপক্ষ এব কুশলসন্দেশস্য ভাব্যনর্থপ্রতীকারার্থস্য পুরতঃ এবানুমানমুক্তং ভবতীত্যুপ-যোগসিদ্ধিঃ।"

মল্লিনাথ বলিতেছেন,—"কেহ কেহ 'আষাঢ়ের প্রথমদিনে' ইহার স্থলে প্রত্যাসন্নে নভসি অর্থাৎ 'শ্রাবণ আসন্ন' বলিয়া পরে কথিত হইয়াছে বলিয়া 'প্রশমদিনে' এই পাঠ কল্পনা করেন; তাহা অসঙ্গত। এ স্থলে 'প্রথম' ভিন্ন অন্য পাঠ হইতে পারে না। যদি বল, শ্রাবণ আসন্ন; সুতরাং "প্রশম"ই প্রকৃত পাঠ, তাহাও নহে। কেবলমাত্র প্রত্যাসত্তি বা সান্নিধ্যের উল্লেখ আছে, তাহা মাসের প্রত্যাসত্তি বা সান্নিধ্য বুঝিলেও কোন দোষ হয় না এবং তাহাতে প্রথম, এই পাঠই সমর্থন করা যায়। অত্যন্ত প্রত্যাসত্তির প্রয়োজনও নাই, কবিও তাহা বলিতে চান নাই। যদিও তর্কস্থলে মানিয়া লওয়া যায়, অত্যন্ত প্রত্যাসত্তিই কবির অভিপ্রায়, তবে এ কথা বলা চলে যে, কবি ত এ কথা বলেন নাই—প্রশম বা শেষদিনের অন্তিম ক্ষণেই মেঘদর্শন হইয়াছে, এরূপ কথার কোনও প্রমাণ নাই, এবং ইহা অসম্ভব কথা। অন্য পক্ষে আমাদের মতে যক্ষ যখন কুশল সংবাদ প্রেরণ দ্বারা ভাবী অনর্থের প্রতীকার ইচ্ছা করিয়াছিল, তখন তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেই সংবাদ পাঠাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল, এইরূপ অনুমানই যুক্তিযুক্ত।" সুতরাং মল্লিনাথের মতে "প্রথমদিবসে" ইহাই শুদ্ধ পাঠ। তার পর মল্লিনাথ "আষাঢ়মাস" শব্দে চান্দ্র আষাঢ় বুঝিয়াছেন এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করিতে অক্ষম হইয়াছেন। আবার লিখিতেছেন,—"কথং তর্হি 'শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ' ইত্যাদিনা 'ভগবৎপ্রবোধাবধিকস্য শাপস্য মাসচতুষ্টয়াবশিষ্টোক্তিঃ। দশদিবসা-ধিক্যাদিতি চেৎ স্বপক্ষেঽপি কথং সা। বিংশতিদিবসৈর্ন্যূনত্বাদিতি সন্তোষ্টব্যম্।" অর্থাৎ যদি বল যে, প্রশমদিবসে এই পাঠই শুদ্ধ, তবে শেষে যে আছে, "শাপান্ত যে হরির উত্থানদিনে হইবে এবং তাহার আর চারি মাস বাকী আছে" ইহার কি সামঞ্জস্য হইবে? আমরা যেরূপ অর্থ করিয়াছি, তাহাতে ১০ দিন বেশী হয়। কিন্তু অপর পক্ষে তোমাদের "প্রশমদিবসে" পাঠ লইলে ত ২০ দিন কম হয়? সুতরাং আমাদের পাঠ লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে।"

চান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীতে হরির শয়ন এবং চান্দ্র কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশীতে হরির উত্থান হয়। সুতরাং আষাঢ়ের প্রথম দিনে পাঠ গ্রহণ করাতে সেই দিন হইতে হরির উত্থান পর্য্যন্ত ৪ চান্দ্র মাস ও দশ দিন ঠিক হয়। আর চান্দ্র আষাঢ়ের শেষ দিন পাঠ লইলে হরির উত্থান পর্য্যন্ত ৩ চান্দ্র মাস ও ১১ দিন হয়। চারি মাস (চান্দ্র) ত কোন মতেই মিলিল না। আমাদের মনে হয়, কালিদাস আষাঢ় অর্থে এখানে চান্দ্র মাস মোটেই বুঝান নাই; তিনি বুঝাইয়াছেন সৌর আষাঢ় মাস এবং তাহার প্রশমদিবস বা শেষ দিনই প্রকৃত অর্থ। কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। উপরে মল্লিনাথ যে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ॥১১৫॥

তাহার অর্থ এই যে, "আমার শাপান্ত, শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হইবেন, তখন হইবে। অবশিষ্ট ৪ মাস কোনরূপে চক্ষু মুদিয়া অতীত কর।" এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, যক্ষ যে দিন মেঘকে সম্ভাষণ করিয়াছিল, তাহা হরিশয়নদিন, উহা চান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী তিথি, তাহার পর হইতে ৪ চান্দ্র মাস পরে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশীতে হরির উত্থানদিন। এখানে ৪ মাস অর্থে নিশ্চয়ই ৪ চান্দ্র মাস বা চাতুর্ম্মাস্য-কাল বুঝিতে হইবে। কারণ, হরির উত্থানদিনের সঙ্গে সংলগ্ন উক্তি রহিয়াছে। আমরা বাঙ্গালা ১৩২০ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত ১৯ বৎসরের পঞ্জিকা হইতে পাইতেছি যে, হরিশয়নদিন ১২ই সৌর আষাঢ় হইতে ৯ই সৌর শ্রাবণের মধ্যে ঘটিতে পারে—ইহার পূর্ব্বে বা পরে সম্ভব নহে। ১৯ বৎসরে তিথি ও নক্ষত্রের পুনরাবৃত্তি হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বর্ত্তমান পঞ্জিকার রাশিনক্ষত্রাবস্থান কত দিন পূর্ব্বে ঠিক্ ছিল? উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সৌর বর্ষমান প্রকৃত নাক্ষত্র বর্ষমান হইতে অধিক গৃহীত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান পঞ্জিকার রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু প্রায় চিত্রা (Spica) তারার কদম্ব প্রোতীয় স্থানের ১৮০ অংশ বা ৬ রাশি দূরে অবস্থিত হইয়াছে; এবং দৃগ্-গণিতৈক্য করিলে অয়নাংশ এক্ষণে ২২° ৫৫´৩২´´ বিকলা দাঁড়ায়। সুতরাং বর্ত্তমান রাশি বিভাগের আদিবিন্দুতে যে সময় বাসন্ত বিষুব ছিল, তাহার কাল ১৬৫০ বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ ২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্জিকা লইয়াই কালিদাসের সময়জ্ঞাপক বাক্যের বিবেচনা করিলে তাহা দোষযুক্ত হইবে না।

হরিশয়নদিন ১২ই সৌর আষাঢ় হইতে ৯ই সৌর শ্রাবণের মধ্যেই সম্ভব বলিয়া, উহা কখনই সৌর আষাঢ়ের প্রথম দিন হইতে পারে না, চান্দ্র আষাঢ়েরও প্রথম দিনে সম্ভব নহে। মল্লিনাথও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার পাঠদ্বারাও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ঘটে না। আমরা "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" এই স্থলে আষাঢ় অর্থে সৌর আষাঢ় গ্রহণ করিতেছি। কারণ, ইহার দ্বারা পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য হয়। হরিশয়ন সৌর আষাঢ়ের শেষ দিনে হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। যথা—বাঙ্গালা ৩১শে সৌর আষাঢ় ১৩২৮ সনে হরিশয়ন হইয়াছিল। তার পর ৪ চান্দ্র বা আসন্ন সৌর মাস অন্তরে হরির উত্থান ও শাপান্তকাল বেশ মিলিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমরা যত দূর বুঝিতেছি, "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" ইহাই শুদ্ধ পাঠ এবং 'আষাঢ়' শব্দে এখানে সৌর আষাঢ়। শ্রাবণের প্রত্যাসত্তিও মিলিয়া যাইতেছে, এই শ্রাবণ অবশ্যই সৌর শ্রাবণ বা বর্ষারম্ভ মাস। আমরা বল্লভদেবের আদৃত পাঠই শুদ্ধ পাঠ বুঝিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, কালিদাসের সময় সৌর আষাঢ়ের শেষ দিনে মেঘাগম বা দক্ষিণায়নারম্ভ হইত। সুতরাং মহাকবির সময়ে অয়নাংশ ১°এর অধিক ছিল না। আবার রঘুবংশে "শুচিব্যপায়ে" আষাঢ়ান্তে মেঘসমাগম বা অয়নান্ত পাইতেছি; সুতরাং কালিদাসের সময় অয়নাংশ শূন্যও বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমরা অয়নাংশ ১° ধরিয়াই কবির সময় গণনা করিতেছি।

৪। মহাকবির সময় গণনা

বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে মঘা তারার (Regulus) স্ফুট ১২৬° দেওয়া

আছে, সুতরাং মঘা তারার ৩৬° পশ্চাতে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু ছিল। এক্ষণে মঘা তারার স্ফুট ১৪৯° ; সুতরাং পঞ্চসিদ্ধান্তিকার উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট ১১৩°। কালিদাসের সময় আষাঢ়ের শেষ দিনে উত্তরায়ণান্ত, সুতরাং কালিদাসের কালের উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট ১১২° ; ইহা হইতে ৯০° বাদ দিলে অয়নচলনাংশ হইতেছে ২২°।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ধ্রুবক গ্রহণ করিয়াছি। যদি আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে তারার ধ্রুবক গ্রহণ করি, তাহা হইলে মঘা তারা হইতে কবির সময়ের অয়নান্তের চলনাংশাদি ১৯° অংশ হয়। কৃত্তিকা তারা হইতে ঐ অয়ন-চলনাংশাদি ১৯°৪০´ কলা হয়। এই উভয়ের মধ্যম ফল ১৯°২০´ কলা। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ধ্রুবক হইতে প্রাপ্ত ২২° অয়নচলন হইতে গত কাল ১৫৮৪ বৎসর আইসে; অর্থাৎ মহা-কবির কাল ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তের ধ্রুবক হইতে প্রাপ্ত ১৯°২০´ কলা অয়নগতির কাল ১৩৯২ হয় এবং মহাকবির কাল ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ হয়। যদি আর্য্যভটানুযায়ী লল্লাচার্য্য-কৃত শিষ্যধীবৃদ্ধিদ মতে এই প্রণালীতে গণনা করি, তবে কালিদাসের সময় খ্রীষ্টীয় ৪৬৪ অব্দ হয়। সুতরাং কালিদাসের কালের উর্দ্ধসীমা ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং নিম্ন সীমা ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

এই গণিতফলের বিভিন্নতার একটি কারণ এই যে, কালক্রমে রাশিনক্ষত্রের আদি-বিন্দু ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে,—

পঞ্চসিদ্ধান্তিকামতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৬ অংশ	পশ্চাতে
আর্য্যভটমতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৮ অংশ	পশ্চাতে
ব্রহ্মগুপ্তমতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৯ অংশ	পশ্চাতে
সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৯ অংশ	পশ্চাতে

সুতরাং মঘা নক্ষত্রের আদিবিন্দু পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ধ্রুবককাল হইতে ব্রহ্মগুপ্তের কালে ৩° অংশ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়াছিল। এইরূপে অশ্বিন্যাদি বা মেষাদিও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং এইরূপে রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। বিভিন্ন গ্রন্থের ধ্রুবকপরিমাণে ভ্রান্তিও আছে।

এক্ষণে আমরা অন্যবিধ উপায়ে মহাকবির কাল নিরূপণের চেষ্টা করিতেছি। কলির ৩৬০০ বৎসর গতে বা ৪২১ শককালে অয়নাংশ শূন্য ছিল। এই মত আমরা সমগ্র বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে পাইতেছি। এই সময়েই আর্য্যভট ২৩ বৎসর বয়সে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশীয় প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই ৪২১ শককালে অয়নাংশ শূন্য ধরিয়াই বর্ত্তমান কালের অয়নাংশ গণিত হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি সমস্ত তথাকথিত আর্ষ জ্যোতিষগ্রন্থেরও এই মত। এই ৪২১ শকেই বাসন্ত

বিষুব এবং মেষাদি বা অশ্বিন্যাদি বিন্দু একই বিন্দু ছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তবে বর্ত্তমানে অয়নাংশ প্রায় ২৩° কেন হয়, তাহার উত্তর এই,—

সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষমান	...	...	=	৩৬৫·২৫৮৭৫ দিন।
প্রকৃত সায়ন বর্ষমান	...	...	=	৩৬৫·২৪২২০ দিন।
অন্তর	...	...	=	·০১৬৫৫ দিন।
এই ·০১৬৫৫ দিনে রবিগতি	...	...	=	৫৮‴·৭০৯ বিকলা।

সুতরাং ৫৮‴·৭০৯ বিকলাই আমাদের অয়নচলনের বার্ষিক মান।

অতএব ৪২১ হইতে ১৮৫৫ শককাল পর্য্যন্ত অয়নচলন = ২৩° ২৩′ ৭″ বিকলা। আর এক মতও আছে যে, ৪৪৪ শকেও অয়নাংশ শূন্য ছিল। এই দুই সময়ের অন্তর মাত্র ২৩ বৎসর। সুতরাং এক্ষণে যে প্রায় ২৩ অংশ অয়নচলন পাওয়া যাইতেছে, তাহার কারণ, আমাদের ভ্রান্ত বর্ষমান-জনিতই বটে। আমাদের বর্ত্তমানের হিসাবে ৬১⅓ বৎসরে অয়নগতি ১° ধরা উচিত।

আমাদের জ্যোতিষীরাও প্রায় এইরূপই ফল অয়নবেগ সম্বন্ধে পাইয়াছিলেন। আর্য্যভট (৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) ও ব্রহ্মগুপ্তের (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যবর্ত্তী কালে বিষ্ণুচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, অয়নবেগ প্রতি বর্ষে ৫৬‴·৮৩২ বিকলা; মঞ্জুল বা মুঞ্জাল (৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ৫৯‴·৮৯৮ বিকলা বা ১ কলা; সূর্য্যদেব যজ্বা ৫৯‴·৫০৪ বিকলা; ভাস্কর (১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মঞ্জুলের মতই সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল জ্যোতিষী প্রায় ৬০ বৎসরেই ১° অয়নচলন-কাল ধরিয়াছেন। আমাদের ১ অংশ অয়নচলনকালেরই প্রয়োজন; সুতরাং ৬১ বৎসর ১ অংশ অয়নগতি ধরিলেও বিশেষ কোনও ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে আমাদের মতে কালিদাসের কাল ৪২১ শক হইতে ৬১ বৎসরের পরবর্ত্তী ৪৮২ শককাল বা ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেছে। মহাকবির কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপেই আমরা একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। ইহা ছাড়া কালিদাসের কাব্যে অয়নান্তের অন্যরূপ সূচনা পাইতেছি। তাহা বিবৃত করিয়া, পুনরায় কাল গণনা করা যাইতেছে।

৫। কালিদাসের সময়ের উত্তরায়ণান্ত বিন্দু

আমরা রঘুবংশের ১৮শ সর্গ, ৬ষ্ঠ শ্লোকে পাইতেছি যে,—

নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে নভস্তলশ্যামতনুং তনূজম্।
খ্যাতং নভঃশব্দময়েন নাম্না কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ॥৬॥

"গন্ধর্ব্বাদিকর্ত্তৃক গীতযশাঃ সেই নৃপতি নল, নভস্তলের ন্যায় শ্যামবর্ণ নভঃ নামক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই পুত্র প্রজাদিগের নিকট নভোমাস বা শ্রাবণ মাসের ন্যায় প্রিয় হইয়াছিল।"

এখানে আমরা পাইতেছি যে, শ্রাবণ মাস মহাকবির প্রিয় মাস, এই মাসেই মেঘাগম পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে এবং এই মাসের হৃদয়গ্রাহিতার অন্য সকল কারণ কবি, মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার এই রঘুবংশেরই ১১শ সর্গ, ৩৬ শ্লোকে আছে,—

তৌ বিদেহনগরীনিবাসিনাং গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ।
মন্যতেস্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ ॥৩৬॥

"বিদেহনগরবাসিগণ আকাশ হইতে পৃথিবীতে সমাগত পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দুইটী তারার ন্যায় প্রিয়দর্শন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে চক্ষুদ্বারা পানকালে পক্ষ্মপাতকালও অসহনীয় বিবেচনা করিতেছিল।"

এখানে কবি, পুনর্ব্বসুর দুইটী তারা অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলিয়া কেন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা এই বুঝিতেছি যে, সূর্য্য ঐ দুই তারার সন্নিহিত হইলে নভোমাস বা সৌর শ্রাবণারম্ভ হইত এবং কবির নিকট উহা অতীব প্রিয় মাস। আমরা বুঝিতেছি যে, উত্তরায়ণান্ত এই দুই তারার নিকটেই ছিল। হিন্দু জ্যোতিষী এবং সিদ্ধান্তকর্ত্তাদের মতে পুনর্ব্বসু যোগতারা (Pollux)-এর ধ্রুবক—

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা মতে	৮৮° অংশ।
আর্য্যভট মতে	৯২° অংশ।
ব্রহ্মগুপ্ত মতে	৯৩° অংশ।
আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে	৯৩° অংশ।

ইংরাজী ১৯০৮ সনে এই পুনর্ব্বসুর দুইটী তারার (Castor and Pollux) স্ফুট ছিল যথাক্রমে ১০৯°১৪′২৪″ এবং ১১১°৪৭′২২″। উভয়ের স্ফুটান্তর প্রায় ২°৩০′। আর্য্যভটমতে Polluxএর ধ্রুবক ৯২° বলিয়া তাঁহার অয়নান্ত Castor তারার অর্দ্ধ অংশ পূর্ব্বে ছিল। এখানেও মহাকবির সময়ের অয়নান্তবিন্দুর সূক্ষ্ম সূচনা পাওয়া গেল না। যে সময়ে অয়নান্ত Polluxএর উপর দিয়া ছিল, তাহার কাল ৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, যে সময়ে উহা Castor তারাগামী ছিল, তাহার কাল ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ। আর্য্যভটমতে পুনর্ব্বসুর শেষ পাদারম্ভ, পুনর্ব্বসুযোগতারার ২ অংশ পশ্চাতে, তাহা হইতে কাল গণনা করিলে আর্য্যভটের সময় ৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হয়। আমরা জানি যে, আর্য্যভটের সময় ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। এখানে গণনার এবং জ্ঞাত ফলের অনৈক্য নাই। মহাকবির সময় যে আমরা ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছি, তাহাই ঠিক্ বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কালিদাসের অয়নান্তরেখা Castor তারার প্রায় অর্দ্ধ অংশ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ছিল। উভয় তারাই অয়নান্তের সন্নিহিত বুঝায়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কালিদাসের কালের অয়নান্ত পুনর্ব্বসুর দুইটী তারার মধ্যবর্ত্তী কেন ধরা হইবে না। তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান সংস্কৃত রামায়ণে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু সম্বন্ধে এই সূচনা পাইতেছি যে, উহা পুনর্ব্বসুর দুইটী তারার মধ্যবর্ত্তী ছিল, তাহার কাল ৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। আমরা কালিদাসকে রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্কর্ত্তার প্রায় এক শত বৎসরের পরবর্ত্তী বলিয়াই বিশ্বাস করি। এ বিষয়ে আমাদের Date of

"Composition" of the Ramayana নামক প্রবন্ধ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters, Vol. XIXএ দ্রষ্টব্য[১]।

আমরা আর এক স্থলে মহাকবির কালের অয়নান্তবিন্দুর স্থির নির্দ্দেশই পাইতেছি। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কাল অনেক পরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। শ্লোকটী এই,—

অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।
আনন্দশীতামিব বাষ্পবৃষ্টিং হিমস্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ্জ ॥ ৪৪ ॥ রঘুবংশ, ১৬শ সর্গ, ৪৪ শ্লোক।

"সূর্য্য অগস্ত্যের চিহ্ন অয়নান্তবিন্দুর নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলে উত্তরদিক্ আনন্দশীতপ্রদ বাষ্পবৃষ্টির ন্যায় হিমালয়সম্ভূত হিমস্রাব সৃষ্টি করিল।"

কবির অভিপ্রায় এই যে, গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবামাত্র হিমালয়ের তুষার গলিতে আরম্ভ হইল এবং তুষারখণ্ড ও শীতল জল নদী দিয়া বহিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালের আরম্ভ হইলে উত্তরায়ণের ⅔ অংশ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ সূর্য্য তখন উত্তরায়ণান্তবিন্দু হইতে ৬০° অংশ দূরে থাকে। আমরা "অগস্ত্যচিহ্ন" শব্দদ্বারা অগস্ত্যের ক্রান্তিবৃত্তীয় স্থান বুঝিতেছি। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় অগস্ত্যের স্থান "কর্কটান্ত" বলিয়া সূচনা করিয়াছেন[২] এবং আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তেও আছে, "অগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ[৩]"; সুতরাং অগস্ত্যচিহ্ন অয়ন দ্বারা উত্তরায়ণান্তবিন্দু বুঝাইতেছে। অর্থাৎ মহাকবি বলিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার কালের অয়নান্তরেখা অগস্ত্যগামী ছিল[৪]।

অপর পক্ষে আমরা অগস্ত্যগামী উত্তরায়ণান্ত রেখা ধরিয়া যদি মহাকবির কাল গণনা করি, তাহা ঠিক্ হইবে না। এখন (১৯৩১ সন) অগস্ত্যের স্ফুট ১০৪°০´ কলা; সুতরাং অয়নচলন মাত্র ১৪°০´ কলা হয় এবং সময় প্রায় ৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ আইসে। আমরা বুঝিতেছি, বরাহ এবং মহাকবি একই ব্যক্তি বা গ্রন্থ হইতে 'অগস্ত্যের স্থান মিথুন রাশির শেষ বিন্দুতে' ইহা শিখিয়াছিলেন অথবা বরাহের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া কবি এ কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগস্ত্যতারা এত দক্ষিণে অবস্থিত যে, উহার ধ্রুবক পরিমাণ করিতে বরাহের ভ্রান্তি হওয়া

১। অশ্বঘোষের সময়েও রামায়ণ ছিল, তাহা তৎপ্রণীত বুদ্ধচরিত পাঠে সহজেই জানা যায়। অশ্বঘোষেরই সমসাময়িক কাত্যায়নীপুত্রকৃত জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রের মহাবিভাষা নামক ভাষ্যে রামায়ণের নামোল্লেখ আছে। এ বিষয়ে Watanabe কৃত J. R. A. S. এর ১৯০৭ সনের সপ্তম প্রবন্ধ, ৯৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সেখানে আমরা জানিতে পারি যে, তখনকার রামায়ণে ১২০০০ শ্লোক ছিল; তাহাতে মাত্র দুইটী বিষয় ছিল, (১) রাবণ বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়াছিল, (২) রাম সীতার উদ্ধারপূর্ব্বক দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। রামায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল ৮০০০ শ্লোক নিয়া, অশ্বঘোষের সময় উহাতে হইয়াছিল ১২০০০ শ্লোক, বর্ত্তমানে উহাতে প্রায় ২৪০০০ শ্লোক আছে। অশ্বঘোষ শকাব্দপ্রবর্ত্তক কনিষ্কের ধর্ম্মগুরু ছিলেন।

২। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৪শ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক।

৩। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ৮ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক।

৪। এস্থলে আমরা মল্লিনাথকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলাম; কারণ, তাঁহার ব্যাখ্যা জ্যোতিষশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি লক্ষণাদ্বারা "অগস্ত্যচিহ্ন অয়ন" দক্ষিণায়ন বুঝাইয়াছেন। এখানে প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক।

বিচিত্র নহে; কারণ, পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মগুপ্ত অগস্ত্যধ্রুবক ৮৭° অংশ লিখিয়া গিয়াছেন[৫]। অবশ্য ব্রহ্মগুপ্তের যে এ স্থলে ভ্রান্তি নাই, তাহা বলা যায় না। বরাহের ভ্রান্তি অধিক ছিল এবং ব্রহ্মগুপ্তের অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বরাহের অগস্ত্যধ্রুবক ব্রহ্মগুপ্তের অগস্ত্যধ্রুবক হইতে কম হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং এ স্থলে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, কবি বরাহের প্রতি আস্থাবান্ হইয়াই "অগস্ত্যচিহ্ন অয়ন" বাক্যদ্বারা উত্তরায়ণান্ত বিন্দু বুঝাইয়াছেন এবং তিনি ও বরাহমিহির সমসাময়িক। বরাহমিহিরও বলিয়াছেন, "সাম্প্রতময়নং পুনর্ব্বসুতঃ"[৬]। আমরা সব দিক্ বিবেচনাপূর্ব্বক মহাকবির কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বটে, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমরা তাঁহাকে আর্য্যভটের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বলিয়াই বুঝিতেছি এবং তাঁহার কাল ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দেরই আসন্ন।

৬। মহাকবি কালিদাস ও গণক কালিদাস

কেহ কেহ মহাকবিকে ও গণক কালিদাসকে একই ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে চাহেন। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সহজেই প্রমাণ করা যায়। এই গণক কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ নামক একখানা ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ আছে। তাহার শেষ অধ্যায়ে ইনি লিখিয়াছেন যে,—

বর্ষৈঃ সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে কলৌ সংমিতে।
মাসে মাধবসংজ্ঞিকে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥

তিনি নিজ গ্রন্থের ক্রিয়োপক্রম কলির ৩০৬৮ বর্ষ অতীত হইলে করিয়াছেন। ৩০৬৮ কলিবৎসর = ১১১ শকপূর্ব্বকাল = ৩৪ খ্রীষ্টপূর্ব্ব অব্দ। ইনি কি এতই প্রাচীন? ইহার অয়নাংশানয়ন সম্বন্ধে একটী সূত্র আছে। তাহা এই,—

শাকঃ শরাম্ভোধিযুগোনিতো হৃতো মানং খতর্কৈরয়নাংশকাঃ স্মৃতাঃ।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, ১ম অধ্যায়, ১৯শ শ্লোক।

শকাব্দ হইতে ৪৪৫ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। সুতরাং এই গণক ৪৪৫ শকের পূর্ব্বের ত কখনই নহেন, নিশ্চয়ই অনেক পরের হইবেন।

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী এই কালিদাস গণকের ক্রান্তি-সাম্যানয়ন সূত্র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইনি কেশবার্কের সমসাময়িক; উভয়েরই সময় ১১৬৪ শক বা ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দ।[৭]

ক্রান্তিসাম্যানয়নের সূত্রটী এই,—

ঐন্দ্রে ত্রিভাগে চ গতে ভবেত্তয়োঃ শেষে ধ্রুবেহপক্রমসাম্যসম্ভবঃ।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক

৫। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, ১০ম অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক।
৬। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লোক।
৭। গণকতরঙ্গিণী, ৪৬ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্রযোগ ২৬শ যোগ এবং ধ্রুবযোগ ১২শ যোগ। অর্থ এই যে, "ইন্দ্রযোগের ⅓ অংশ গতে এবং ধ্রুবযোগের ⅓ অংশ থাকিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের ক্রান্তিসাম্য হয়।"

যে সময়ে রবিচন্দ্রের স্ফুটযোগ ৮০০´ কলা পরিমিত বৃদ্ধিলাভ করে, তাহার নাম এক-যোগ কাল। আর্য্যভট লিখিয়াছেন, যে সময়ে রবিচন্দ্রযুতি ১৮০° অংশ বা ৩৬০° অংশ হইবে, তখন তাহাদের ক্রান্তিসাম্য হইবে[৮]। আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তেরও এই মত[৯]। বলা বাহুল্য যে, রবি ও চন্দ্রের স্ফুটান্তর ১৮০° বা ৩৬০° হইলেও একই প্রণালীতে ক্রান্তিসাম্য ধরা যায়; কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে এই শেষোক্ত অবস্থানদ্বয়কে পূর্ণিমান্ত ও অমাবস্যান্ত কাল বলে। এ স্থলে অবশ্যই সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই ক্রান্তিবৃত্তে গতি ধরা হয়। সায়ন রবিচন্দ্রযুতি ১৮০° হওয়ার কালকে ব্যতিপাত কাল এবং সাযন রবিচন্দ্রযুতি ৩৬০° হওয়ার কালকে বৈধৃতপাত কাল বলে।

মনে করা যাউক যে, এই গণকের কালে অয়নাংশ = অ°, এবং চ° = চন্দ্রস্ফুট, র° = রবিস্ফুট। সুতরাং ক্রান্তিসাম্যকালে—

অ° + চ° + অ° + র° = ১৮০° বা ৩৬০°,

বা ২অ° + চ° + র° = ১৮০° বা ৩৬০°।

গ্রন্থে আছে যে, যখন—

চ° + র° = ৮০০´ × ২৫⅓ কলা = ৩৩৭° ৪৬´ ৪০´´ তখন বৈধৃত ক্রান্তিসাম্য। সুতরাং ২অ° + ৩৩৭° ৪৬´ ৪০´´ = ৩৬০°

অতএব অ = ১১° ৬´ ৪০´ (ক)

আবার ইহাও লিখিত আছে যে, যখন—

চ° + র° = ৮০০´ × ১১⅓ কলা = ১৫৫° ৩৪´ ২০´´ তখন ব্যতিপাতক্রান্তিসাম্য।

∴ ২অ° + ১৫৫° ৩৪´ ২০´´ = ১৮০°

সুতরাং অ° = ১২° ১২´ ৫০´´ (খ)

এখানে (ক) ও (খ) এই দুই ফলের অনৈক্য হেতু আমরা মধ্যমমানে

অ° = ১১° ৩৯´ ৪৫´´ গ্রহণ করিলাম।

ভাস্করাচার্য্য ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ অয়নাংশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং এই গণক কালিদাস ভাস্করের ৪০ বৎসরের পরবর্ত্তী; অতএব ইঁহার কাল ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা মহামহোপাধ্যায় ৺ সুধাকর দ্বিবেদী কর্ত্তৃক অনুমিত কাল হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বের হইলেও বিশেষ বিভিন্ন নহে। অতএব এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের গণক কালিদাস কখনই মহাকবি কালিদাস নহেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় দ্বিবেদী লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"অয়মন্তিমাধ্যায়ো গ্রন্থকৃতা জগদ্বঞ্চনয়া স্বয়ং বিরচিতো বা কেনচিদিতিহাসানভিজ্ঞেন প্রক্ষিপ্ত ইতি নিঃসংশয়মযনাংশক্রান্তিসাম্যসাধনৈর্গ্রন্থৈর্বিভাতি।"

৮। আর্যাভটীয়, কালক্রিয়া, ৩য় শ্লোক।

৯। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ১১শ অধ্যায়, ১-২ শ্লোক।

শেষ অধ্যায়ে আরও আছে যে, এই গণক কালিদাসই মালবেন্দ্র নৃপতি বিক্রমার্কের বন্ধু মহাকবি কালিদাস এবং রঘুবংশাদি কাব্যত্রয় ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। যদি কোনও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই গ্রন্থের কথা বিশ্বাস করিয়া মহাকবির সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি যে এই জগদ্বঞ্চকের হস্তে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই[১০]।

৭। মহাকবি কালিদাস ও জ্যোতিষী বরাহমিহির

আমরা গণনায় মহাকবির সময় ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছি। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বরাহমিহির এবং মহাকবি সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে কিছু প্রমাণও পূর্ব্বে দিয়াছি। এ বিষয়ে কিম্বদন্তী আমাদের মত সমর্থন করিতেছে। আমরা আরও প্রমাণ এ বিষয়ে দেওয়া উচিত মনে করিতেছি। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আর্য্যভটের নামোল্লেখ করিয়াছেন[১১]। এবং ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শাকে বরাহমিহিরের নামোল্লেখ করিয়াছেন[১২]। আর্য্যভটের কাল ৪২১ শাক, ৪২১ শাক এবং ৫৫০ শাকের মধ্যবর্ত্তী কাল ৪৮৫ শাক বা ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ বরাহমিহিরের কাল আইসে। আবার ব্রহ্মগুপ্ত-প্রণীত খণ্ডখাদ্যক নামক গ্রন্থের টীকাকার আমরাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "নবাধিকপঞ্চশত-সংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যঃ দিবং গতঃ।"[১৩] ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বরাহ-মিহিরের ৫০৯ শাকে বা ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন হয়। তাঁহার মৃত্যুর অন্ততঃ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বলিয়া নিশ্চয়ই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দই বরাহের প্রসিদ্ধিলাভকাল। অতএব কালিদাস ও বরাহমিহির সম-সাময়িকই ছিলেন। বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় দুইটি করণাব্দ আছে—একটি ৪২৭ শককাল, অপরটী ২ শককাল। যখন দুইটী করণাব্দ আছে, তখন এতদুভয়ের একটীও বরাহের কাল নহে। ৪২৭ শককাল রোমকসিদ্ধান্তের করণাব্দ। রোমকসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাতা ছিলেন লাটদেব; ইনি আবার আর্য্যভটের প্রথম শিষ্য। আর্য্যভটের করণাব্দ ৪২১ শককাল; সুতরাং ৪২৭ শককালকে লাটদেবের করণাব্দ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। লাটদেবও "সর্ব্বসিদ্ধান্তগুরু" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। অতএব বরাহের কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ইহাই মহাকবি কালিদাসেরও কাল পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপে আমরা মেঘাগম সম্বন্ধে কবিপ্রসিদ্ধি এবং মহাকবির নানাপ্রকার জ্যোতিষিক উক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক গণনাদ্বারা কালিদাসের কাল ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া

১০। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃত "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থের ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

১১। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৫শ অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

১২। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, গোলাধ্যায়, ৩৯ শ্লোক।

১৩। পণ্ডিত শ্রীবাবুআজী মিশ্র সম্পাদিত খণ্ডখাদ্যক, ১০৯ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

পৌছিয়াছি। তিনি যে বরাহমিহিরের সমসাময়িক, তাহাও প্রমাণিত করিয়াছি। ঐতিহাসিক যুক্তি এবং শিলালিপি দ্বারা প্রাপ্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে মতও আমাদিগের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংশোধিত নিয়মাবলী

(১৯এ মাঘ, ১৩৪১ তারিখে মাসিক অধিবেশনে গৃহীত)

৯। আজীবন-সদস্যের দেয় চাঁদা ২৫০৲ আড়াই শত টাকা এবং ইহা নগদ এককালীন বা এক বৎসর মধ্যে দেয়। এই টাকা দাতার নির্দ্দেশমত পরিষদের কোন তহবিলে অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনে স্থায়ী তহবিলে বা অন্য কোন তহবিলে যাইবে।

১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা অথবা মাসিক ॥০ আট আনা চাঁদা দিতে হইবে। সকল সাধারণ সদস্যেরই চাঁদা অগ্রিম দেয়।

১৬। নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রেরণের পর দুই মাসমধ্যে নির্ব্বাচিত সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা এবং তৎসহিত অন্যূন এক মাসের চাঁদা দিতে হইবে। উহা প্রাপ্তির পর তিনি সাধারণ-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

২৭। যিনি অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদস্যশ্রেণীভুক্ত আছেন এবং অন্ততঃ বৈশাখ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এগার মাসের চাঁদা দিয়াছেন, কেবল তিনিই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে অথবা কর্ম্মাধ্যক্ষপদে নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত হইতে পারিবেন।

২৭ (ক)। ১লা চৈত্র তারিখে যে সদস্যের চাঁদা ছয় মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য-নিয়োগ সম্বন্ধে ভোট দিতে পারিবেন না।

২৭শ (খ) সংখ্যক নিয়ম এইরূপ হইবে "—১৬ (ক) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদক ১০ই চৈত্র মধ্যে এবং নির্ব্বাচনপত্র প্রেরণের পূর্ব্বে নির্ব্বাচন-কারীর (ভোটারের) তালিকা প্রস্তুত করিয়া বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্তি পর্য্যন্ত নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া রাখিবেন। যে-কোন সদস্য এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পারিবেন।"

৩২। পরিষদের বিভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ১৯ জন কর্ম্মাধ্যক্ষ সদস্যগণমধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। ইঁহারা সকলেই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যথা—সভাপতি ১ জন, সহকারী সভাপতি ৮ জন, সম্পাদক ১ জন, সহকারী সম্পাদক ৪ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন, গ্রন্থাধ্যক্ষ ১ জন, চিত্রশালাধ্যক্ষ ১ জন, পুথিশালাধ্যক্ষ ১ জন, এবং পত্রিকাধ্যক্ষ ১ জন, মোট ১৯ জন।

৩৩। কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নির্ব্বাচন-প্রণালী—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রতি বৎসর আগামী বৎসরের জন্য ১৯ জন কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম ফাল্গুন মাসের মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া

বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং যথারীতি সমর্থনের এবং উপস্থিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদনের পর তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ক) যদি কোন সদস্য কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে কোন নাম প্রস্তাবের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার নাম এবং যে পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তাহা পত্রদ্বারা ১লা ফাল্গুনের পূর্ব্বে সম্পাদককে জানাইবেন এবং তৎসঙ্গে সেই পদের প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি প্রস্তাবিত নাম গ্রহণে অসমর্থ হইলে, প্রস্তাবককে সেই সংবাদ দেওয়া হইবে। তথাপি যদি তিনি বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ১লা চৈত্রের পূর্ব্বে পত্রদ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন। সম্পাদক বার্ষিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপন-পত্রে তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের এবং তৎসঙ্গে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নাম উল্লেখ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষ-গণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর অন্য নামের প্রস্তাবকর্ত্তা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা প্রতিনিধি দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাহা উপস্থিত কোন সদস্য কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে ব্যালট দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে।

৩৬। পরিষদের ২৬ জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে ২০ জন সমুদয় সদস্যের মতানুসারে নির্ব্বাচিত হইবেন এবং অপর ৬ জন পরিষৎশাখাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ শাখাসমূহের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ক) পূর্ব্বোক্ত ২০ জন সদস্যের নির্ব্বাচন নিম্নোক্ত প্রণালীতে হইবে—ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সম্পাদক পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইতে সম্মত আছেন কি না। যাঁহারা ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পত্র দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, সম্পাদক ২৭ সংখ্যক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং চৈত্রের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে প্রতি সদস্যের নিকট টিকিটবিহীন "নির্ব্বাচন পত্র" মুদ্রিত খাম সমেত উক্ত তালিকা এই প্রার্থনা সহ প্রেরণ করিবেন যে, প্রত্যেক সদস্য ঐ তালিকার মধ্যে অনধিক ২০ জনের নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাদের নামের পার্শ্বে নিজ নামের আদ্য অক্ষর স্বাক্ষর করিয়া, সম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদককে পাঠাইয়া দিবেন। সদস্যগণের নিকট নির্ব্বাচন পত্র পাঠাইবার সময় ডাকঘর হইতে উক্ত নির্ব্বাচন পত্র পাঠাইয়া সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং লওয়া হইবে। চৈত্র মাসের প্রথম মাসিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী নহেন, এইরূপ চারি জন সদস্যকে ভোটপরীক্ষক নির্ব্বাচন করা হইবে। পরে সম্পাদকের সম্মুখে ঐ ভোটপরীক্ষকগণ ভোটের সমষ্টি গণনা করিয়া, ভোটের সংখ্যার ক্রম অনুসারে নাম সাজাইয়া, কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরে ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি বাক্সে তালা বন্ধ ও শিলমোহর করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে

সদস্যগণের সম্মুখে সম্পাদক ঐ বাক্স খুলিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন। যদি একাধিক ব্যক্তি সমান ভোট পাইয়া সেই বিংশ স্থান গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে উপস্থিত সদস্যগণ সেই কয় ব্যক্তির মধ্যে পুনর্ব্বিবেচনা দ্বারা বিংশ স্থান পূরণ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ২০ জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮২। পুথিশালাধ্যক্ষ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাচীন পুথির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, তালিকা প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

৯০। স্থায়ী তহবিল হইতে ১৫০০৲ এক হাজার পাঁচ শত টাকা ধার লইতে পারা যাইবে। এবং তজ্জন্য শতকরা বার্ষিক ২॥০ সুদ দিতে হইবে। এই ধার কখন একুনে ১৫০০৲ টাকার বেশী হইবে না। এই ধার লইতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপস্থিত সভ্যের ত্রি-চতুর্থাংশের সম্মতি লইতে হইবে। এবং তাহা পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

৯৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসাধনের জন্য সাহিত্য-পরিষদের অধীনে একটি ছাত্র-সভা গঠিত হইতে পারিবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন এবং তাঁহারা ছাত্র-সভ্য নামে অভিহিত হইবেন।

৯৭। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এই সভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করিবেন।

৯৮। ছাত্রসভ্যগণের কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্দ্দেশের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রণীত হইবে।

মাঘমণ্ডল ব্রত*

(১)

১৩৪০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী "সূর্যের নূতন পাঁচালী" নামে ফরিদপুরের মাঘমণ্ডল ব্রতের বিবরণ দিয়াছেন। আমি ব্রতের গানটী পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি, সংগ্রহ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছি। হিন্দুর বার মাসে তের পার্বণ ছিল, বালিকাদেরও ব্রত নিয়ম ছিল; এখন সে সব উৎসবের ও ব্রতের দিন চলিয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে কিছু আছে, পশ্চিমবঙ্গে পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়াছে।

মাঘমণ্ডল ব্রত, মাঘ মাসের সূর্যব্রত। 'মণ্ডল' অর্থে বিম্ব, এখানে সূর্য-বিম্ব। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী এই ব্রতের আনুপূর্বিক বিবরণ দিলে ব্রতকালের হেতু স্পষ্ট হইত। ছড়াটির এক স্থানে খণ্ডিত। অনুমান হয়, এই ব্রতের স্থান পাঁচ বৎসর যাবৎ পৃথক্ রাখা হইত। সে স্থানে প্রথম বর্ষে একটি বৃত্ত উৎকীর্ণ করিয়া, বৃত্তের বাহিরে সূর্যের উপরে ও নীচে কলাচন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত হইত †। পঞ্চম বর্ষে ব্রত সমাপ্ত হয়। প্রতি বর্ষে মাঘ মাসের প্রত্যহ প্রাতঃকালে 'বারৈল' ভাসান হয় এবং বৃত্তের উপর ফুল ছড়াইয়া পূজা করা হয়।

এখন প্রশ্ন, সূর্যব্রতে বৃত্ত কেন, পাঁচ বৎসরে পাঁচটি কেন, চন্দ্র কেন, ব্রতের আরম্ভ ১লা মাঘ কেন? আমাদের যাবতীয় দেব-দেবীর পূজা ও ব্রত এক এক বিশেষ দিনে করা হইয়া থাকে। সে সে দিনকে বিশেষ করিবার হেতুচিন্তাদ্বারা পূজা ও ব্রতের আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিই। পশ্চিমবঙ্গে মাঘমণ্ডল ব্রত নাই। তৎপরিবর্তে বালিকারা অগ্রহায়ণ মাসে ইতু পূজা করে। এই পূজাও সূর্যপূজা; বাঁকুড়ায় নাম ই-অ-তি। কলিকাতায় বর্ষীয়সীদের মুখেও এই নাম। বোধ হয়, মি-ত্র নামের বিকার। যেমন স-ন্ধ্যা-ব্র-ত হইতে সেঁ-জ-তি। মিত্র এক আদিত্য। বেদে মিত্রাবরুণ দুই আদিত্য। পুরাণে মিত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের, বরুণ আষাঢ় মাসের আদিত্য। চন্দ্রসম্বন্ধী বলিয়া, কি অন্য কোন কারণে ঠিক বলিতে পারা যায় না, কালক্রমে মিত্র অগ্রহায়ণ মাসের আদিত্য গণ্য হইয়াছিলেন। প্রমাণ, মিত্রসপ্তমী—চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের

---

* ১৩৪১। ৫ই ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট জানিলাম, ঘরের উঠানে বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন স্থানে চিত্র অঙ্কিত করিতে বাধা নাই। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বকালে একই স্থানে পাঁচ বর্ষ যাবৎ বৃত্ত রচনা ও পূজা করা হইত। নচেৎ পর পর পাঁচটী বৃত্তের অভিপ্রায় বার্থ হয়। বোধ হয়, গৃহকর্মের স্থানাভাব হেতু ব্রতের পূর্ণ অনুষ্ঠানে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শুক্লা সপ্তমী। এই তিথিতে একটা যুগ আরম্ভ হইত এবং মিত্র-পূজা করা হইত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৯৯ অব্দে সে যুগের আরম্ভ হইয়াছিল।*

পাঁজিতে সে দিন এখনও স্মৃত হইতেছে। দিবসত্রয় পূজা লিখিত হইতেছে। সে পূজা আর প্রচলিত নাই। বালিকারা ইতু নামে সে পূজা করিতেছে। সমুদয় অগ্রহায়ণ মাসে পূজা কর্তব্য ছিল। এখন কার্তিকান্ত দিবসে ও অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে রবিবারে পূজা হইয়া থাকে।

মাঘমণ্ডল ব্রতেরও আরম্ভ বহু প্রাচীন, মিত্রপূজা অপেক্ষাও প্রাচীন। এক কালে রবির উত্তরায়ণ দিন হইতে নূতন বর্ষ গণিত হইত। চান্দ্র পৌষ গতে মাঘী শুক্লা প্রতিপৎ হইতে নববর্ষ। বৈদিক যজ্ঞের তিথিনির্ণয়ের নিমিত্ত এইরূপ পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। পঞ্জিকা একটু স্থূল। কোন বর্ষে মাঘী শুক্লা প্রতিপদে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পাঁচ বৎসর পরে ষষ্ঠ বর্ষে আবার সে তিথিতে উত্তরায়ণ ধরা হইত। এই কারণে পাঁচ বৎসরে এক যুগ গণা হইত।

মাঘমণ্ডল ব্রতে চান্দ্র মাস পরিবর্তে সৌর মাস ধরা হইয়াছে। কারণ, ১লা মাঘ শুক্লা প্রতিপৎ হইতে পারে। পাঁচটি বৃত্ত পাঁচটি বর্ষচক্র। প্রথম বর্ষে প্রতিপদে চন্দ্র ছিল। ব্রতের প্রথম বৃত্তে এক কলা চন্দ্রের চিত্র তাহার দ্যোতক। ব্রত আরম্ভের পূর্ব-দিন মকর-সংক্রান্তি, পিঠা পার্বণ। ক্ষেত্রের ধান্য গৃহগত হইয়াছে, লক্ষ্মী গৃহে বাঁধা হইয়াছেন। পরদিন বাহিরে ধান্যরূপা লক্ষ্মীর পূজা, সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ। সে দিন সূর্য দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উদিত হন। সে কোণে উড়িয়া রাজার দেশ। এক উড়িয়া রাজা ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ শতকে পুরীর ২২ মাইল উত্তরে সাগরতটে কোণার্ক (কোণারক) মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

এইরূপ ইতিহাস দ্বারা কবিত্বের রস শুখাইয়া যায়। কবি নিশ্চয় কোন ব্রাহ্মণ-কুমারীর মাতা। তিনি কন্যাকে বালসূর্যের ন্যায় তেজস্বী, রূপবান, মনোহর পাত্রে সম্প্রদান আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ভাবী জামাতা অবশ্য বিত্তশালী হইবেন। কারণ, আমরা জানি, 'কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং', সূর্যই রূপ ও ধনের (ধান্যের) মূল। অতএব কুমারী সূর্যাইকে পতি কামনা করিতেছে। সে জানে, সূর্যাই উড়িয়া রাজার দুই ঝিয়ের দুর্লভ দীর্ঘ কেশ, সুন্দর বসন ও মল খাড়ু দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দুটিকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যা সতাইকে সুন্দর বলিয়া বাঘের মুখে ফেলিতে চায়।

কুমারীর নাম গৌরা বা গৌরমণি। কারণ, সে বর্ণে গৌরী, বয়সেও গৌরী। সে মাঘ মাসের সূর্যের আরাধনা করিতেছে। এখন মাঘ গত, হলদিয়া পাখী ডালে ডালে বসিয়াছে, ফাল্গুন চৈত্রে 'গৃহস্থের খোকা হউক' ডাকিতে থাকিবে। কন্যার মাতা দরিদ্র, তিনি কন্যাকে মাত্র শাঁখা ও খাড়ু দিতে পারিবেন। কিন্তু জামাইকে কেবল ক্ষীরোদ্‌রীর ধুতি (কোঁচা) দেওয়া চলিবে না। গরদের উত্তরীয় সহ জোড় দিতে হইবে। দরিদ্র পানের সুগন্ধি কোথায় পাইবেন? পানে কেবল গুয়া, চুণ ও খয়ের ('খড়')। কিন্তু সূর্যাইর বরে

* পাঁজিতে দেখিতেছি, পূর্ব দিবস গুহষষ্ঠী লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গুহষষ্ঠী কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী।

ব্রাহ্মণীর সোনার চতুর্বাটী ('চৌয়ারী') নির্মিত হইবে, কন্যার নিমিত্ত সেরে সেরে সোণা আসিবে, কামার (স্বর্ণকার) গয়না গড়িয়া দিবে।

কন্যার দেশ নদীবহুল। সে দেশে নিম্নভূমি আছে, জাঙ্গালে যাতায়াত করিতে হয়, কোথাও বা নালার উপরে কাঠ ('চন্দন গাছ') ফেলিয়া পথ করিতে হয়।

ছড়াটি পূর্বকালে রচিত। তখন কড়ি দিয়া কেনা বেচা হইত ('কড়িয়া জাঙ্গাল')। গরদের প্রাচীন নাম ক্ষীরোদরী প্রচলিত ছিল। যে কৃমির উদরে ক্ষীর আছে, সে ক্ষীরোদর, তজ্জাত ক্ষীরোদরী, কৃমিজ বস্ত্র। ওড়িষ্যায় এই নাম এখনও আছে। ওড়িষ্যার 'খাড়ু'ও পাইতেছি। ওড়িয়া খাড়ু চক্রাকার, চেপ্‌টা। 'আম কাঁঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম ম করে' কাঁঠাল কাঠের পীড়ি প্রসিদ্ধ, কিন্তু কেহ আম কাঠের পীড়ি করে না। কারণ, আমের পাটা মসৃণ হয় না। সে পাটা জলে বাঁকিয়া যায়, পচিয়া যায়। এখানে আম শব্দের অর্থ হীন সহচর। কাঁঠালের পীড়িখানি নূতন। এই হেতু তাহা ঘৃতলিপ্ত করা হইয়াছে, সেটা ঘৃতে মহ-মহ করিতেছে, ঘৃতগন্ধি হইয়াছে। সংস্কৃত 'মহ' শব্দে উৎসব, যজ্ঞ, তেজস্। ওড়িয়াতে মহ-মহ শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত আছে।*

'বারৈল' কি বার-পতি? ফরিদপুরে গাং শব্দটি কি 'গাঙ্' লেখা হয়? শ্রীযুত চক্রবর্তী কতকগুলি শব্দের টীকা করেন নাই। করিলে ছড়াটি সম্পূর্ণ বোধগম্য হইত। কালে কালে পুরাতন ছড়ায় কিছু কিছু নূতন শব্দ যুক্ত হইয়াছে, ইংরেজ আমলের 'বাক্‌স' জুটিয়াছে

ছড়াটির উপরে উপরে হাস্য কৌতুক, কিন্তু ভিতরে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত দরিদ্র মাতার আকুলতা ও উদ্বেগ বর্ণে বর্ণে ব্যক্ত হইয়াছে। ধন্য কবি, যিনি দুই একটা শব্দে গ্রামের ও সংসারের হৃদয়গ্রাহী চিত্র লিখিয়াছেন, বিবাহ-বাসরের হর্ষ ও মেলানির বিষাদ যেন প্রত্যক্ষ হইতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

---

* পাবনার বালিকাদের 'ইটা পুকুর' (ইষ্ট বজ্ঞীয় পুষ্করিণী) ব্রতে অনুরূপ ছড়া আছে,—

আম কাঁঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম-ম করে।
তার উপরে বাপ খুড়ায় কন্যাদান করে॥

(২)

১৩৪০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সূর্য্য সম্বন্ধে যে এক অল্পজ্ঞাত উপাখ্যানের পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ন্যায় মনীষীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার প্রবন্ধে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলাম যে, সম্পূর্ণ উপাখ্যান আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই—উহার অংশ-বিশেষ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। উপাখ্যান সম্বন্ধে কোনও পুথি এযাবৎ আবিষ্কৃত না হওয়ায়, মুখে মুখে প্রচলিত এই উপাখ্যান সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করা কঠিন। যখন যেটুকু সংগৃহীত হইল, সেইটুকু লিখিয়া রাখা ছাড়া উপায় নাই। তাই পূর্ব্বপ্রবন্ধ প্রকাশকালে অজ্ঞাত এবং পরবর্ত্তী কালে প্রাপ্ত এই উপাখ্যানের কয়েকটী বিচ্ছিন্ন অংশ এই স্থানে প্রকাশিত হইতেছে। মুখে মুখে প্রচলিত এই উপাখ্যানের বিভিন্ন অংশের পৌর্বাপর্য্য নিরূপণ করাও সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে বিভিন্ন ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌরীর জন্ম ও পরিচয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টী পাওয়া গিয়াছে। এগুলি প্রবন্ধের ৭ম পৃষ্ঠায় 'সূর্য্যের পূর্ব্বরাগ' অংশের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংযোজিত হইতে পারে।

[গৌরীর পরিচয়]

যখনে জন্মিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
এই কন্যা বিয়া করবে সূর্য্য দিবাকর রে।
দিনে দিনে হইল কন্যা দশম বৎসর রে ॥
সোনার কলসী লইয়া জল ভরিতে যায় রে।

সূর্য্যঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন—

কোথা হইতে আইছ কন্যা কোথায় তোমার ঘর রে।
কাহার কন্যা তুমি কি বা তোমার নাম রে ॥
কিসের কলসী তোমার কক্ষের উপর রে।

গৌরী উত্তর দিলেন—

বিদর্ভেতে জন্ম আমার মথুরাতে ঘর।
উড়িয়া রাজার কন্যা আমি গৌরামালা নাম ॥
সুবর্ণের কলসী আমার কক্ষের উপর।

প্রবন্ধের অষ্টম পৃষ্ঠায় 'সূর্য্যের স্বপ্ন দেখান' শীর্ষক অংশের পর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টী পাওয়া গিয়াছে।

[স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন]

ব্রাহ্মণে উঠিয়া বলে ব্রাহ্মণীর স্থানে।
কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি আজিকার রাত্রে ॥

আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্য্যাইরে পাবে পতি ॥
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খ বস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্য্যাইরে কর্‌ছি দান ॥

সূর্য্যের গৃহে প্রত্যাগমন প্রস্তাবের পর (পৃঃ ১১) গৌরীর মাতা পতিগৃহের ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত করিয়া গৌরীকে যে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টী পাওয়া গিয়াছে।

[গৌরীর প্রতি মায়ের প্রবোধ]

আজ যাও গৌরী লো কাঁদিয়া কাটিয়া।
কাল আসিও গৌরী লো হাসিয়া রসিয়া ॥
আজ যাও গৌরী লো ত্যানা-তোনা[১] পড়িয়া।
কাল আসিও গৌরী লো চেলির সাড়ী পড়িয়া ॥

উপাখ্যানের মধ্যে এমন কতকগুলি ছড়াও গান করা হয়, যেগুলির সহিত মূল উপাখ্যানের সাক্ষাৎসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সমস্ত ছড়া পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি নাই। সম্প্রতি পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র দাস এইরূপ কতকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই ছড়াগুলির যে যে স্থলে আমাদের উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার কোনও উল্লেখ আছে, সেইগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে। সাধারণের সুবিধার জন্য, অংশগুলির বর্ণনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত প্রতি অংশের উপরি ভাগে দেওয়া হইল এবং পাদটীকায় প্রাদেশিক দুরূহ শব্দগুলির অর্থ নির্দ্দেশ করা হইল।

এই ছড়াগুলিতে রাউলের বিবাহের পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে—এই সকল ঘটনার কথা আমাদের প্রকাশিত উপাখ্যানে নাই। একটী ছড়ায় রাউলের ছোট ভাইয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে 'শিবাই'।

[রাউলের বাড়ী বন্ধক দেওয়া]

হাড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসের কান্দা[২]।
আজগা লাউলে গো[৩] বড় বাড়ী বান্দা[৪] ॥
হাড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসের কান্দা।
আজগা[৫] লাউলে গো ছোট বাড়ী বান্দা ॥
চল গো শত বইন[৬] বেড়াইতে যাই।
লাউলে গো বড় বাড়ী মেলাইতে[৭] যাই ॥

১। ত্যানা-তোনা—ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া। ২। কান্দা—স্কন্ধ। ৩। লাউলে গো—রাউলদের। ৪। বান্দা—বন্ধক। ৫। আজগা—আজকে। ৬। বইন—ভগিনী। ৭। মেলাইতে—খালাস করিতে।

চল গো শত বইন বেড়াইতে যাই।
লাউলে গো ছোট বাড়ী মেলাইতে যাই ॥

[রাউলের স্ত্রীর গর্ভ]

আমের বউল[১] আইল বাড়ী বাড়ী।
লাউলের বউরে দেইল ঢাকাই শাড়ী ॥
লাউলের বউ লো সাধন্তী[২] কি কি খাইতে সাধ।
ইলিশ মাছ ভাজা পান্থা ভাত ॥[৩]

.. ..

তোমার লাউলে দিয়া পাঠাইছে ক্ষীরার রাইং[৪]।
ক্ষীরার রাইং না লো প্যাঁকের রাইং ॥
খাইস্ না ছুইস্ না শিয়রে থুইস্।
লাউল ঠাকুর বাড়ী আইলে বিলাইয়া দিস্।

[রাউলের পুত্রোৎপত্তি]

লাউলে গো বাগানে কে রে কাটে পাত।
লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত ॥
না কাটিও শিবাই রে না কাটিও পাত।
আমরা শত বইন কাটিব পাত ॥
পাত কাইটা ভাত খাইমু।
ভাত খাইয়া ঝিকটি খেলাইমু ॥
ঝিকটি খেলাইয়া লো শুখাই লো দুত।
কি দিয়া পূজুম লো লাউলের ঘরের পুত ॥
লাউলের ঘরে পোলা অইছে, কি কি নাম থুইমু।
আম গা[৫] হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু ॥
কলা গা হাতে দিয়া······· কলাই·········.. ।
বেল ....বেলাই.. ······ ॥

[প্রবাস হইতে রাউলের প্রত্যাগমন]

কি করুছ লো লাউলের বউ দুয়রে বইসা।
তোর রাউলে আইছে দোলায় চইড়া ॥

১। বউল—মুকুল। ২। সাধন্তী—প্রাপ্তদোহদা, গর্ভবতী। ৩। ইহার পরে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়। ৪। রাইং—হাঁড়ী জাতীয় পাত্রবিশেষ। ক্ষীরার রাইং—ক্ষীরভরা পাত্র। ৫। আমগা—আমটী।

আস্‌বেন লাউলে বসবেন খাটে।
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে ॥
চুলগাছি মেইলা দিবেন চম্পার ডাইলে
কাপড়খান মেইলা দিবেন বড় ঘরের চালে ॥

[রাউলের চরিত্র]

আলা চাউলে গামছাদুধে লাউলে স্নান করে।
ছাপাই বাড়ী কাপড় থুইয়া লাউলে শীতে মরে ॥
আলা চাউলে গামছাদুধে লাউলে স্নান করে।
শ্বশুর বাড়ী মাউগ থুইয়া লাউলে ভাতে মরে ॥
ও লাউল, ভাত খাও আইসা ঘরে।
তোমার শাশুরী রান্ধে বারে মট্‌কার কদমগাছটির তলে ॥
কদমের ডাইল ভাইঙ্গা পাছুর পড়ে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১৮৫৮–১৮৬৭

১

১৩৩৮ ও ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আমি ছয়টি প্রবন্ধে ১৮১৮ হইতে ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত বাংলা সাময়িক পত্রের পরিচয় দিয়াছি।* এইবার ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এই দশ বৎসরের মধ্যে যে-সকল বাংলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয়, তাহাদের নামধাম সংগ্রহ করা মোটেই সুসাধ্য নহে। এগুলির অধিকাংশই হয় অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা প্রাচীন পরিবারের কাগজপত্রের মধ্যে অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে; কতকগুলি আবার এদেশ হইতে অন্তর্ধান করিয়া বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর আমি এই যুগের বাংলা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম। আমার এই বিবরণে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, হয়ত কোন কোন সাময়িক পত্রের নাম একেবারে বাদ পড়িয়াছে। কেহ এরূপ ত্রুটি দেখাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।

সংবাদপত্র

কলিকাতা বার্ত্তাবহ

১৮৫৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি এই সমাচার পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১লা বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ,—

* এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর নূতন অনুসন্ধানে আরও দুইখানি সাময়িক পত্রের নাম জানিতে পারিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি:—

১। দলবৃত্তান্ত।—১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে ইহার আবির্ভাব হয়। খুব সম্ভব ইহা সাপ্তাহিক পত্র ছিল। সামাজিক দলাদলির সংবাদই 'দলবৃত্তান্তে' প্রকাশিত হইত। ১৮৩২ সনের ২১এ জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হয়, তাহাতে 'দলবৃত্তান্ত'-প্রকাশের উল্লেখ আছে। মন্তব্যটি এইরূপ:—

"...অপর দল বৃত্তান্তনামক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা আছে,...।"

১৮৩২ সনের গোড়ায় যে 'দলবৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসেও যে কাগজখানি বাহির হয় নাই, তাহার উল্লেখ 'সমাচার দর্পণে' পাইয়াছি।

২। উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা।—১৮৫৭ সনের জানুয়ারি মাস হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক পত্র' লেখেন:—

"উত্তরপাড়া নিবাসী বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদিগের দর্শনার্থ 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকার' প্রথম সংখ্যা হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত...প্রেরণ করিয়াছেন। উপনগর বা ভদ্র গ্রাম বিশেষের অবস্থা বিবৃত পত্রিকা বা পুস্তিকা যত প্রচার হয় ততই আহ্লাদের বিষয়,...।"

"সন ১২৬৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।—......৬ মাঘ দিবসে 'কলিকাতাবার্ত্তাবহ' নামে এক খানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।"

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিয়াই মনে হয়।

বিচারক

১৮৫৮ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ১লা চৈত্র ১২৬৪ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ,—

"১২৬৪, ফাল্গুন মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।...'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়।"

এই পত্রিকাখানি বাহির করেন—আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

" 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'...গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।...উহা আমারই রচনা।...ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-০১)

চমৎকারমোহন

'চমৎকারমোহন' নামে একখানি সমাচার পত্র ১৮৫৮ সনের আগষ্ট (শ্রাবণ ১২৬৫) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিভাষিক ছিল; ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রতি-সপ্তাহে তিনবার—সোম, বৃহস্পতি ও শনি বার—প্রকাশিত হইত। কলিকাতা চোরবাগানে শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মার দ্বারা চমৎকারমোহন যন্ত্রে এই পত্রখানি মুদ্রিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—'প্রিয়ম্বদ' (১৮৫৫ সন) ও 'নলিনীকান্ত' (১৮৫৯ সন) উপন্যাস-প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত।

'চমৎকারমোহন' পত্রের চতুর্থ সংখ্যার তারিখ—১৬ই আগষ্ট ১৮৫৮ (১ ভাদ্র ১২৬৫)।

'চমৎকারমোহন' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :— ৪-৬, ৮, ১০-১১, ১৩-১৪, ১৭, ২২, ২৫-২৮, ৩১-৩২ ও ৪৭শ সংখ্যা। ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই সকল সংখ্যা হইতে কিছু কিছু তথ্য সঙ্কলন করিয়া 'ভারতবর্ষে' (আশ্বিন ১৩৩১) প্রকাশ করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ

'সোমপ্রকাশ' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৫৮ সনের ১৫ই নবেম্বর (১ ফাল্গুন ১২৬৫) সোমবার ইহার প্রথম আবির্ভাব। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

> "কলিকাতা। চাঁপাতলা এমহরেষ্ট ষ্ট্রীট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন ১ নং বাটীতে বাঙ্গলা যন্ত্রে প্রতি সোমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

পরে মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।" ('সোমপ্রকাশ,' ২১ ও ২৮ এপ্রিল ১৮৬২)

'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রীতিমত রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম সুরু হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

১৮৬৫ সনের গোড়ায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসরগ্রহণ করেন। ১৮৬৫, ৯ই জানুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ :—

> *The Week.*—Tuesday, 3 Jany. We are sorry to read a notice in the *Shome Prokash* announcing the withdrawal of Pundit Dwarkanauth Vidyabhoosun from the editorial chair of that paper. The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him. But he fell sick and made over the paper to Pundit Dwarkanauth, under whose able management the paper attained the foremost place among the Bengalee newspapers. In fact the retiring editor of the *Shome Prokash* taught his native brethren of the journalism craft a new style of journalism. His loss to the cause of Indian advocacy will be very severely felt.

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি কারণে সম্পাদকতা ত্যাগ করেন তাহার সঠিক কারণ এখনও জানিতে পারি নাই। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করেন; ইহারই ফলে তিনি সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন—এরূপ কথাও তখন শোনা গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ১৮৬৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখিয়াছিলেন :—

SUMMARY OF NEWS.........—Malicious folks, writes a correspondent of the *Shomeprokash*, impute the retirement of the late worthy Editor of that paper from the ranks of journalism to the unfortunate circumstance of his having been involved in difficulties, brought on by the libel case of the Santipore Brahmo Samaj *vs* the *Shomeprokash*, in which the Editor was mulcted in damages. We have always had to admire the creditable and spirited management of the *Shomeprokash* under the old *rigime*, which decidedly infused a tone of improvement into the whole Vernacular Press and inaugurated a new era in its annals, but at the same time we have had to mourn the rather too free circulation the journal have to all sorts of scandals.

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পর সহকারী সম্পাদক বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক হন। সম্পাদকরূপে তাঁহার নামের উল্লেখ তাঁহারই লেখা একখানি পত্রে পাইয়াছি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হয় ২৪এ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ সনে। এই অধিবেশনে বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি ইংরেজী পত্র পঠিত হয়। সেই পত্রের শেষে আছে :—

"Biprodass Banerjee, Editor Shome Prokash."

বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত দিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন বলিতে পারিতেছি না। তবে কিছুদিন পরে আবার তাঁহাকে 'সোমপ্রকাশে'র সহকারী সম্পাদকরূপে দেখিতেছি। ১৮৭৩ সনের মাঝামাঝি বিপ্রদাস 'সহচর' পত্র প্রকাশ করিলে নবগোপাল মিত্র তাঁহার *National Paper* পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

Sahachar. Is a new Vernacular Paper, to be edited by Baboo Byprodas Banerjya, late sub Editor of *Som Prakash* is just out. The paper takes the motto we adopted some time ago in the Bengalee edition of our paper...(The *National Paper*, 18 June 1873.)

'সোমপ্রকাশ' পত্রের শেষ ইতিহাসটুকু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতেছি। তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে (পৃ. ২৮৯-৯০) লিখিয়াছেন :—

শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি [দ্বারকানাথ] সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে কাশীতে গিয়া বাস করেন।...তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য্য করিতে পারিতেন না।

ইহার উপরে ভার্নেকিউলার প্রেস আক্‌ট্ নামক আইন [১৮৭৮ সনে] বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা যখন ইংরাজী কাগজে পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ

তুলিয়া দিলেন, তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না।...পরে ঐ গর্হিত আইন [১৮৮২ সনে] উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হইল বটে কিন্তু পূর্ব্বপ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার পরে তিনি 'কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন ;...। ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে [তিনি] গতাসু হন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশী গমন করিলে (১৮৭৪ সনের গোড়ায়) তাঁহার ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৮৭৪ সনের ২৭শে জুলাই পুনরায় 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

'সোমপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :— ৩য় ভাগ (১২৬৮)—২৮, ৩১, ৩৩-৩৫, ৪৬-৫০ম সংখ্যা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :— ৪র্থ ভাগ (১২৬৯)—২২-৫০শ সংখ্যা। ৫ম ভাগ (১২৬৯-৭০)। ৬ষ্ঠ ভাগ (১২৭০)—১-২১শ সংখ্যা।

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরি, চাংড়িপোতা :—৪র্থ ভাগ, ২২-৫০ম সংখ্যা। ৫ম ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা। ৯ম ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা। ১০ম ভাগ, ২২শ সংখ্যা হইতে শেষ পর্য্যন্ত। ১১শ ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম (হেণ্ডন) :—১ম ভাগ, ৩৫-৩৮শ সংখ্যা। ২য় ভাগ, ৪০, ৪৯-৫০ম সংখ্যা। ৩য় ভাগ, ১-১৪, ১৬-২৪, ৩৬-৩৮, ৪০, ৪৩-৪৬শ সংখ্যা। ৪র্থ ভাগ, ৭, ১১-১২, ১৫-১৮, ২৫, ২৬, ২৮শ সংখ্যা। ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই সংখ্যাগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য সঙ্কলন করিয়া ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন।

সৌদামনী

এই পত্রিকাখানি ১৮৫৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯ ভাদ্র ১২৬৬) প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা প্রতি-সপ্তাহে দুইবার—মঙ্গল ও শনি বার—বাহির হইত। শ্যামাচরণ সান্ন্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার যুগ্ম-সম্পাদক। 'সৌদামনী' পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা পাইবার পর 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"সৌদামনী নামে এক নবীনা পত্রিকা গত সপ্তাহাবধি এই রাজধানীতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহার প্রথম দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, যেরূপ সরল অথচ উৎকৃষ্ট মিষ্ট ভাষায় গদ্য পদ্য লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিতে হইবেক। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সান্ন্যাল, তথা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী সরকার মহাশয় এই নবীনা পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছেন। ইহারা বড় অপরিচিত নহেন। ইহারদিগের বিরচিত অনেক উত্তম প্রবন্ধ এই প্রভাকরে ও নগরীয় অন্যান্য অনেক সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। অতএব ইহারদিগের দ্বারা সম্পাদকীয় কার্য্য যথা

নিয়মে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অধুনা আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, নবীনা সৌদামনী অম্বুদ বিহারিণী চঞ্চলার ন্যায় চঞ্চলা না হইয়া স্থিরভাবে অবনিবাসিনী হইয়া কবিতা প্রিয় পাঠার্থি বৃন্দের চিত্তোন্মাদিনী হউন।

সৌদামনী পত্রিকা প্রভাকরের ন্যায় এক তক্তা কাগজে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারে প্রকাশ হইতেছে। মাসিক মূল্য আট আনামাত্র যাহার প্রয়োজন হয় সম্পাদকদিগের নামে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।" ('সংবাদ প্রভাকর', ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯, শনিবার)

সংবাদ দ্বিজরাজ

'সংবাদ দ্বিজরাজ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ— ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ (৪ আশ্বিন ১২৬৬)। ইহা প্রতি-সোমবার প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন গোঁসাইদাস গুপ্ত। এই সাপ্তাহিক পত্রখানির কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নাস্তং যাত্যরুণোদয়ে নচরুচিং ধত্তেরম্ভাস্করাথাম্লোল্লাসং
কুমুদীকরস্য কুরুতে কলঙ্কানেবাঙ্কিতাঃ।
সম্পত্যুান্মদয়মনাংসি মহতাং ভাবান্ সমুদ্ভাবয়ন্নুদ্গচ্ছন্
দ্বিজরাজ এষ নিতরামব্যাজ মুম্ভ্রাজতে॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অভাব পূরণার্থই 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের আবির্ভাব। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর দিন 'সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"আমারদিগের যন্ত্রালয় হইতে গত দিবসাবধি সংবাদ দ্বিজরাজ নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমারদিগের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোঁসাইদাস গুপ্ত তাহার সম্পাদক হইয়াছেন। এই ক্ষণে সময় বড় বিরুদ্ধ কোন প্রকার নূতন পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হওয়া অতি কঠিন বলিতে হইবেক। যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি এই নবীন পত্র চিরস্থায়ী হউক। বিদ্যামোদি ব্যক্তিগণ আদর পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহবর্দ্ধন করুন। যেরূপ প্রণালীক্রমে ও স্পষ্ট-ভাষায় দ্বিজরাজ পত্র লিখিত হইয়াছে তাহা কোনক্রমে মন্দ বলা যায় না। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ প্রথম সম্পাদকীয় উক্তি নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

'আমরা অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশক পরমেশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই অভিনব পত্র প্রকাশারম্ভ করিলাম। অধুনা আমরা কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে মানস করি না। কেবল এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, যে স্বদেশের মঙ্গলবিধান করাই আমারদিগের প্রধান সঙ্কল্প,

এবং দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনোরূপ ক্ষেত্র হইতে কুনীতিরূপ কণ্টকরাশি উন্মূলিত করিয়া সুনীতিরূপ সুন্দর বীজবপন করণে আমারদিগের যত্ন নিয়তই নিযুক্ত থাকিবেক।

'সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক। কিন্তু উহার সম্পাদকীয় কার্য্য প্রভাকর হইতে সম্যক্ প্রকারেই স্বতন্ত্র থাকিবেক। যে সকল মহাশয়েরা সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্বিজরাজ পত্র গ্রহণ করিলে আমরা পরম বাধিত হইব। যে সকল বিষয় পাঠে তাঁহারদিগের সন্তোষ জন্মে, আমরা সেই সকল বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া তাঁহারদিগের প্রীতিলাভে সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করণে ক্রটি করিব না।

'এই দ্বিজরাজ পত্র এই আকারে প্রতি সোমবার প্রকাশ হইবেক। মাসিক মূল্য ।০ আনা বার্ষিক অগ্রিম ২৷৷০ টাকা মাত্র।...' "

'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—৫ম বর্ষের (১৮৬৩-৬৪) ২৩-২৫, ৩০-৪২ সংখ্যা।

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র

সুবোধিনী

১৮৫৭ সনে চন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় বলিয়া পাদরী লং উল্লেখ করিয়াছেন।* কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ৩৪৭-৪৮) 'সুবোধিনী'র প্রকাশকাল ১৮৫৭ সন বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকাখানি ১৮৫৮ সনের ১৩ই জানুয়ারি (১ মাঘ ১২৬৪) রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পরে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' লিখিয়াছিলেন :—

"চুঁচুড়া নগরে প্রকাশিত সুবোধিনী নাম্নী এক পাক্ষিকী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম, বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসে ইহার জন্ম হইয়াছে। সম্পাদকের নাম শ্রীরামচন্দ্র দিচ্ছিত। পত্রিকার মাসিক মূল্য ।০ আনা। প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয় বৃন্দ প্রকটিত হইয়াছে।

ঈশ্বর স্তোত্র
পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায়
সত্য মায়তনং
নীতি সার

* **Long's Returns** etc. 1859, p. liii.

শান্তি শতক
গোলেস্তাঁর অনুবাদ।
ভারতবর্ষীয় কুটীর।
মানসের প্রতি হিতোপদেশ।

আমরা প্রার্থনা করি এবম্প্রকার পত্র নিকর বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে পদ্মবনবৎ প্রকাশিত হউক্। পরন্তু সুবোধিনীর উচিত, জন্মভূমি চুঁচুড়া এবং তদন্তঃপাতি প্রদেশের সমাচার উপহার প্রদান পূর্ব্বক পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করেন, ইহাতে বিশেষ উপকার এই যে সংবাদ লিখনের অভ্যাস সুন্দররূপ হইলে তাঁহার ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি সহ সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হইবেক।' (২২ জানুয়ারি ১৮৫৮)।

'সুবোধিনী' পত্রিকা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"সুবোধিনীনামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারসিয়র পরীক্ষা পাস করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায়, সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুলস্ক্যাপ আকারের কাগজ; দুই স্তম্ভে। যাঁহারা সাধারণী দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সে সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ।" ('বঙ্গভাষার লেখক,' পৃ. ৫১৮-১৯)

'সুবোধিনী' পত্রিকার ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮ সনের ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা।

রচনা-রত্নাবলি

'রচনা-রত্নাবলি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে ("মাঘ, বঙ্গাব্দ ১২৬৪") প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপন' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, পত্রিকা ও সমাচার পত্রাদি প্রকাশিত হওয়াতে, এতদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু অপর সাধারণ লোকের উপকারার্থ বিনামূল্যে কোন মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয় না। অতএব, আমরা কয়েক বন্ধু একত্র হইয়া বিনা মূল্যে এই মাসিক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে নানা বিষয়িণী গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রকাশিত হইবেক; ...।"

প্রাণনাথ দত্ত প্রভৃতি এই মাসিক পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন। ১৮৫৮ সনের ২৪এ মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন,—

"...মহাশয়ের ৬০৫৫ সংখ্যক প্রভাকরে দেশহিতৈষি দয়াবান শ্রীমান বাবু

প্রাণনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি কর্ত্তৃক 'রচনা রত্নাবলি' নাম্নি বিনামূল্যে নূতন মাসিক পত্র সাধারণজনগণের উপকারার্থ প্রকটিত আরম্ভ হওয়াদি বিষয় পাঠ পূর্ব্বক সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি,…।"

'রচনা-রত্নাবলি' পত্রের ফাইল।—

বহরমপুর রামদাস সেনের লাইব্রেরী :—

রতন লাইব্রেরী, বীরভূম :—১২৬৪-৬৭ সাল।

হিতৈষিণী পত্রিকা

'হিতৈষিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। ১৭৭৯ শকের ফাল্গুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

"হিতৈষিণী সভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি প্রতিমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পত্র প্রয়োজন মতে ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র।…"

'হিতৈষিণী পত্রিকা' ১২৬৫ সালের বৈশাখ (১৮৫৮, এপ্রিল) মাস হইতেই প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫৮, ১লা জুলাই (১৮ আষাঢ় ১২৬৫) তারিখের 'অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্রে প্রকাশ :—

"পাক্ষিক সংবাদ।—…কলিকাতার 'হিতৈষিণী' সভা ক্ষুদ্রাবয়বে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রথম সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি।"

কলিকাতা পত্রিকা

১৮৫৮ সনের অক্টোবর মাসে 'কলিকাতা পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা মথুরানাথ দত্তের অধ্যক্ষতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যায় আছে :—

"মাসিকী, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, সংবৎ ১৯১৫ কার্ত্তিক।"

এই পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৯ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

"কলিকাতা পত্রিকা।—আমরা কয়েক দিবস হইল, কলিকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কারণ এই পত্রিকার নব্য ভব্য লেখকেরা অতি সুপ্রণালীমতে রচনাদি করিতেছেন, তাঁহারদিগের লিপিনৈপুণ্যের বিষয় আমরা আর অধিক কি প্রকাশ করিব তাঁহারদিগের লেখাই পাঠকগণকে উপঢৌকন প্রদান করিলে ভাল হয়, এই পত্রিকায় প্রথমে লেখকদিগের 'বিজ্ঞাপনী' দ্বিতীয়ে 'উপক্রমণিকা' তৃতীয়ে 'বাঙ্গালার অবস্থা-সমাজ' চতুর্থে 'বিদ্যাশাস্ত্র' প্রকাশ পাইয়াছে পত্রিকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ দত্ত, অধ্যক্ষ বাবুর সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পত্রিকার ক্রমোন্নতি হইবার বিলক্ষণ

সম্ভাবনা আছে, ভরসা করি গুণগ্রাহক মহোদয়েরা কলিকাতা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া লেখকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন, আমরা কলিকাতা পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলে পর অতিশয় সন্তুষ্ট হইব। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা কলিকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রহণ করিতেছি পাঠকগণ এতৎ পাঠেই লেখকদিগের লিপিনৈপুণ্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

উপক্রমণিকা

আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে 'বাঙ্গলার অবস্থা' এই ক্রমিকপ্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই ক্রমিক প্রবন্ধে, বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান অবস্থা সমুদায় বর্ণিত হইবে। আমাদের এ ব্যবসায় দুর্ব্ব্যবসায় বলিতে হইবে। কবিকুলললামভূত প্রভাকরসম্পাদক প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখক ও দেশহিতৈষি মহাশয়েরা ইহার নিমিত্তে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্য বশত কেহই উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই আমাদের ইহা দুর্ব্ব্যবসায় বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তথাপি সদ্বিষয়ের যত পর্য্যালোচনা হয় ততই ভাল এই বিবেচনা করিয়া, আমরা এই ক্রমিকপ্রবন্ধ প্রকাশ করিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইলাম।

ভ্রম মানুষের সহজপদার্থ। কিন্তু ভ্রমের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া সহজ নহে। এনিমিত্তে আমরা সকলকে বিশেষতঃ সম্পাদক মহাশয়দিগকে বলিয়া রাখিতেছি, আমারদের অযুক্তিসিদ্ধি বা ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে প্রকাশ করিবেন। আমরা অত্যন্ত সুখী হইব। যথার্থ ই আমাদের উদ্দেশ্য।"

'কলিকাতা পত্রিকা'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ১-৬ সংখ্যা।

পূর্ণিমা

পূর্ণিমা একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার মাসিক মূল্য ছিল তিন পয়সা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"সন ১২৬৫ সাল। ৬ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা" অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা-পাঠে জানা যায়, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'পূর্ণিমা'র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলিয়াছেন,—

"বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।··· ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' [৫ম সংখ্যায়] ও 'তাঁতিয়া টোপি।' কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা'তে আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০১)

'পূর্ণিমার' রচনার নিদর্শন হিসাবে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"পূর্ণিমা।—আহা! আমি এই নিশীথ সময়ে ভাগিরথীর, উদ্যান-শোভিত নির্জন তীরে দণ্ডায়মান হইয়া কি অপূর্ব্ব সুখই অনুভব করিতেছি। পূর্ণচন্দ্র ক্রমে ক্রমে আকাশের মধ্য সীমায় আগমন করিয়া জগৎকে যেন দুগ্ধফেনায় প্লাবিত করিয়াছেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ মেঘগুলিন্ তাঁহার সম্মুখে কেমন সুন্দর ভাবে খেলা করিতেছে। তারক পুঞ্জে নভোমণ্ডল সমাকীর্ণ হইয়া কেমন ফেনিল অম্বুরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার ক্রোড়ে ক্রোড়ে তুলারাশির ন্যায় শ্বেত সূক্ষ্ম মেঘরাশী বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইতেছে। স্থানে স্থানে এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র এক একটী মাণিকের ন্যায় দীপ্ দীপ্ করিতেছে। আকাশের নীলোজ্জ্বল বক্ষস্থলে ছায়াপথ যেন মুক্তামণ্ডিত হীরকহারের ন্যায় কেমন সুন্দর সুশোভন দেখাইতেছে। সুভ্র সুভ্র মেঘ সকল আমার চতুর্দিকে কেমন নানা বিচিত্র ভাবে বিলাস করিতেছে। কোথাও যেন ধবলাগিরির শৃঙ্গপরম্পরা উড়িয়া যাইতেছে। কোথাও বা যেন শ্বেতবর্ণ বিতান সকল বিস্তৃত হইতেছে। আর কোথাও বা যেন বলাকা সকল পক্ষ কম্পন করিতেছে। আহা! সুধাকর আপনার অধস্থিত মেঘের অঙ্গে নিমেষে কেমন সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিতেছেন এবং এক একবার সেই চিত্রের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছেন, এক একবার মুখ বাহির করিয়া যেন আমার সহিত কত আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। আমিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিব বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছি। ওগো দিগঙ্গনাগণ! তোমরা বুঝি আমার এই উন্মত্তচেষ্টা দেখিয়া এত হাস্য করিতেছ? আমার প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া হাস্য কর, অথবা তোমাদিগের হৃদয়রঞ্জণ সুখাকরের দর্শন লাভে প্রমোদিত হইয়াই হাস্য কর, বস্তুতঃ এ হাস্য অতি মধুর। আর আমি তোমাদের প্রফুল্ল বদন, মণিমুক্তাখচিত বিভূষণ, ও বিশ্ববিমোহন নৃত্য দর্শন করিয়াও আর্দ্রীভূত হইতেছি।..."

'পূর্ণিমা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—প্রথম বর্ষের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। (কীটদষ্ট)

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম বর্ষের ১-২, ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিতবিলাসিনী পত্রিকা

১৮৫৮ সনের শেষাশেষি সিমুলিয়া হরিঘোষের ষ্ট্রীটে 'হিতবিলাসিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।* এই সভা হইতে 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' বাহির হয়। খুব সম্ভব ইহা মাসিকপত্র ছিল। ১৮৫৯ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১২৬৬) মাসে 'হিতবিলাসিনী

* "আমরা গত ১৭ অগ্রহায়ণ বুধবাসরীয় পত্রে হিতবিলাসিনী সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করত..." ('সংবাদ প্রভাকর', ১২ জানুয়ারি ১৮৫৯)

পত্রিকা' প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১১ই মে ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এক জন সংবাদ-দাতার পত্রে পত্রিকাখানির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই পত্রে প্রকাশ,—

> "অপিচ 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' যাহার এক সংখ্যা সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায়ই উক্ত অদ্ভুত চিকিৎসক তারকনাথ [দত্ত] লিখিয়াছেন, তাহার সহিত উক্ত সভার সভ্যগণ অথবা সম্পাদকের কোন সম্বন্ধ নাই...।"

মনোরঞ্জিকা

১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকা হইতে 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহাই ঢাকার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্র। ঢাকার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র—বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে মুদ্রাকর হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেন। ১২৬৭ সালেই 'মনোরঞ্জিকা' উঠিয়া যায়।*

'মনোরঞ্জিকা' সম্বন্ধে ৺গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

> "ঢাকা—নর্ম্মাল স্কুলের সংশ্রবে প্রতিষ্ঠিত 'মনোরঞ্জিকা-সভা'র মুখপত্র মনোরঞ্জিকা ঢাকার সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।... আমরা 'মনোরঞ্জিকা'র কোনও সংখ্যা প্রাপ্ত হই নাই। ব্যক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও কবিতাকুসুমাবলীর বিজ্ঞাপনেই 'মনোরঞ্জিকা'র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে।"†

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য'—কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ৩৪৯।

† "চিত্তরঞ্জিকা"—শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ। 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৮, পৃ. ৭৫।

কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ*

একখানি সহজিয়া ধরণের পদসংগ্রহের পুথিতে কতকগুলি নূতন পদ পাইয়াছি। তাহার মধ্য হইতে নানা হিসাবে বিশেষত্বযুক্ত কতকগুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পুথিটিতে লিপিকাল লিখিত নাই। অক্ষর দৃষ্টে অনুমান হয় যে, পুথিটির বয়স ১৫০ বৎসরের কাছাকাছি।

নিম্নে যে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহার মধ্যে আটটি পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে। শ্রীখণ্ড অঞ্চলে ষোড়শ শতকে এক কবি 'বিদ্যাপতি' আখ্যা পাইয়াছিলেন—ইহা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন। এই বাঙ্গালী বা 'ছোট' বিদ্যাপতির বাঙ্গালা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে। শ্রীখণ্ড অঞ্চলে যে তান্ত্রিক বৈষ্ণবতার উদ্ভব হয়, তাহা আমি গত বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে এবং বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত "নরহরি সরকার ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়" প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং 'বিদ্যাপতি' ভণিতাযুক্ত সহজসাধনঘটিত পদগুলির রচয়িতা যে জনৈক বাঙ্গালী বিদ্যাপতি, ইহা আপাততঃ অনুমান করিতে বাধা নাই। কিন্তু পদগুলির রচনা যেরূপ নিম্নস্তরের এবং একভাবের, তাহাতে এবং ইহার ভাষায় যে আধুনিক রূপ দেখা যায়, তাহাতে এই পদগুলিকে ষোড়শ শতকের রচনা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ এই পদগুলি অষ্টাদশ শতকে রচিত বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অষ্টম পদটিতে 'লছিমা'র উল্লেখ লক্ষণীয়। ইহাতে লছিমাকে গুরুর পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

'বংশী' ভণিতায় যে দুইটি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা বংশীবদনের রচনা বলিয়া মনে হয় না। বংশীবদনের সাধনার কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল, এই অছিলায় কোন সহজিয়া কবি 'বংশী' ভণিতা যোগ করিয়া স্বীয় একান্ত পঙ্গু কবিতাকে সুপ্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'বংশী' ভণিতায় ইহার পূর্ব্বে কোন সহজিয়া পদ পাওয়া যায় নাই, এই হিসাবে পদ দুইটি অপূর্ব্ব। দ্বিতীয় পদটিতে 'শ্রীরূপমঞ্জরী'র উল্লেখ আছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্ততঃ এই পদটি বংশীবদনের রচনা হইতে পারে না। 'বংশী' ভণিতার পদ দুইটিতে 'চণ্ডীদাস' ও 'লোচনের' কোন কোন পদের ধ্বনি আছে।

লোচনদাসের পদটি সহজিয়া সাধন সম্পর্কিত নহে। পদটি নূতন বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল। জ্ঞানদাসের পদটিও নূতন মনে হইতেছে; ইহাও ঠিক 'সহজিয়া' পদ নহে। 'কৃষ্ণদাস' ভণিতাযুক্ত পদটি কবিরাজ গোস্বামীর রচনা না হওয়াই সম্ভব।

উদ্ধৃত পদগুলিতে তৎসম শব্দের রূপ শুদ্ধীকৃত হইল। গুরুতর স্থলে পাদটীকায় পুথির পাঠ প্রদর্শিত হইয়াছে।

* ১৩৪১।১৩ই মাঘ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বিদ্যাপতি

(১)

মানুষ মানুষ　　কহিলে কি হবে
　না জানি মানুষরীতি।
মানুষ জে জন　　স্বতঃসিদ্ধ[১] হন
　কে জানে তাহার রীতি ॥
মানুষের সঙ্গ　　জে জনা লইয়া
　না করে মানুষাচার।
উঁচাত্যে উঠিয়া　　পড়িয়া মরএ
　না হয় বিরজা পার ॥
গোলোক উপরে　　মানুষ বসতি
　তাহার উপরে নাই।
মানুষ ভাবেতে　　জে জন ভজএ
　সে জন মানুষ পাই ॥
সহজ ভাবেতে　　মানুষ ভজন
　লোকে কহে কুবিচার।
বিদ্যাপতি কহে　　এমন হউক
　আমি[২] নাহি চাহি আর[৩] ॥

(২)

ভরত মুখেতে　　সুনি ভগবান
　সহজ মানুষ কথা।
মানুষ আকৃতি　　মানুষ প্রকৃতি
　ভরত মুখেতে গাঁথা ॥
সব পরিজন　　লয়্যা সঙ্কর্ষণ
　সহজ মানুষ হল্যা।
সহজ রূপেতে　　সহজ মানুষ
　আস্বাদন সভে কৈলা ॥
এমতি করিয়া　　মানুষ ভজহ
　সহজ মানুষ ভাই।
বিদ্যাপতি কহে　　এমনি জানিহ
　ইহার পরেতে নাই ॥

(৩)

মানুষ মানুষ　　ত্রিবিধ প্রকার
　মানুষ বাছিয়া লই।
সৎসিদ্ধ[৪]মানুষ　　অযোনি মানুষ
　সংস্কার মানুষ জেই ॥
সংগস্কার[৫]জেই　　ব্রহ্মাণ্ডের সেই
　সামান্য মানুষ নাম।
অযোনি মানুষ　　গোলোকের পতি
　নিত্যস্থানে জার কাম ॥
তাহার প্রকাশ　　বৈকুণ্ঠের পতি
　লীলাকারী জার নাম।
সকল উপরে　　দিব্য বৃন্দাবন
　সহজ মানুষ ধাম ॥
আনন্দ মোহন　　এই দুই জন
　দুহেঁ দুহাঁ জানে রীত[৬]।
বিদ্যাপতি কহে　　সে জন বুঝিবে
　ইহাতে জাহার চিত ॥

(৪)

সহজ ভাবেতে　　সহজ ভজন
　জে জন সহজ হয়।
সহজাস্বাদন　　করে জেই জন
　সেই সে সহজময় ॥
সহজ এ দেহে　　কেবল জানএ
　বিকার নাইখ মনে।
সহজ প্রমাণ　　ব্রজগোপীগণ
　আস্বাদে সহজ সনে ॥
সহজ নাম　　বিরল ধাম
　সহজ জাহার রীত।
সহজ করিয়া　　জে জন জানএ
　বিকার না হয় চিত ॥

১। 'সতসির্দ্ধ'। ২। 'য়ামি'। ৩। 'য়ার'। ৪। স্বতঃসিদ্ধ। ৫। সংস্কার। ৬। 'রিত'।

সহজ আকৃতি সহজ প্রকৃতি
এই দেহে জেবা জানে।
সহজের সনে বিদ্যাপতি ভনে
এই সার মোর মনে ॥

(৫)

মানুষ মানুষ সবাই বলএ
মানুষ নিগূঢ় কথা।
কেমন মানুস কিবা প্রেমরস
মানুস বসতি কোথা ॥
পিরিতি সাগ্নরে তাহার মাঝারে
তাহার নিকটে সেই।
বসতি জানিয়া মানুস বসতি
তবে সে পাইবে সেই ॥
বেদবিধি পার বেভার আচার
বেদ বিষ্ণু নাই জানে।
সকল জগত করে আনন্দিত
কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥

(৬)

সহজ কথাটি সুন গো সই।
সহজ পিরিতি ভজন এই ॥
নিজ দেহ দিয়া সেবিতে পারে।
সহজ পিরিতি কহিএ তারে ॥
সহজ রসিক করএ প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত ॥
সহজ মানুষ দেহেতে সেবে।
সে পুন রসিক জগত মাঝে ॥
সহজ মরমে মজিল জারা।
পিরিতি ভজন বুঝিল তারা ॥
সহজ নাগর নাগরী হল্যে।
সহজ পিরিতি না ছাড়ে মল্যে ॥
সহজ মরমে জে হল্য রত।
তাহার মহিমা কহিব কত ॥
বিদ্যাপতি কহে সহজ রীত।
বুজিয়া নাগরী করিবে প্রীত ॥

(৭)

পদ্ম বিনা ভ্রমর চম্পকে মধু পিএ না।
বিশেষে রসিক জন রস বিনা জিএ না ॥
বিশেষে রসিকের কথা বড়ই মধুর।
ছিণ্ডীলে না ছিণ্ড জায় মৃণালের সুত ॥
বিবাদ বিচ্ছেদ ভাই নহে চিরদিন।
লাঞ্ছনে কাঞ্চন জেন না হয় মলিন ॥
ইক্ষুক মধুর কত না জায় ছেদনে।
এমতি জানিবে ভাই সুজনের সনে ॥
দুজনে সুজন হয় তবে জানি প্রেম।
পোড়ায়্যা ঝোড়ায়্যা জেন সোয়াগাতে হেম ॥
বিদ্যাপতি বলে ভাই সাবধান হয়্য।
বচন বিষম বড় বুঝ্যে কথা কয়্য ॥

(৮)

লছিমা আমার স্বরূপের গুরু।
তাহার চরণ কলপতরু ॥
লছিমা আমার নঞান কোণে।
অনুরাগ রাখি সদাই মনে ॥
শয়নে সপুনে সকলি সে।
তাহারে সঁপ্যেছি আপন দে ॥
চরণে শরণ লয়েছি আমি।
জা কর তা কর লছিমা তুমি ॥
ও দুটি চরণ সেবিব ভাবে।
হেন দিন মোর হইব কবে ॥
কহে বিদ্যাপতি এই সে মন।
উপাসনা মোর লছিমা ধন ॥

[পত্রাঙ্ক ৬ক-৭ক]।

বংশী

(১)

ভাবের উপরে ভাবের বসতি
তাহার উপরে ভাব।
আর মধু তাহে চাঁপার পাকুড়ি
গন্ধেতে ভেদিল লাভ ॥
জত জত জন রসিক কহায়
কেহ সে রসিক নয়।
তর তম করি নিশ্চয়ে বুঝিলাম
কোটিকে গোটিক হয় ॥
(কোন) কোন রসে কোন রসের উদয়
কোন সুখে কোন সুখ।
এ সুখ মাধুরী পসিয়া না পিএ
এ বড় দারুণ দুখ ॥
সভার উপরে কিবা সে ঝামরু
তাহার উপরে কে।
তাহার উপরে জে সুখ আছএ
রসিক পিয়এ সে ॥
শৃঙ্গার সে রসে ভাবের উল্লাসে
মরম কহিএ তারে।
রসিক জে জনা বুঝএ সে জনা
বংশী আস্বাদিতে পারে ॥

(২)

গোপীভাবোপরে পতিভাব আছে
তাহে গুরুজনা গাঁথা।
তাহার উপরে উপপতিভাব
কিএ অদভুত কথা ॥
আছিল কলিকা হল্য বিকশিত
তাহাতে হইল সুধা।
ফুলের সৌরভে ভ্রমরা গুঞ্জরে
রাশি রাশি পিএ মুদা ॥
জত গোপকন্যা রূপে অতি ধন্যা
পতিরস নাহি চায়।
পিরিতি করিয়া পতি করি মানে
রসিক না কহি তায় ॥
সভার উপরে শ্রীরূপমঞ্জরী
তাহার উপরে রাধা।
এ সুখ মাধুরি পসিয়ে জে পীএ
তার মন কহি সাধা ॥
শৃঙ্গার রসকে মিছার কহিএ
পরকিয়া কহি যেভা।
তাহার উপরে অতি সুমধুর
পিরিতি আখর নেহা ॥
আর অদভুত অধর চুম্বিত
ই কথা কহিব কারে।
দেখিলাম বিচারি সাধে ব্রজনারী
বংশী আস্বাদিতে পারে ॥

[পত্রাঙ্ক ৭খ-৮ক]

লোচন

শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরী।
শরদ পূর্ণিমার চাঁদ গমনমাধুরী ॥
কুমকুম জিনিয়া তার অঙ্গের মাধুরী।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ফিরে গুঞ্জরি গুঞ্জরি ॥
মঞ্জরীর মাঝে মাঝে রাইএর গমন।
সুখদ কাননকুঞ্জে শ্যামের মিলন ॥
চামরে চম্পকলতা ঝাঁপিয়া রাখিল।
অলখি দুহাঁর অঙ্গ রসেতে ভরিল ॥
তরুণ তমাল শ্যাম রাই কাঁচা সোনা।
লোচনদাসের মনে উপজল প্রেমা ॥

[পত্রাঙ্ক ৫ক]

জ্ঞান

নিরবধি লীলা করে নির্জ্জন কাননে।
ছয় জন বিনে তাহা অন্যে নাই জানে॥
ডালে বসি কোকিল পঞ্চম করে গান।
রাধাকৃষ্ণ নাই জানে তাহার সন্ধান॥
আচম্বিতে একজন হইল বাহির।
নগরে য়াসিয়া তেঁহ বলাল আহির।
আভীর হইয়া স্থান করএ মার্জ্জনা।
তাহা দেখি রাধাকৃষ্ণ করেন বাসনা॥
স্থান মার্জ্জনা করি করিলা গমন।
জ্ঞান কহে নাই জানে সনক[১] সনাতন॥

[পত্রাঙ্ক ৫ক]।

কৃষ্ণদাস

স্থন হে রসিকজন কহি মর্ম্ম কথন
গোলোকের পার আছে আর।
চতুর্দ্দিগে সখীগণ তার মাঝে বৃন্দাবন
তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ সার॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের মাঝে রত্নসিংহাসন সাজে
কিশোরী কিশোর নিত্যরঙ্গে।
শ্রীরাধাচরণ হৈতে মঞ্জরী প্রকাশ তাথে
সরূপমঞ্জরি তার সঙ্গে॥
শ্রীরাধার চরণ আশে ভক্তগণ ফিরে পাশে
ধন্য ধন্য শ্রীবৃন্দাবন।
কৃষ্ণদাস কহে সার এই তত্ত্বের বিস্তার
কাঁহা পাও এ রসিকগণ॥

[পত্রাঙ্ক ৩ক]।

শ্রীসুকুমার সেন

১। শৌনক।

দানলীলাচন্দ্রামৃত

ভূমিকা *

'পদকল্পতরু'র ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মালি-হাটির যদুনন্দন দাসরচিত নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন :—

১। কর্ণানন্দ,

২। রসকদম্ব বা রূপ গোস্বামিকৃত 'বিদগ্ধ মাধবে'র পদ্যানুবাদ,

৩। কবিরাজ গোস্বামীকৃত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত কর্ণানন্দের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত যদুনন্দন দাস বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের এক পদ্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত কর্ণানন্দের প্রকাশক মহাশয় বলেন যে, "সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচখানি গ্রন্থ যদুনন্দন দাসের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।" কিন্তু তদ্‌রচিত পঞ্চম কোন গ্রন্থ না পাইয়া তিনি পদকল্পতরুর যদুনন্দন-ভণিতাযুক্ত পদনিচয়কে উক্ত পঞ্চমগ্রন্থ-রূপে ধরিয়া লইয়া সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, যদুনন্দন কৃত 'দান-কেলিকৌমুদীর অনুবাদ' আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উক্ত প্রকাশক মহাশয়ের অনুমান আর নির্ভুল বিবেচিত হইবে না। 'দানলীলাচন্দ্রামৃত' নামক এই দানকেলিকৌমুদীর অনুবাদের ভূমিকায় (৬১ পঙ্‌ক্তি) যদুনন্দন দাস নিজ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এই গ্রন্থের প্রচার লোকসমাজে বিশেষ সীমাবদ্ধ থাকাতেই হয় ত ইহা কালক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। গত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে সংস্কৃত পুথি খুঁজিতে খুঁজিতে আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিশালায় 'দানলীলাচন্দ্রামৃতে'র সন্ধান প্রাপ্ত হই এবং কলিকাতাস্থিত বাংলা পুথির কোন তালিকায় ইহার সন্ধান না পাইয়া আমি এই পুথিকে অ-দ্বিতীয় মনে করি। পরে কলেজের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া পুথিখানির নকল সমাপনান্তে শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ অদ্বৈত-বংশাবতংস শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপে জানিলাম যে, দান-কেলিকৌমুদীর যদুনন্দন দাসকৃত অনুবাদ বৃন্দাবন হইতে বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তায় বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থখানির এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম যে, এই মুদ্রিত গ্রন্থ বৃন্দাবনে প্রাপ্ত একখানি পুথির মুদ্রিত রূপ মাত্র এবং সংস্কৃত

* 'যদুনন্দন দাসের দানলীলাচন্দ্রামৃত গ্রন্থের পরিচয়' এই নামে ১৩৪১।২৯এ মাঘ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কলেজের পুথি ও এই মুদ্রিত গ্রন্থ মিলাইয়া দানলীলাচন্দ্রামৃতের একখানি বিশুদ্ধতর সংস্করণ প্রস্তুত হইতে পারে।

দানকেলিকৌমুদী শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত কৃষ্ণ-লীলাত্মক রূপক-উপরূপক কয়েকখানির অন্যতম। ইহা এতৎশ্রেণীস্থ অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত। ইহার নাট্যত্ব ও সাহিত্যিক মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে থাকিলেও বিশেষভাবে কেবল বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের জন্যই এই গ্রন্থ আদরণীয়। সেই হেতু যদুনন্দন দাস সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে অনভিজ্ঞ ভক্ত পাঠকবর্গের জন্য এই অনুবাদগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগত নহে; স্থানে স্থানে ভাবানুবাদ মাত্র করা হইয়াছে। যথা—

"ঘট্টশুল্কপ্রদানায় গুহাতিথ্যগ্রহায় বা।
স্পৃহা তে হেমগৌরাঙ্গি গিরস্তাং গোচরীকুরু॥"

এই শ্লোকের অনুবাদে যদুনন্দন লিখিতেছেন :—

"ঘট্টদান দিবা কি এ যাইবা গুহায়।
হেমঅঙ্গি কিসে স্পৃহা কহ তা নিশ্চয়॥"

অথবা,

"সেয়ং মুগ্ধে শিখরদশনা পদ্মরাগাধরৌষ্ঠী
রাজন্মুক্তাস্মিতমধুরিমা চন্দ্রকান্তস্ত বিম্বা।
উদ্দীপ্তেন্দ্রোপলকচরুচিঃ পশ্য হীরাধিকেত্তি
ত্যক্তুং যুক্তা ন কিল তরুণী রত্নমালামহিষ্ঠা॥"

ইহার অনুবাদে যদুনন্দন লিখিতেছেন :—

"দশন দাড়িম্ববীজ-আভা মণিগণ।
পদ্মরাগমণি ওষ্ঠ-অধরে সাজন॥
বহু মুক্তা বিরাজয়ে হাস মাধুরীতে।
চন্দ্রকান্তি মণিবিম্ব বদন শোভিতে॥
ইন্দ্রনীল মণি হয় কেশ মনোরম।
জাম্বুনদ মণিঅঙ্গ অতি বিলক্ষণ॥
তরুণিমরত্নমালা সর্ব্ব অঙ্গে ধরে।
হেন কি কহিতে যুক্ত শুন বৃন্দা তোরে॥"

কিন্তু খুব মূলানুগত না হওয়ার ফলে এই অনুবাদের উপাদেয়তা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলা যায় না; কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যে অর্থশ্লেষাদি এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহার সৌন্দর্য্য অনুবাদকালে রক্ষা করা একান্ত দুঃসাধ্য। গ্রন্থকার যে এ বিষয়ে অসাধ্য সাধনের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া তাঁহার পদ্যানুবাদটিকে একটি সরস মৌলিক রচনার আকার দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যিক বিচারক্ষমতা ও উচ্চাঙ্গের রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন, "যদুনন্দন দাস রচনাশক্তি ও

কবিত্বের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে একটু উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।…সেই প্রাচীন যুগে পদ্যানুবাদ বলিতে অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ—এই সকলের অদ্ভুত খিচুড়ী বুঝা যাইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে কতিপয় ভাগবতীয় শ্লোকের পদ্যানুবাদই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদুনন্দন দাস কিন্তু সেরূপ পদ্যানুবাদ করেন নাই। প্রাচীন যুগের অনুবাদকদিগের মধ্যে ইঁহাকে বোধ হয় সর্ব্বোচ্চস্থান দিলেও অসঙ্গত হইবে না।" (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ ১৯৪-১৯৫)।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত উক্তি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। যদুনন্দন দাসের অনুবাদে এমন একটি সহজ সরল অনবদ্য ভঙ্গী আছে, যাহাতে উহাকে মৌলিক রচনা মনে করিতে কষ্ট হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ হইতে নিম্নোদ্ধৃত স্থলটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি সুমাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে।
হা হা কুলাঙ্গনামন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোহে॥ ধ্রু॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি স্নেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি অণু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়য়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥"

দানকেলিকৌমুদীর অনুবাদেও যদুনন্দন স্থানে স্থানে তাঁহার সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনাভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন, যথা :—

শোণবর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্র কুণ্ডলী করিয়া।
মস্তকে ধরয়ে স্বর্ণ ঘটী ঘৃত লৈয়া॥

উজ্জ্বলবরণী রাই মন্থর গমনে।
চলি জায় সম-বয়-বেশ সখি সনে॥
মানস গঙ্গার তীরে চলিয়া আইসে।
অলঙ্কার করে রূপে ভুবন অশেষে॥

কিন্তু এই সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাণিকায় বেশির ভাগ স্থলেই অর্থশ্লেষের আধারে রসস্ফুর্ত্তির প্রয়াস রহিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বভাববর্ণনার বড়ই অসদ্ভাব। তাই অনুবাদও তদনুযায়ী করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ ও রাধার সখাসখীদের কথার অনুবাদে বিস্তর 'তৎসম শব্দের' ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রচনা সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ ও সুললিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। উহাতে মূলের সরল ও নাটকীয় গতিভঙ্গী বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

দানলীলাচন্দ্রামৃতের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। খুব সম্ভব, ইহা কর্ণানন্দের পূর্ব্বে যদুনন্দনের প্রথম বয়সে রচিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের বিরলপ্রচার এবং অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় কাব্যাংশে ইহার ন্যূনতা দেখিয়া ইহাই আন্দাজ করিতে ইচ্ছা হয়। যদি আমাদের এই অনুমানের কোন সার্থকতা থাকে, তবে এই গ্রন্থ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়, এবং সেই হিসাবে আমরা ইহাকে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গীভূত মনে করিতে পারি।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

একচত্বারিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

রঙ্কিণী দেবী

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রঙ্কিণী দেবী নিতান্ত অপরিচিতা নহেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বহু স্থলে দেবীর প্রসঙ্গ আছে। ঢেকুর পালার ইছাই ঘোষ দেবীর সেবক ছিল; আবার কানড়া যখন বিভ্রাটে পড়িল, তখন দেবী তাহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। সপ্তদশ সর্গে দেখি, চণ্ডী তাহাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, 'কছু রঙ্গ হইবে'। এই রঙ্গ ও রঙ্ক মিশিয়া গিয়াছে, অনেক স্থলে রঙ্কিণী হইয়াছেন রঙ্গিনী'।

"রঙ্গিণী উড়িলা রণে রুধিরলোচনা" (১৯০ শ্লোক)

"তার রক্তে পূজিব রঙ্কিণী ভদ্রাকালী" (জাগরণ পালা, ৪০৮ শ্লোক)

কানড়া যেখানে চণ্ডীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা পাঠ করিতেছেন, সেখানে দেখি,—

রক্ষ রক্ষ রঙ্গিণী রঙ্গিণী রণমাঝে।
রণ রণ রবে উরি রাখ দশভুজে॥ (জাগরণ পালা)

শুধু ধর্ম্মমঙ্গলে নহে, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর চৌতিশায়ও রঙ্গিণীর উল্লেখ দেখিতেছি,—

রাজার সনে হৈল রণ রক্ষা নাহি আর।
রঙ্গিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার॥

আবার কালিকামঙ্গলে,—

মৌলায় রঙ্কিণী বন্দো। জোড় করি পাণি।
ভাণ্ডারহাটে বন্দিলাঙ সাবিত্রী গোসানি॥
(সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৮)

রঙ্কিণী শূলিনী নৃমুণ্ডমালিনী
তোমারে গায় হরিবংশে (ঐ, পৃঃ ১২)

সখীগণ বলে বাণী   অই আইল মালিনী
বলে বিদ্যা নৃপতিনন্দিনী।
হোইল উছুর বেলা   মোর কার্য্যে কর হেলা
কবে আমি পূজিব রঙ্কিণী॥ (ঐ, ৫৮ পৃঃ)

রঙ্কিণীর রূপান্তর আমরা পাইয়াছি, রঙ্গিনী। রঙ্কিণী রঙ্গিনী তো বটেনই, আবার পুরাণ প্রভাবে রুক্মিনীও। তাঁহাকে স্থলবিশেষে বাশলীও বলা হয়। উড়িষ্যায় রঙ্ক কথাটা এখনও চলে, তাহার অর্থ—উন্মাদ'। সিংভূম জেলায় বহড়াগড় নামে এক স্থান আছে, সেখানে ইহার অর্থ রাক্ষসী। কালপ্রভাবে শব্দের যে অর্থবিকার ঘটে, ইহা হয় ত তাহার দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান যুগেও দেবতা নানা স্থানে পূজিত হইতেছেন।

---

* ১৩৪১।৩০এ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ছোট নাগপুরের সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় রঙ্কিণী দেবীর এক মন্দির আছে। ইহা ষ্টেশন হইতে আধ মাইলের কম দূরে, এবং থানা ও বাজারের মাঝামাঝি। দেবী অষ্ট-ভুজা, পাদপীঠে শবমূর্ত্তি। উপরের দুই ভুজে করী উত্তোলিত; সমগ্র মূর্ত্তিটী প্রস্তর-নির্ম্মিত। পুরোহিত রামচন্দ্র পাণ্ডা, উড়িষ্যা দেশ হইতে আগত, পুরী পঞ্চক্রোশীর নীলগিরি নাকি তাঁহার আদি নিবাস; তবে চারি পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা এইখানেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে ধ্যান মন্ত্র লিখিয়া লইলাম, চারি চরণে শ্লোক, শেষ চরণটী হইতেছে,—

রক্তাঙ্গীং শববাহনাং সদনুজাং ধ্যায়েৎ সদা রঙ্কিণীম্ ॥

এ শ্লোক কোথাকার, জিজ্ঞাসা করায় তিনি কালিকাপুরাণ ও বরাহতন্ত্র দেখিতে বলিলেন। ঘাটশিলার মন্দিরে কৃষ্ণপক্ষের সকল অষ্টমীতেই দেবীর বিশেষ পূজা হয়; জন্মাষ্টমী ও সীতাষ্টমী উপলক্ষে দুই রাত্রি ধরিয়া পূজা চলিতে থাকে। জিতাষ্টমী উপলক্ষে মহিষ বলি দেওয়া হয়। ধলভূমরাজের কুলদেবী বলিয়া তাঁহার সমধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, এবং রাজসরকার হইতে যে সব নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হয়, তাহাদের উপরিভাগে থাকে—

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র রঙ্কিণীচরণে শরণম্

কিম্বদন্তী শোনা যায়—দেবীর এক সময়ে রাক্ষসী আকার ছিল। পঞ্চেটের কোনও শক্তিমান্ দৈত্য অভিভূত করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি পলাইয়া এক ধোবার নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। সে তখন সুবর্ণরেখাতীরে কাপড়গাদী ঘাটে কাপড় কাচিতেছিল। ধোবা তাঁহাকে কাপড়ের গাদার মধ্যে লুকাইয়া রাখিল, দৈত্য কোনও সন্ধান না পাইয়া চলিয়া গেল। বিপদে আশ্রয় দানের জন্য এই ধোবাকে রাজত্ব দান করা হয়, এবং সেই আদিরাজার নাম অনুসারে রাজবংশের উপাধি এখনও ধবলদেব রাখা হইয়াছে—যদিও সেই রাজবংশের কেহ এখন গদিতে নাই, এবং বর্ত্তমান রাজা রাজপুতকুলসম্ভূত বলিয়া দাবী করেন। অন্য কিম্বদন্তী অনুসারে দেবী ছিলেন কোনও রাজপুতবংশের কুলদেবী। আশ্রিত কুলাধিপতি ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, এবং এইরূপে ধলভূম পর্য্যন্ত যান। এমন সময়ে কুলাধিপতি সহসা পিছন দিকে তাকাইলেন, দেবী আর অগ্রসর হইলেন না; সেখানেই থামিলেন। তিনি যেখানে থামিয়াছিলেন, সুবর্ণের খাতিরে ঠিক সেইখানটীতে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি আজও বিরাজমান। স্থানীয় লোকেরা তাঁহার পূজা করিতেছে। আমাদের দেশে সাক্ষিগোপাল মূর্ত্তি প্রসঙ্গে, গ্রীক গায়ক অর্ফিউয়াস্ ও তাঁহার মৃতা স্ত্রী ইউরিডাইসির উপাখ্যানের মূলে ইহারই অনুরূপ কাহিনী আছে।

মহুলিয়ার নিকটে এক পাহাড়ে পূর্ব্বে মন্দির ছিল, সেখানে রঙ্কিণীর সম্মুখে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। দেবী স্বয়ং নাকি জল গ্রহণ করিতেন, নরহত্যা নিজেই করিতেন, এই অঞ্চলে বহু স্থানে নরবলির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দোলজেড়ী মৌজায় মহুলিয়ার নিকটে বহু উপকায়স্থ পরিবারের বাস; তাহারা পূর্ব্বে এইরূপ বলিসংগ্রহে সাহায্য করিত বলিয়া জনশ্রুতি। অবশ্য এ সকল বলি গোপনেই সংগ্রহ করা হইত,

এবং গোপনেই বলি দেওয়া হইত; কিন্তু চন্দ্ররাখাব ভূঁয়া, যিনি ১২ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ ভূমির অধিস্বামী ছিলেন এবং যাঁহার নাম ছিল দিগ্‌সর্দ্দার, তিনি বাঙ্গালা ১২৭৫-এ ধলভূমরাজের বিরুদ্ধে এই গোপন কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তখন হইতে আর নরবলি হয় না। ঘাটশিলার মন্দিরে এখন নরবলির পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলিকায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাই বলি দেওয়া হয়।

রঙ্কিণী দেবীর পূজা এখনও এই অঞ্চলে নরসিংগড়, বহড়াগড়া, নরসিংগড় হইতে তিন চার মাইল দূরে নূতনগড়, পরিহাটী, কোকপাড়া, হলদিপুকুর প্রভৃতি স্থানে হইয়া থাকে। এইগুলি সমস্তই পুরাতন গ্রাম। সিংভূম জেলায় চক্রধরপুর ষ্টেশন হইতে ৭।৮মাইল দূরে কেরা; কেরার যিনি ঠাকুর সাহেব, তাঁহার রঙ্কিণী হইতেছেন কুলদেবী। হলদিপুকুরে এক খণ্ড প্রস্তর রঙ্কিণী নামে পূজা পাইয়া থাকে, তাহার উপর কোনও মূর্ত্তি খোদাই নাই। ইহাও নাকি ধলভূমরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পুরোহিত করোপাধিক জনৈক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, এবং শুনিলাম, প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে ইহার সম্মুখেও নরবলি দেওয়া হইত। এখনও বহু নরনারী অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এখানে মানত করে। বহড়াগড়া ও অন্যান্য গ্রামে কোনও না কোনও বড় গাছের মূলদেশে দেবীর "স্থান" আছে। জীবিত পশু বলি দেওয়া ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ মাটির তৈরী হাতী ঘোড়া সিঁদুর মাখাইয়া দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। ঘাটশিলা হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী হরিণধুকড়ী গ্রামে বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় এমন একটী রঙ্কিণীর স্থান দেখিয়াছিলাম।

কেওঞ্ঝরগড়ে আনন্দপুরের নিকট কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে "রাণ্‌কাণি" দেবীর পূজা দেওয়া হয়। সেখানকার শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ভাবগ্রাহী মহান্তি মহাশয়ের নিকট এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বদিন দেহুড়ি বা গ্রাম্য দেবতার পূজক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেবীর সম্মুখে ৪।৫টী 'কালিশী' উপস্থিত করিবার ভার লয়। দেহুড়ি পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন গ্রামবাসীকে শিখাইয়া পড়াইয়া রাখে,—তাহারা উপবাস করিয়া যথাসময়ে হাজির হয়। পূজা আরম্ভ হইতেই অন্ততঃ তেরটী মাটীর ভাঁড়ে করিয়া গ্রামদেবতার সম্মুখে 'পণা' ভোগ দেওয়া হয়। তেরটী ভাঁড়ের একটি গ্রামদেবতার জন্য, অন্য বারটী 'রাণ্‌কাণি' দেবীর জন্য। ২।৪ জন গ্রামবাসী এই ভাঁড়গুলি মাথায় করিয়া গ্রামের শেষে চৌমাথা পর্য্যন্ত যায়। কালিশীদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রামদেবতার, কেহ বা মঙ্গলার, কেহ তারিণীর এবং অন্য সকলে রাণ্‌কাণির পক্ষ গ্রহণ করে। এই শোভাযাত্রার পিছনে পিছনে হাড়ীরা ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যায়, তাহাদের সঙ্গে ঝুনা নির্ম্মিত পাত্রে ধূপ পোড়ান হয়। গ্রামের শেষে চৌমাথায় গিয়া তাহারা পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে। যাহারা কালিশী সাজিয়াছিল, পূজার শেষে তাহারা 'দশা' পায়, এবং তাহাদের মাথায় ও মুখে জল ঢালিলে তবে তাহারা চেতনা ফিরিয়া পায়। তখন তাহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে,—পথে কখনও পিছন ফিরিয়া তাকায় না।

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, রঙ্কিণী দেবী পূর্ব্বে কেওঞ্ঝর অঞ্চলে গ্রামদেবতারূপে বিরাজিত ছিলেন, পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের দিকে যাত্রা করিলেন? শুদ্ধ প্রস্তরখণ্ড হইতে পরে অষ্টভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ,—ইহাই ছিল তাহার পরিণতি। *

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

* রঙ্কিণী দেবী ও নরবলি সম্বন্ধে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

(১৮৬০-১৮৬১)

সংবাদপত্র

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র—কাকিনীয়া, রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'কেষাঞ্চিৎ রঙ্গপুর-বাসিজনানাং'-এর প্রেরিত পত্রে এই সাপ্তাহিক পত্র-প্রকাশের আয়োজনের কথা আমরা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারি। পত্রখানি এইরূপ :—

> ...কুণ্ডিগোপালপুরে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামক এক সমাচার পত্র প্রচার ছিল, তথাকার ভূম্যধিকারি বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে ঐ পত্রেরও অবসান হয়, তৎপরে এদেশে দ্বিতীয় পত্র প্রকাশ হয় নাই। সম্প্রতি কাকিনীয়ার ভূমাধিকারী দেশহিতবৎসল শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বহুব্যয়ে কলিকাতা হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও তদুপযোগী সমস্ত দ্রব্য এবং কর্ম্মচারি আনাইয়া কাকিনীয়া রাজধানীস্থ ভূগোলোক বাটীতে এক যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়াছেন, এই যন্ত্র হইতে অচিরেই 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' নামক এক সংবাদ পত্র প্রকাশ হইবেক এমত সম্ভাবনা আছে।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রের প্রকাশকাল লইয়া গোল আছে। কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ১৯১, ৪৪২) ইহার প্রকাশকাল "১৮৬১ সন" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮৬০ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'ও প্রকাশ—

> বৈশাখ ১২৬৭।—...রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র রঙ্গপুর অন্তর্ব্বর্ত্তি কাকিনীয়া ভূগোলক বাটী ভূমাধিকারী শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে প্রকাশ হয়। (১৪ই মে ১৮৬০)

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশে'র সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। ১৮৬৫ সনের গোড়ায় তিনি সম্পাদকীয় কার্য্য ত্যাগ করেন। ১৯এ এপ্রিল ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র পাঠে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় :—

> রঙ্গপুর দিকপ্রকাশের পুরাতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন রঙ্গপুর অতীব অস্বাস্থ্যকর স্থান, তিনি পুনরায় রঙ্গপুর প্রত্যাগত হওনাবধি একদিনের জন্যও স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় ৺শম্ভুচন্দ্র রায় মহাশয়ের যত্নে রঙ্গপুরে উক্ত যন্ত্র স্থাপিত ও পত্র প্রকাশিত হয়। মফস্বলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত সর্ব্বপ্রথমে শম্ভুবাবু করিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে মফস্বলে বাঙ্গলা ছাপাখানা ছিল না।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম ভাগ—১০, ২১-২২, ২৫, ৩০-৩১, ৩৩, ৩৫-৩৬, ৩৮ ও ৪৩ সংখ্যা।
দ্বিতীয় ভাগ :—৫২, ৫৪, ৫৮, ৬০-৬১, ৬৩-৬৯, ৭২-৭৩, ৭৫ সংখ্যা।

ঢাকাপ্রকাশ

১৮৬১ সনের মার্চ মাসে 'সোমপ্রকাশে'র অনুকরণে ঢাকা হইতে 'ঢাকাপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সপ্তম সংখ্যার তারিখ—৭ই বৈশাখ ১২৬৮, বৃহস্পতিবার। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ঢাকাপ্রকাশের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৫এ ফাল্গুন ১২৬৭ (৭ই মার্চ ১৮৬১), বৃহস্পতিবার।

১৩৩৭ সনের ৭ই বৈশাখ (৭০ ভাগ, ১ম সংখ্যা) তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' তৎকালীন সহকারী-সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "ঢাকাপ্রকাশের জীবনকথা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের অন্তর্গত ঢাকাপ্রকাশের "পূর্ব্ববিবরণ" অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল :—

"ঢাকাপ্রকাশের জন্ম ও বাল্যজীবন।—পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক 'মনোরঞ্জিকা' তুলিয়া দিয়া উহার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গ একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং তাহারই ফলে বিগত ১২৬৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন [ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ, ২৫এ ফাল্গুন হইবে] বৃহস্পতিবার ঢাকাপ্রকাশ জন্ম গ্রহণ করে।...ঢাকাপ্রকাশ প্রথমে প্রতিসপ্তাহে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত, এবং উহা 'গুরুবার' বলিয়া পত্রিকায় মুদ্রিত আছে; ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ৺মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্রিকার অঙ্কে মজুমদার মহাশয়ের নাম প্রকাশকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাম কোথায়ও দেখা যায় না; ইহা হইতে বুঝা যায়, সে সময় সম্পাদকের নামেই পত্রিকা প্রকাশিত হইত, এবং মজুমদার মহাশয়ই মূল সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বৎসর পত্রিকা রয়েল চারি পেজী ফর্ম্মার ২ ফর্ম্মা বা ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইত, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল 'ডাকমাশুল সমেত ৫৲ টাকা'। প্রথমাবধিই ঢাকাপ্রকাশ

'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'

এই ঋষিবাক্য সাধনমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আজিও তাহা অব্যাহতই আছে, কেবল বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয় উহার সহিত চরণের অপরার্দ্ধ

'প্রসাদাদিহ ধূর্জ্জটেঃ'

যোগ করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয় বৎসরে ঢাকাপ্রকাশের কলেবর পুষ্ট হইয়া ৩ ফর্ম্মা বা ১২ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়, এবং তখন উহার মূল্যও 'ডাক মাশুল সমেত ৮৲ টাকা' নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগণের মধ্যে অনেকেই নব প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সমর্থক ছিলেন; কাযেই প্রথমাবধি ঢাকাপ্রকাশে এই ধর্ম্মমত মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। চতুর্থ বৎসরের ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় বালিয়াটীনিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী 'ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' নামে ঢাকাতে আর একটী মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন, এবং মজুমদার মহাশয় ঢাকাপ্রকাশের কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় 'বিজ্ঞাপনী' নামে অপর একখানি সাপ্তাহিক

পত্র প্রচারে যত্নবান্ হন। বিজ্ঞাপনী বাহির হইয়াছিল কি না, * এবং বাহির হইয়া থাকিলে কতদিন জীবিত ছিল, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই।...

মজুমদার মহাশয় ঢাকাপ্রকাশের কার্য্যভার ত্যাগ করিলে, তদানীন্তন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং পরবর্ত্তী স্কুল ইনস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন [ঢাকা শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক] উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, এবং ২৩ হইতে ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঢাকাপ্রকাশ তাঁহার সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হয়; এই কয় সংখ্যায় সেন মহাশয়ের নাম প্রকাশক রূপে মুদ্রিত আছে। এই ২৩ সংখ্যা হইতে পত্রিকা গুরুবারের পরিবর্ত্তে শুক্রবার বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ৩৭ সংখ্যায় প্রকাশক রূপে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর নাম মুদ্রিত দেখা যায়; কিন্তু ৩৮ সংখ্যা হইতে ৺গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করায়, ৪র্থ বর্ষের বাকী কয় সংখ্যা তাঁহার নামেই প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ষে বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক-রূপে পরিচিত হন, এবং প্রিণ্টার প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পঞ্চম বর্ষ হইতেই পত্রিকাপ্রকাশের দিন শুক্রবার পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া রবিবার করা হয়; সেই হইতে এ পর্য্যন্ত রবিবারই ঢাকাপ্রকাশ যথারীতি প্রকাশিত হইতেছে।

উপরিউদ্ধৃত অংশে প্রকাশ, ৪র্থ বৎসরের ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকাপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। এই উক্তি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। সম্পাদকীয় দায়িত্ব মজুমদার মহাশয়ের উপর ছিল না। 'ঢাকাপ্রকাশে'র ৪র্থ বৎসর ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নাম 'প্রকাশক' রূপেই পাওয়া যায়। যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি 'ঢাকাপ্রকাশে'র দ্বিতীয় বর্ষের শেষাশেষি কর্ম্মচ্যুত হন। তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ 'সোম-প্রকাশ পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দুইটি হইতে জানা যাইবে:—

বিবিধ সংবাদ।—৩রা অগ্রহায়ণ সোমবার। আমরা [১২৬৯ সন] ২৮এ কার্ত্তিকের ঢাকাপ্রকাশ দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। এই পত্র যাঁহাদিগের সম্পত্তি, তাঁহারা নিতান্ত কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বতন সম্পাদক তত্রত্য দেশহিতৈষিণী সভার যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য নব্য সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির অসারবৎ ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইয়াছিল। এই অপরাধে অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। সম্পাদক কি মিথ্যা কথা লিখিয়াছিলেন? ঢাকাপ্রকাশ আমাদিগের হস্তে আসিবার পূর্ব্বে আমরা ঐ সম্বাদ পাইয়াছিলাম, কেবল ঢাকানিউসে বিপরীত বৃত্তান্ত প্রকাশ হওয়াতে আমরা তাহা প্রকাশ করি নাই। অধ্যক্ষেরা স্বার্থের অনুরোধে অথবা অন্তবিধ অনুরোধে যখন ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিলেন, তখন ঢাকাপ্রকাশ হইতে যে উপকার লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমরা হতাশ হইলাম। অধ্যক্ষেরা বিনা পক্ষপাতে বলুন দেখি ব্রজসুন্দর ও কাশী [ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়?] বাবুর ব্যবহার তাঁহাদিগের যোগ্য হইয়াছে কি না? ('সোমপ্রকাশ', ২৪ নবেম্বর ১৮৬২)

ঢাকাপ্রকাশের পদচ্যুত সম্পাদক আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এক পত্র বার্ত্তা প্রকাশিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন। এ পত্র প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। সকলেই দেশহিতৈষিণী সভাকে পূর্ব্বেই চিনিয়াছেন। ('সোমপ্রকাশ,' ১ ডিসেম্বর ১৮৬২)

এই পদচ্যুত সম্পাদক কে, জানা গেল না। ইনি কি মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়? 'ঢাকাপ্রকাশে'র ৫ম বর্ষের কোন্ সময় হইতে পত্রিকা-প্রকাশের ভার প্রসন্নকুমার

* 'বিজ্ঞাপনী' পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; যথাস্থানে ইহার কথা আলোচিত হইবে।

ভৌমিকের উপর পড়ে, তাহার আভাস ১৮৬৫ সনের ৩রা নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে :—

> সোমপ্রকাশের ন্যায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঢাকাপ্রকাশ এতদিন শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিল, এক্ষণ অবধি প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবে এবং শুক্রবারের পরিবর্ত্তে রবিবার প্রকাশের নিয়ম হইয়াছে। আজিকাল সম্পাদকদিগের নাম পরিবর্ত্তন একটী অভ্যাস হইয়া উঠিল। এখন আর সাধ্যপক্ষে কেহ আপনার উপর ঝোঁক রাখিতে চাহেন না। এ উপায় মন্দ নয়!

'ঢাকাপ্রকাশ' এখনও বাঁচিয়া আছে এবং নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

ঢাকাপ্রকাশ আপিস :—১ম বর্ষ (১ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা বাদে), তৃতীয় ও ৬ষ্ঠ বর্ষ। শ্রীযুত ভবতোষ দত্ত, এম-এ, এই কয় বর্ষের 'ঢাকাপ্রকাশ' হইতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ২৯শ সংখ্যা।

মনোহর

'মনোহর' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা যোড়াসাঁকো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত ; সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহার "২য় ভাগ, ১৯ সংখ্যা"র তারিখ—২৫এ নভেম্বর, ১৮৬১। অর্থাৎ 'মনোহর' পত্রের ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১০ই জুন ১৮৬১ (২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮)। ইহা হইতে মনে হয়, কাগজখানি ১৮৬০ সনের জুন মাসে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'মনোহর' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—২য় ভাগ, ১৯-২২ সংখ্যা।

বঙ্গ হিতার্থিনী

১৮৬১ সনের মে মাসে (বৈশাখ ১২৬৮ ?) 'বঙ্গ হিতার্থিনী' নামে একখানি নূতন পত্রিকা—খুব সম্ভব সাপ্তাহিক—প্রকাশিত হয়। ১৮৬১, ২০এ মে তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।— ...বঙ্গ হিতার্থিনী নামে এক খানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত।

ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র

১২৬৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (মে, ১৮৬১) মাস হইতে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র' নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র রত্নাবলীর মর্ম্মানুবাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহার সম্পাদক। ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সবিস্তর লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদক অত্রত্য কতিপয় প্রধান ও ধনবান লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্দারাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহার মূল্যগ্রহণ রীতি করা

হয় নাই। সম্পাদক ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সাহায্যদান করিয়াছেন এবং যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য তারক চূড়ামণির কৃত বিজ্ঞাপন অবিকল গ্রহণ করিলাম।

'বিজ্ঞাপন—নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রে সাহায্য করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর		২৫০
„ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর		২৫০
„ রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর	}	১৫০
„ রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুর		
„ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়		৫০০
„ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর		১০০
„ অভয়াচরণ গুহ		৫০
„ রমানাথ ঠাকুর		৫০
	মোং	১৩৫০

এক সহস্র তিন শত পঞ্চাশ টাকামাত্র

শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি সম্পাদক।'

* * *

সম্পাদক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিতেছেন। এবম্বিধ বিষয়ের অনুশীলন এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এতাদৃশ বিষয়ের অনুশীলন ব্যতিরেকে দেশের শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবিত নহে। উক্ত পত্র খানি উত্তম অক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইতেছে, পাঠ করিয়া পাঠকগণ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। গুণ বিচার কালে আমাদিগের লেখনী যেমন অগ্রসর হয়, দোষ বিচার কালে সেরূপ হয় না, দোষ বিচার করিয়া নূতন লেখকের উৎসাহ ভঙ্গ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু একটী দোষের উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন বিধেয় হইতেছে না। আমরা উক্ত সম্পাদক ও তাঁহার পাঠকগণের উপকারার্থই সেই দোষোল্লেখরূপ অপ্রিয় কার্য্য স্বীকার করিলাম। উক্ত পত্রের রচনায় প্রসাদ গুণের অল্পতা দৃষ্ট হইল। সম্পাদক তৎসংশোধনে যত্নবান হউন, এই আমাদিগের আশংসনীয়।

'ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রে'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যা।

সংবাদ সজ্জনরঞ্জন

১৮৬১ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৮) গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' নামে একখানি দ্বিসাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬১, ১লা জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে পাই,—

এই আষাঢ় মাসে সজ্জনরঞ্জন নামে আর একখানি সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আকার ভাস্কর পত্রের ন্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক। এই পত্র প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতি দুই দিন করিয়া প্রকাশ হইবে। ইহাতেও রাজনীতিঘটিত বিষয় সকল লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদকের ব্যগ্রতা ও পত্রের

নূতনত্ব নিবন্ধন প্রথম সংখ্যায় যে কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহা সংশোধিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ পত্রও দেশের শ্রেয়ঃসাধন করিবে।

প্রকৃতপক্ষে ইহা 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পত্রের নবপর্য্যায়; কারণ, এই পত্রিকাখানি সর্ব্বপ্রথম ১৮৪৯ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত হইয়া ১৮৫৮ সনে বন্ধ হইয়া যায়।

এই পত্রের শিরোনামের নীচে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত:—

লোকানাং কিল তাপহেতুরধুনা ক্ষেত্রজ্ঞতো ভাস্করো
গুপ্তেহস্তেহপি প্রভাকরেশ্বর ইতো রামাহ্বতেনামুনা।
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেহখিলে
চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া কলঙ্কিততয়া সম্বর্দ্ধর্শে কথং॥
সোমঃ সোহপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্রকাশস্তু সঃ
অন্যেষাং কিমু বার্ত্তয়া জনমনোবিস্রাপয়ন্ত্যা ভৃশং।
সম্বন্ধব্যবহারদর্শনবিধৌ সোহপোষ এবাধুনা
আস্তাং সজ্জনরঞ্জনো মণিবরো গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতঃ॥

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' এই শ্লোকটির উপর যে মন্তব্য করেন, তাহাও উদ্ধৃত করা হইল:—

ইহা পুনরায় আমাদিগকে সেই কদর্য্য পত্র প্রচারণ কাল স্মরণ করাইয়া দিল; আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক এ শ্লোকটি তুলিয়া দিবেন; এবম্বিধ শ্লোক সত্ত্বে সজ্জনরঞ্জন কখনই সহৃদয়হস্তে স্থান পাইবে না। পুষ্পে কীট দেখিতে পাইয়াও কে তাহার আঘ্রাণ লইয়া থাকে? (১৭৮৩ শক, আষাঢ়, পৃ. ৫৮-৫৯)

পরিদর্শক

১৮৬১ সনের জুলাই (?) মাসে 'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক পত্র জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার আবির্ভাব সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬১, ২২এ জুলাই লিখিয়াছিলেন:—

পরিদর্শক নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী এতৎ সম্পাদন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। নূতন বলিয়া এক্ষণে আমরা এতদ্বিষয়ে আপনাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে অভিলাষী নহি। এখন ইহার প্রশংসা স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার রীতিক্রমে ইহার রচনা হইতেছে। এখন এ গুণও পরম দুর্লভ জ্ঞান হয়।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (১৭৮৩ শক, আষাঢ়, পৃ. ৫৯) এই দৈনিক পত্রখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ লেখেন:—

পরিদর্শক।—এক খানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শকসম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

'পরিদর্শক' পত্রের অনটনের উল্লেখ করিয়াই কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নাই; সে অনটন দূর করিবার জন্য শেষে তিনিই অগ্রসর হইলেন। ১৮৬২ সনের ১৪ই নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদক হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইল। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ ভাষার ইতিহাস' (পৃ. ৮৬) পুস্তক হইতে জানা যায়, 'পরিদর্শক'-সম্পাদনে কালীপ্রসন্নের সহকারী ছিলেন—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। 'পরিদর্শকে'র এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৮৬২, ২৪এ নভেম্বর তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন,—

> পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটাই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যে রূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয় সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায় গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরিতৃপ্ত আছি। এবিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পরিদর্শক যে পরোচ্ছিষ্ট গ্রাহী হন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে সম্বাদ সংগ্রহার্থ লোক নিয়োজিত করুন, এই আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ। প্রথম দিবসের পরিদর্শকের প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, সম্পাদক সেইটী স্মরণ করিয়া কার্য্য করেন, এই আমাদিগের বাসনা। তাহা হইলে কেবল যে আমরা পরিতোষ লাভ করিব এরূপ নয়, বঙ্গদেশের মুখও উজ্জ্বল হইবে।
>
> > "অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদ পত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাহারা ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদিও সংবাদ পত্র পাঠে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী পত্র পাঠেই তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হয়। ইংরাজী পত্র না পাইলেও তাঁহাদিগের বাঙ্গলা পত্র পাঠ করিতে ভক্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের অধিকাংশই অসার ও অকর্ম্মণ্য, কেহ কেহ ইংরাজী পত্র হইতে এক মাসের পুরাতন সংবাদ অনুবাদ করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া থাকেন, কোন কোন বাঙ্গলা সংবাদ পত্র কোন একখানি ইংরাজী পত্রের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কোন কোন সম্পাদক হিতৈষিতা বিস্মৃত হইয়া কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনেই ব্যাপৃত আছেন। ইংরাজী পত্রের মুখপ্রেক্ষী নহে এরূপ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রই নাই। বিশেষতঃ ইংরাজি পত্রের যত দূর সংবাদ সংগ্রহ ও যতদূর সুবিধা হয়, বাঙ্গালা পত্রের তত দূর সংবাদ সংগ্রহ ও সুবিধা হইবার উপায় নাই, ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ অধিকাংশ ব্যক্তিই উক্ত কারণে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রপাঠে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ

বাঙ্গালিদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সমুদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা ব্যাপারকে নিতান্ত দূষণীয় অথবা আদরণীয় বিবেচনা করেন, হয় ত আমরা দেশ ও অবস্থা ভেদে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ অমুক জাহাজ অমুক স্থানে আসিয়াছে অমুক দিন অমুক জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে, ইংরাজী পত্রে এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালির কি উপকার হইতে পারে? ফলতঃ বাঙ্গালা পত্রে বাঙ্গালির উপযোগী যত উত্তম উত্তম বিষয় প্রকাশিত হয়, ইংরাজি পত্রে তত দূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বাঙ্গালির রীতি নীতি ও প্রকৃতি অবগত নহেন সুতরাং দেশহিতৈষী বাঙ্গালি সম্পাদক বাঙ্গালিদিগের মন যত শীঘ্র আবর্জ্জিত করিয়া সৎপথে স্থাপন করিতে পারেন ইংরাজেরা তত শীঘ্র পারিয়া উঠেন না। বিশেষতঃ যে ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, সেই ভাষাতেই সংবাদ পত্র প্রচার করা উচিত, কারণ কোন একটী হিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাধারণে তাহা অবিলম্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারেন। অধুনা বঙ্গদেশে যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্র প্রচার হইতেছে প্রায় তৎসমুদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র সুতরাং তাহাতে সংবাদ পত্রের উপযোগী সমুদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা এই পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম। বাঙ্গালিদিগের উপযোগী যে সকল বিষয় অন্যান্য ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পত্রে প্রকাশ হইয়া উঠিত না তাহাও ইহাতে প্রচারিত হইবেক। যে সকল কারণে বাঙ্গালা পত্রে সাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণ রূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য পথ হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক কখন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কুসংস্কার রাশি নিরাকৃত হয় তদ্বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিব, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, অজ্ঞানান্ধ ভ্রাতৃগণকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করা, পরাপকারি ও প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ এই সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি, আমরা শিশুকাল হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যার পর নাই সেবা করিতেছি, পরন্তু তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে এই মাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে যদ্যপি দেশহিতৈষী মহাশয়গণ আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে অধিক কাল বিলম্ব হইবে না।”

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন ‘পরিদর্শক’ প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৬৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ‘সোমপ্রকাশ’ লিখিলেন :—

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে

যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্তর বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে। ইংরাজী সমাচার পত্রাদির ন্যায় সমাচার পত্র পাঠের মর্ম্মজ্ঞ ও তৎপাঠে অনুরক্ত লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আজিও অধিক হন নাই যথার্থ বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাঁহাদিগের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দোষক্ষেপ কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালিদিগের দিন দিন পাঠ ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু সেই বুভুক্ষার অনুরূপ ভোজ্য লাভ না হওয়াতে তাহার আবার মান্দ্য হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এই রূপ, সম্পাদকদিগের যথারীতি পত্র সম্পাদন ক্ষমতা বিরহ বাঙ্গলা সমাচার পত্রের উন্নতির সমধিক প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। ভাল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলে কাহার তাহাতে লোভ না জন্মে? ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন, এখন এরূপ অনেক লোক হইয়াছেন। আমরা সম্পাদকের একটী সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে? যে যে রূপ ব্যবহার করুক না কেন? সম্মুখে যত কেন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না, সমুদায় অতিক্রম করিয়া সৎকর্ম্মসাধন করিব, মহতের এইরূপ মহতী প্রতিজ্ঞা চাই। অল্পে ভগ্নোৎসাহ হওয়া আমাদিগের একটী নৈসর্গিক দোষ, তাহাতেই এদেশের উন্নতি এত পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়াছে।

দৈনিক 'পরিদর্শক' পত্রের তিরোধানের আট বৎসর পরে 'সাপ্তাহিক পরিদর্শক' প্রকাশের সংবাদ আমরা পাই। ১৮৭২, ৮ই মে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখিয়াছিলেন :—

We have received the second number of the *Saptahik Paridarshak*...

'পরিদর্শক' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম বর্ষের ১২২ ও ১৩৫ সংখ্যা। এই দুই সংখ্যার তারিখ যথাক্রমে ১৩ই ও ২৮এ ডিসেম্বর ১৮৬১।

সুধাকর

'সুধাকর' নামে একখানি সমাচার-পত্র খুব সম্ভব ১৮৬১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সনের ৬ই জানুয়ারি তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

'সুধাকর' অন্য অন্য অনেক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের ন্যায় কেবল সামান্য বিষয় দ্বারা পরিপুরিত না হইয়া, মহার্থ বিষয় সকলকে স্বহৃদয়ে স্থান দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ক্রমশঃ ইহার লিপি-নৈপুণ্যও দৃষ্ট হইতেছে।

'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিয়া মনে হয়।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

এই পত্রখানি খুব সম্ভব ১৮৬১ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়। 'রসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করাই ইহার উদ্দেশ্য। ১৮৬২, ৯ই জুনের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ—

বিবিধ সংবাদ।—২৬এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার। পাঠকবর্গ এই সোমপ্রকাশেই দেখিয়াছেন 'যেমন

কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে এক খানি জঘন্য সমাচার পত্র হইয়াছিল। রসরাজের সহিত প্রতি-যোগিতা করাই উহার উদ্দেশ্য। উহার গুণ রসরাজের অপেক্ষা নূ্যন নহে। আমরা শুনিলাম রসরাজ সম্পাদকের ন্যায় উহারও সম্পাদক শ্রীঘরবাসী হইয়াছেন। অবিনয়ের ফল ভোগ কে নিবারণ করিবে? আমরা পূর্ব্বে সাবধান করিয়াছিলাম।

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক পত্র ছিল।

ফরিদপুর দর্পণ

১৮৬১ সনের ৩রা অক্টোবর 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রে 'ফরিদপুর দর্পণ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

> বিজ্ঞাপন।—আমরা কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির সাহায্যে 'ফরিদপুর দর্পণ' নামক একখানি পাক্ষিক সম্বাদপত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করি।
>
> পত্রিকা খানির আয়তন ঢাকাপ্রকাশ অপেক্ষা বড় নূ্যন হইবে না।
>
> বার্ষিক মূল্য প্রায় ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। ভরসা করি বিদ্যোৎসাহি স্বদেশ হিতৈষি মহাশয়গণ স্ব ২ নাম ও অভিপ্রায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইলেই আমরা একান্ত উপকৃত হইব। বিস্তারিত বিবরণ অনুষ্ঠান পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।
>
> ১৭ আশ্বিন ১২৬৮ সাল। শ্রীআলাহেদাদ খাঁ
>
> বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর।
>
> জেলা ফরিদপুর।

'ফরিদপুর দর্পণ' শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি-না, এখনও জানিতে পারি নাই।

মাসিকপত্র

সত্যপ্রদীপ

'সত্যপ্রদীপ' একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র। ১৮৬০ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।* ইহার প্রকাশক—খ্রীষ্টান্ ভার্নাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যপ্রদীপ' ১৮৬০ সনে প্রকাশিত হইয়া ১৮৬৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

'সত্যপ্রদীপ' পত্রের ফাইল।—

> ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৬১)। ১৮৬১ সনের জানুয়ারি সংখ্যার উপর লেখা আছে "১নং, ২ খণ্ড।"

---

* "A monthly Magazine for the young *The Lamp of Truth*, 18 pp., was commenced in 1860 by the Christian Vernacular Education Society, and was continued till the end of 1864. The entire circulation each year was as follows: 32,795; 26,360; 16,800; 13,589; 15,564."—Murdoch's *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* (1870), p. 25.

জ্ঞানচন্দ্রিকা

'জ্ঞানচন্দ্রিকা' একখানি মাসিকপত্র। ইহার সম্পাদক ছিলেন কবি বলাইচাঁদ সেন। বোধ হয়, তাঁহারই নামানুসারে পত্রিকার শীর্ষদেশে 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' নামের নীচে "কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা" (কৃষ্ণের অগ্রজ=বলাই) মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত "পত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক শ্রীবলাইচাঁদ সেনস্য" স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপনে এই মাসিকপত্রের মূল্য শীঘ্র প্রদান করিবার অনুরোধ আছে, "যেহেতু শ্রীশ্রী ৬শারদীয়া পূজা অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে।" ইহা হইতে মনে হয়, 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' ১৮৬০ সনের এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬৭) মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'জ্ঞানচন্দ্রিকা' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (খণ্ডিত)।

কবিতাকুসুমাবলী

'কবিতাকুসুমাবলী' ঢাকার একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৬০ সনের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শক) ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। ইহা একখানি পদ্যবহুল পত্রিকা; প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার কলেবর পদ্যেই পরিপূর্ণ ছিল। তৃতীয় সংখ্যা হইতে কিছু-কিছু গদ্য ইহাতে স্থান পাইতে থাকে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "কবিতা আলোচনার আবশ্যক" প্রবন্ধে 'কবিতাকুসুমাবলী'-প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আছে :—"ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।"* 'কবিতাকুসুমাবলী'র কণ্ঠদেশে যে শ্লোকটি থাকিত, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক :—

সন্তোষয়তু সর্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্।
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী ॥

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'কবিতাকুসুমাবলী'তে প্রায়ই পদ্য লিখিতেন।

কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"কবিতাকুসুমাবলী এক বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিল কি না, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই।" 'কবিতাকুসুমাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।" এই সংখ্যা হইতে প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন'টি উদ্ধৃত করা গেল; ইহা পাঠে অনেক কথা জানা যাইবে :—

> "**বিজ্ঞাপন।** কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এইক্ষণ অবধি ইহা প্রতিমাসের বিংশতি দিবসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের সমীপস্থ হইবে। যদ্যপি কখন কোন অপ্রতিকার্য্য দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, ভরসা করি এ প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবেক না।

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য'—কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ৩৫৩।

বিগতবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসে এই পত্রিকা প্রথম জন্মগ্রহণ করত কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানাকারণ বশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিত-রূপে প্রকাশিত হয়। তন্নিবন্ধন গ্রাহকগণমধ্যে অনেকে কবিতাকুসুমাবলীকে সংশয়িতজীবন বোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কতিপয় বন্ধু বিশেষ আনুকুল্য করিয়া ইহার জীবন রক্ষণে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহার পুনঃপ্রচারণে সাহস করিলাম। এক্ষণে গ্রাহকগণ কিঞ্চিৎ সানুকম্প ব্যবহার করিলেই বোধ হয় আর এই পত্রিকাকে সংশয়িত-প্রাণা হইতে হইবে না।

গতবর্ষে যে প্রণালীতে এতৎ পত্রিকার রচনা কার্য্য সম্পাদন করা গিয়াছে, এবারেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে প্রথম-ভাগের মধ্যে মধ্যে গদ্য প্রবন্ধেরও সন্নিবেশ করা যাইত, এবারে সেই নিয়মটী প্রায় অবলম্বন করা যাইবে না। যেহেতু আমাদের গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই কবিতাকুসুমাবলীতে সমধিক কবিতা দর্শনের স্পৃহা রাখেন, এবং সেই স্পৃহা পরিপূরণার্থ আমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়াছেন।

এবার আমরা কবিতাকুসুমাবলীর কায়িক শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম, অত্রত্য যন্ত্রালয়ের অপরিপূর্ণতা-নিবন্ধন তাহা সম্যক পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলাম না। তথাপি যতদূর পারি, তদনুষ্ঠানে অযত্নপর থাকি না। এক্ষণ অবধি আমরা কবিতাকুসুমাবলীর আর দুইটী পেজ বৃদ্ধি করত তাহাকে সুদৃশ্য আবরণে আবৃত করিয়া গ্রাহকসমীপে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতদ্বশতঃ আমাদের ব্যয়বাহুল্য হইলেও আমরা সাধারণের সুলভার্থ ইহার মূল্য অধিক নির্দ্ধারণ করিলাম না।

এক্ষণ অবধি প্রদেশমধ্যে যাঁহারা কবিতাকুসুমাবলী গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা ডাক মাস্থল সহ বার্ষিকমূল্য (২।• টাকা) প্রেরণ না করিলে আর পত্রিকা প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা প্রথমাবধি কুসুমাবলী গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এতন্নিয়ম অবগত্যর্থ এবারেও তাঁহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইল। যাঁহার২ ইহা গ্রহণে স্পৃহা হয়, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বেই মূল্য প্রেরণ করিবেন, অন্তথা তাঁহাদের নিকট আর পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

বিদ্যোৎসাহিতা গুণের উপর নির্ভর করিয়া এবারেও কোন২ বিজ্ঞ মহোদয়ের সমীপে বিনা প্রার্থনায় পত্রিকা পাঠান গেল, তাঁহাদের যদ্যপি কাহার গ্রহণেচ্ছা হয়, মূল্য সহ পত্র পাঠাইবেন, রীতিমত পত্রিকা প্রেরণ করা যাইবেক। নতুবা তাঁহারদিগের নিকট কবিতাকুসুমাবলী প্রেরণে ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

কবিতাকুসুমাবলীর স্থানীয় গ্রাহকের সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যাই অনেক। অতএব তাঁহাদিগের সুলভের নিমিত্ত

আমরা এই নিয়ম অবধারণ করিতেছি, যে তাঁহারা যদ্যপি কবিতাকুসুমাবলীর প্রদানে একান্তই অশক্ত হয়েন, মাস২ পত্রিকা গ্রহণ করিয়া মাস মাস মাসিক মূল্য ৵১০ আনার হিসাবে মূল্য পরিশোধ করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু যিনি প্রথম মাসের মূল্য দ্বিতীয় মাসে আদায় না করিবেন, তাঁহাকে আর পত্রিকা দেওয়া হইবে না।

পরন্ত বিজ্ঞাপ্য এই যে বিশৃঙ্খলা বিনির্মুক্ত হইবার আশয়ে আমরা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয়ভাগ প্রচার না করিয়া ভাদ্র মাস হইতে ইহাকে সংখ্যা বিশিষ্ট করিয়া প্রচারিত করিলাম।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশক।"

'কবিতাকুসুমাবলী'র পদ্য-রচনার নিদর্শনস্বরূপ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "মঙ্গলাচরণ"টি উদ্ধৃত করা গেল :—

মঙ্গলাচরণ

হেমন্ত হইলে অস্ত ঋতুকুলেশ্বর,
যতনে সাজান বনস্থলী-কলেবর,
(যেমন প্রণয়ীজন অনুরাগভরে,
প্রিয়া-তনু নানাসাজে অলঙ্কৃত করে।)
হরিতে লাবণ্য যত মানবের মন,
দিয়া নানা-বনরত্ন-কুসুমাভরণ।
অহো বনস্থলী-রূপ হেরি সে সময়,
আনন্দ অর্ণবে ভাসে কার না হৃদয় ?
উপবন-শোভাহর-পুষ্পাজীবদলে,
হরে লয়ে সে সকল ভূষা স্বস্ব বলে ;
নিদয়হৃদয় যথা ভীম দস্যুগণ,
লুটে অসহায়ারাজ-বালা-আভরণ।
প্রকাশিতে স্ব স্ব শিল্প-চতুরতা-সার।
গাঁথে নানাকৌশলসম্পন্ন চারুহার।
কিন্তু হে বিশ্বরঞ্জিনি! সে কুসুমাবলী,
কতক্ষণ হেরে নর হয় কুতুহলী ?
কতক্ষণ আর তাহা ফুল্ল ভাব ধরে ?
কতক্ষণ আর তাহা সুবাস বিতরে ?
কতক্ষণ আর তাহা মন মুগ্ধ করে ?
শোভাশূন্য হয়ে পড়ে দণ্ডদুই পরে।
হে ভবরঞ্জিকে! কবি-হৃদয়-আসনে!
তোমার প্রসাদ-লব্ধ যত কবিগণে,
স্বভাবোপবন হতে করিয়া চয়ন,
কবিতাকুসুমাবলী করে যে গ্রন্থন,
সে হার কি আর মাতঃ ম্লান কভু হয় ?
চিরদিন সমভাবে সম ভাবে রয়।
ভাবুক সজ্জনগণ-মন-মধুকরে,
নানারস-মধুপান সদা তাহে করে।
কিন্তু দেবি, হেন হার করিতে গ্রন্থন
পারে কয়জন বল পারে কয়জন ?
হে সারদে! তুমি কৃপা করি যেই পুত্রে,
কবিতাকুসুমাবলী কল্পনার সূত্রে ;
শিখাইলে কটাক্ষেতে করিতে গ্রন্থন,
পারে সেইজন মাত্র পারে সেইজন।
বল গো সারদে! আমি কিরূপে এখন,
কবিতাকুসুমাবলী করিব গ্রন্থন ?
নাই সে কবিত্বশক্তি—যার বলে কবি,
বচনে চিত্রিত করে প্রকৃতির ছবি।
নাই তব কৃপাবল যে বলের বলে,
কবিকুল অনশ্বর অবনীমণ্ডলে।
কল্পনার সূত্র নহে সুদীর্ঘ আমার
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি কি প্রকার ?
এদাসে কর গো গুণী আপনার গুণে,
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি বিনাগুণে।

'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—দ্বিতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা।

১৮৬০ সালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আরও তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার প্রথম বর্ষের 'কবিতাকুসুমাবলী' (১৮৬০-৬১) হইতে এগুলির নামধাম সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম বর্ষের 'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করিতে না পারায় আমরা মজুমদার-মহাশয়ের গ্রন্থের ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৬৫-৬৭) সাহায্যে এই তিনখানি মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।—

১। নবব্যবহার সংহিতা

ঢাকা সদর আমীন আদালতের উকীল রামচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে আইন, সার্কুলার অর্ডার ও অন্যান্য বিধি প্রকাশিত হইত। ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল—অগ্রিম ৪৲ টাকা। 'নবব্যবহার সংহিতা' ১২৬৭ সালের আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে বাহির হইয়াছিল। 'কবিতাকুসুমাবলী' ইহার প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে লেখেন,—

> পাঠকবর্গের আপাততঃ রাজনীতি রসশূন্যা বোধ হয় বটে; কিন্তু তজ্জন্যই এতৎপাঠে উপেক্ষা প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সত্য বটে বিজ্ঞান বিদ্যা, গণিত বিদ্যা, সুকুমার বিদ্যা, সমধিক উপকারিণী কিন্তু রাজনীতিও অকিঞ্চিৎকরী নহে। রাজনীতিতে পরিজ্ঞান জন্মিলে বিচারশক্তি সমুন্নত হয়, আনুসঙ্গিক দেশাধিপতির শাসনপ্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মে। শাসন-প্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মিলে ধর্ম্মাধিকরণে আদৃত হওয়া যায়। তন্নিবন্ধন বহুল উপকারের সম্ভাবনা। অতএব আমরা ভরসা করি 'নবব্যবহার সংহিতা' জনসমাজের আদরণীয় হইতে পারে।

১৮৬২ সনের ১৪ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৬৯) তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পাঠ করিয়া আমি 'নবব্যবহার সংহিতা' সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। এই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'নবব্যবহার সংহিতা' সম্বন্ধে সম্পাদক নিম্নলিখিত "বিজ্ঞাপন" প্রকাশ করিয়াছেন :—

> বিজ্ঞাপন।
>
> প্রতি মাসের গবর্ণমেণ্টের গেজেটে যে সকল আইন ও সরকুলর অর্ডর এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্তাবতের অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া 'নবব্যবহার সংহিতা নাম' পত্রিকাকারে প্রতিপক্ষে, প্রতি মাসে আমি প্রকাশ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি। যখন আমি সাধারণের রাজ নিয়ম শিক্ষার এক নূতন উপায় ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়াছি তখন আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ পত্রিকাকারে প্রচার করিতে কেবল আমি একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব গবর্ণমেণ্টের আদেশঅনুযায়ি কার্য্যাকরণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে অন্য কেহ যেন তিন মাসের প্রকাশিত সমুদায় আইনাদির বাঙ্গলা অনুবাদ শ্রেণী পূর্ব্বক পত্রিকাকারে প্রচার না করেন। যদি কেহ তাহা করেন তবে তিনি আমার ক্ষতি পুরণের দায়ী হইবেন।
>
> শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক
>
> ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল।

২। ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী

এই পত্রিকাখানি ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে মাসে-মাসে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন—বিক্রমপুর দুধুরিয়া নিবাসী কৈলাশচন্দ্র সরকার। ১২৬৭ সালের শারদীয় পূজার পূর্ব্বে 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। বিক্রমপুর- কুকুটীয়া সংস্কারশোধিনী

বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে এই মাসিক-পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কুকুটীয়া মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার। 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' পত্রিকার পরে 'কুকুটীয়া সংস্কারশোধিনী' প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে আমি আর একটু সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। পত্রিকাখানি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১২৭৪ সালের চৈত্র সংখ্যা 'পল্লী-বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :—

> কিয়দ্দিবস বিগত হইল বিক্রমপুর হইতে "সংস্কার সংশোধিনী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল, তাহা প্রকাশকগণের শৈথিল্যে এবং নানাবিধ অন্তরায়ে বর্ষেক গত না হইতে হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।......ভাগ্যকুল নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত প্রেমচান্দ রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের পক্ষে শ্রীজগন্নাথ সরকার। ১৮৬৮ ইং ৩রা এপ্রিল।

বিজ্ঞান কৌমুদী

কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ৩৪৬) লিখিয়াছেন :—

> ১৮৬০ অব্দে জগমোহন তর্কালঙ্কার 'বিজ্ঞানকৌমুদী' নামে এক খানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন,......'বিজ্ঞানকৌমুদী' অধিক দিন কৌমুদী ছড়াইতে পারেন নাই।

এই পত্রিকার কোন খণ্ড, বা সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার প্রচারের উল্লেখ আমি এখনও পাই নাই।

(১) গদ্যপ্রসূন। (২) গদ্য মাসিক।

কেদারনাথ মজুমদার পূর্ব্ববঙ্গের আরও দুইখানি মাসিক পত্রিকার নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৬৭) :—

> 'গদ্যপ্রসূন'—ঢাকা সুত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা খানা বাহির করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। মনোরঞ্জিকা উঠিয়া গেলে গদ্যপ্রসূন বাহির করেন। ইনি মধ্যে বিদ্যাধর দাসের সহিত 'গদ্য মাসিক' নামেও এক খানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

এই দুইখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬১ সনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাথধর্ম্মে বেদতত্ত্ব

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও পরিষৎ-পত্রিকার ৩১শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনায় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, নাথধর্ম্ম যে বেদমূলক, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। প্রবন্ধের আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়গণ এই বিষয়ে আরও অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

উক্ত প্রবন্ধের মূল ভিত্তিস্বরূপ কয়েকখানি পুস্তিকা—অনাদিপুরাণ, হাড়মালা গ্রন্থ ও যোগিতন্ত্রকলা অদ্যাপিও হস্তলিখিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। ইহার বাহিরে "বেদমালা" নামক একখানি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথি কাছাড় জেলার একজন নাথ যোগীর গৃহে পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তিকাখানিতে প্রশ্নোত্তরছলে বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত আছে এবং ইহার বর্ণিত বিষয়ের সহিত অনাদিপুরাণ ও যোগিতন্ত্র-কলায় বর্ণিত বেদ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির অনেক সাদৃশ্য আছে।

পুঁথিগুলির রচনার কাল নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের হাতে যেগুলি পৌছিয়াছে, সেগুলি ৮৬ বৎসরের পূর্ব্বের নকল হইতে উদ্ধৃত। ডাঃ বড়ুয়ার মতে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, "ইহা আজকালের নিতান্ত আধুনিক সময়ের রচনা নহে। ইহাও নিশ্চিত যে, ইহা অতিশয় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনাও নহে।" বহিগুলির ভাষা ও বর্ণবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিতান্ত পক্ষেও যদি ইহা আড়াই শত তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বহিগুলির মূল্য আছে। আড়াই শত তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও নিতান্ত গ্রাম্য বাঙ্গালা ভাষায় বেদের নানা তত্ত্ব আলোচিত হইত—বিশেষতঃ নাথ যোগীদের মধ্যে—ইহা বড় কম আনন্দের বিষয় নহে।

প্রামাণ্য শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বেদ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত আছে, উপরোক্ত পুস্তিকাগুলিতে ঐ সমস্ত বিষয়ের কতকগুলি একটু নূতন ভাবে লেখকের ইচ্ছামত স্থান পাইয়াছে। লেখক যে, কোনও বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না;—তখনকার দিনে হয় ত এই সমস্ত তত্ত্ব সদা সর্ব্বদা সমাজের সাধারণ্যে, অথবা নিজ গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে মুখে মুখে আলোচিত হইত।

বেদের উৎপত্তি

"বেদমালা"র মতে বেদ সরস্বতী হইতে উৎপন্ন; সরস্বতী সাবিত্রী হইতে উৎপন্না। সাবিত্রী গায়ত্রী হইতে, গায়ত্রী ব্যাসতি (=ব্যাহৃতি) হইতে, ব্যাহৃতি অগ্নি ও বায়ু হইতে, বায়ু আকাশ হইতে ও আকাশ অন্ধকার হইতে উৎপন্ন। এখানে আমরা প্রথমত শ্রুতির "সেই পুরুষ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টির কামনা করিলেন, তাঁহার কঠোর তপস্যার ফলে ত্রয়ী

বিদ্যার সৃষ্টি হইল। সেই ত্রয়ী বিদ্যাই ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ। ব্রহ্মই সেই ত্রয়ী বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, এবং ব্রহ্ম হইতেই বেদত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিল।"—এই প্রসিদ্ধ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্ধকার হইতে সৃষ্টির কল্পনা ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের[১] "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্" ইত্যাদি বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।

শতপথ ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রজাপতি, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ ও সূর্য্য হইতে সামবেদ সৃষ্টি করেন। এই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া বেদমালালেখক একটু গোলমাল করিয়াছেন। তাঁহার মতে "সামবেদের চন্দ্রমণ্ডলে স্থিতি" ও "যজুর্ব্বেদের বহ্নিমণ্ডলে মণিময় আবরণে স্থিতি"। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই।

তার পর বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে কথা প্রচলিত আছে, বেদমালাতে সে কথারও উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্মার প্রথম বা পূর্ব্বমুখ হইতে ঋগ্বেদ, দ্বিতীয় বা দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় বা পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ ও চতুর্থ বা উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদমালামতে প্রথম হইতে সাম, দ্বিতীয় হইতে যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় হইতে ঋগ্বেদ ও চতুর্থ হইতে অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন।

বেদের সংখ্যা

সাধারণতঃ সকলেই জানেন, বেদ চারিখানা এবং উপরি উক্ত বিষ্ণুপুরাণের মতে উহা ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অনাদিপুরাণ, বেদমালা ও যোগিতন্ত্রকলাতে আরও দুইখানি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধেও এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছিল[২]।

সামবেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিলবেদ ষষ্ঠম বেদ সার ॥—যোগিতন্ত্রকলা।

আবার— সামবেদ যজুর্ব্বেদ ঋগ্‌বেদ আর।
নিল অনিলবেদ ষষ্ঠম বেদ সার ॥
ষড়বেদে যোগীমুত্তমাং।—বেদমালা।

এই ষড়্‌বেদের তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। এই অতিরিক্ত বেদের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, ইহার উত্তরও বেদমালা-লেখক দিয়াছেন,—

পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে সুসম্বনা (সুষুম্না) বেদ উৎপন্ন।—বেদমালা।

এই সুষুম্না বেদেরই দুই শাখা—নিলবেদ ও অনিলবেদ।

১। ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত, ৩ ঋক্।
২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩১ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৮৩ পৃষ্ঠা।

সুষুম্না বেদ, নিল ও অনিলবেদ

এক পক্ষের পণ্ডিতদের মতে বেদ কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা পণ্ডিতসমষ্টির রচিত গ্রন্থ নহে। সৃষ্টির আদি হইতে ব্রহ্মার মুখ হইতেই হউক বা প্রজাপতির ইচ্ছামতেই হউক, অশরীরী দৈববাণী আকাশে বাতাসে ইথারের সঙ্গে দিব্যলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন ঋষি তপঃপ্রভাবে ঐ সব বাণীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ভাষায় তাহাদিগকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ দৈববাণীই বেদমন্ত্র, আর ঐ ঋষি ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা। এইরূপে অসংখ্য বেদমন্ত্র ঋষিদের নিকট ধৃত বা প্রকট হইয়া গুরুশিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, এবং পরে উহা লিপিবদ্ধ হয়; এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি কার্য্যের সুবিধার্থ সমস্ত বেদমন্ত্রকে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নামে পরিচিত হন। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে তিন ভাগ করা হইয়াছিল, অথর্ব্ববেদ পরের বিভাগ।

সে যাহা হউক, অসংখ্য দৈববাণীর মধ্যে মাত্র কয়েকটাই ঋষিদের নিকট ধৃত হইয়াছে, এবং আরও কত বাণী ইথারের সঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহা এখনও কাহারও নিকট ধৃত হয় নাই। ইহা ছাড়াও যে সব মন্ত্র ধৃত হইয়াছিল, তাহাদেরও অনেকগুলি গুরুশিষ্যপরম্পরায় আসিতে আসিতে বিস্মৃত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র বেদের মোট ১১৩০ শাখার মধ্যে আজকাল মাত্র ১১শাখা পাওয়া যায়। সুতরাং এই অধৃত ও ধৃত—কিন্তু লুপ্ত বেদমন্ত্রগুলিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া একটী নাম দেওয়া যাইতে পারে। সাধু ভাষায় বলিতে গেলে যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা কল্পবেদ, আর যাহার বিষয় কল্পনা করা হইতেছে, তাহা কল্প্য বেদ। নাথ যোগিগণ এই কল্প্য বেদকেই সুসম্বনা বা সুষুম্নাবেদ আখ্যা দিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রকে যেমন নারীরূপে কল্পনা করিয়া প্রভাতে কুমারী, মধ্যাহ্নে যুবতী ও সায়াহ্নে বৃদ্ধারূপে ধ্যান করা হয়, বেদমালাতেও বেদসমষ্টিকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন বয়স নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। বেদমন্ত্রের নারীরূপ কল্পনা ঋগ্বেদের "জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ"[৩] এই মন্ত্র হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, এই কল্পিত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও কল্পনা করা হইয়াছে,—

> কর্ণে রিকিরর্ব্বেদ জত্রুরর্ব্বেদ নাশিকাতে।
> মুখে সামবেদ শুন ভুলানাথে॥
> চক্ষে অথরর্ব্বেদ নিলবেদ লিঙ্গে।
> শ্রীগুলিতে শসম্বেদ শুন অনাস্তধর্ম্মে॥—অনাদিপুরাণ।

এই ভাবটী অথর্ব্ববেদ[৪] হইতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।—

> "যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
> সামানি যস্য লোমানি অথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখম্॥"

৩। ১ম৷১২৪৷৭, ৪৷৩৷২, ১০৷৭১৷৪।

৪। ১০৷২৩প্র৷৪অ৷২০ মন্ত্র।

অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রাণস্বরূপ, যজুর্ব্বেদ হৃদয়স্বরূপ, সামবেদ লোমবৎ, এবং অথর্ব্ববেদ মুখ-স্বরূপ।

তার পর বেদমালামতে,—সামবেদ—(১) আনন্দমুখ, (২) প্রধান দেবতা—রুদ্র, (৩) শুক্লবর্ণ, (৪) দ্বিভুজ, (৫) যুবতীবয়স, (৬) তমোগুণে স্থিতি—প্রভু স্থানে সদা করে স্তুতি। যজুর্ব্বেদ—(১) নন্দনমুখ, (২) প্রধান দেবতা—বিষ্ণুদেবতা, (৩) কৃষ্ণবর্ণ, (৪) চতুর্ভুজ, (৫) কিশোরীবয়স, (৬) সত্ত্বগুণে স্থিতি—প্রভু স্থানে যোড় হাতে করে স্তুতি। ঋগ্বেদ—(১) তাম্রমুখ, (২) প্রধান দেবতা ব্রহ্মদেব, (৩) রক্তবর্ণ (৪) দ্বিভুজ, (৫) কুমারীবয়স, (৬) রজোগুণ—দ্বিভুজ আকৃতি, কৃষ্ণনামে আনন্দ হইয়া সদা করে স্তুতি। অথর্ব্ববেদ—(১) ধূম্রমুখ, (২) প্রধান দেবতা কৃষ্ণ গোঁসাই, (৩) পীতবর্ণ, (৪) শত ভুজ, (৫) বৃদ্ধ বয়স, (৬) মৃত্যু না হয় বায়ুমণ্ডলে স্থিতি, বীজরূপ হইয়া সদা করে স্তুতি। নিলবেদ—(১) প্রধান দেবতা—পার্ব্বতী, (২) ধরিত্রীতে স্থিতি। অনিলবেদ—(১) প্রধান দেবতা—শ্রীনাথ যতি—নিরঞ্জন প্রভু, (২) আকাশে স্থিতি।

নাথযোগিগণ চিরকালই দেহতত্ত্বের বিচারে সিদ্ধ ছিলেন। বেদের দেহ কল্পনা করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই;—সেই দেহের সূক্ষ্ম নাড়ী কল্পনারও প্রয়োজন। প্রত্যেক জীবদেহের প্রধান নাড়ী তিনটী। এই তিন যন্ত্র দ্বারাই শ্বাস প্রশ্বাস, রেচক, পূরক ও কুম্ভক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ও রেচক পূরকের কার্য্য চলিতেছে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সুষুম্না নাড়ীর কার্য্য হয় ধ্যানে বা মননে।

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর নাড়ী সুসম্বনা।
ত্রিকুলের মধ্যেতে জন্মিলা তিন জনা॥

*　　*　　*

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর নাড়ী সুষম্বনা।
তিন নাড়ী তিন রূপ হরি হর ব্রহ্মা॥

*　　*　　*

সুসম্বনার বাম ভাগে বৈসয়ে ইঙ্গিলা।
তাহার দক্ষিণভাগে বৈসয়ে পিঙ্গিলা॥
ডানি বামে গতাগতি করে দুই নাড়ী।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আছে সুসম্নারে বেড়ী॥

*　　*　　*

সুসম্বনা নাড়ী আছে শরীর বিস্তারি।
সুসম্বনার মধ্যেতে উত্থিতা সরস্বতী॥—হাড়মালা গ্রন্থ।

সুতরাং প্রত্যক্ষ বেদ, প্রত্যক্ষ নাড়ী, ঋক্ যজু ইড়া; সাম অথর্ব্ব পিঙ্গলা, আর কল্যবেদ সুষুম্না নাড়ী;—কল্যবেদ সুষুম্না বেদ। এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তিরই প্রতিধ্বনি দেখিতেছি,—

এবং বাঽরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ।
যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ॥—১৪।৫।৪।১০

অর্থাৎ এই মহান্ আকাশ অপেক্ষাও মহান্ পরমেশ্বর হইতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এ সব তাঁহা হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে।

সায়ণাচার্য্যকৃত বেদের টীকার উপক্রমণিকায়ও এই ভাবেরই কল্পনা দেখি,—"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।"

কল্প্য বেদ বা সুষুম্নাবেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কতকগুলি বেদমন্ত্র আজ পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই, ঋষিদের নিকট তাহাদের স্বরূপ এখনও প্রকট হয় নাই; হয় ত বা ভবিষ্যতে কোনও দিন হইবে। ইহা এখনও আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ইহার নামকরণ করা হইয়াছে অনিলবেদ; ইহার স্থিতি আকাশে।

আবার কতকগুলি মন্ত্র ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু বংশ বা শিষ্যপরম্পরায় আসিতে আসিতে কতক বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল,—শুদ্ধভাবে গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। স্মৃতি-বলে তাহাদের বা তাহাদের অংশবিশেষের সারভাগ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; আবার পুরুষপরম্পরায় প্রচলিত আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়াও কতকগুলির অনুশাসনের আভাসও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতির স্থানে স্থানে কচিৎ কতকগুলি বেদমন্ত্র পাওয়া যায়, যাহা নাকি প্রচলিত চতুর্ব্বেদের মধ্যে নাই। লুপ্ত বেদের যে অংশ এই পৃথিবীতেই পাওয়া যায়, তাহাকে সমষ্টি ভাবে নিলবেদ বলা হইয়াছে, তাহার "স্থিতি ধরিত্রীতে;"—দেহের লিঙ্গে।

এই "নিলবেদ" নামকরণের আর একটী কারণও থাকিতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বৈশম্পায়নের নিকট যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। একদা গুরু, শিষ্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বেদ প্রত্যর্পণ করিতে বলায় যাজ্ঞবল্ক্য উহা বমন করিয়া ফেলেন। বৈশম্পায়নের অন্যান্য কয়েক জন শিষ্য তিত্তির পক্ষীর ন্যায় সেই বমন উদরসাৎ করেন। এই বিকৃত আকারের যজুর্ব্বেদকে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বলা হয়। ঠিক সেই ভাবে যে বেদ যথাযথ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথচ একেবারে বিকৃতও বলা যায় না, তাহাকেই নিলবেদ বলা হইয়াছে।

বেদের দিক্ নির্ণয়

অথর্ব্ববেদ ও যজুর্ব্বেদে নানা দিকের বর্ণনা আছে। কেহ কেহ এই দিগ্‌বিভাগকে বৈদিক যুগের ভারতবর্ষের খণ্ড বিভাগও মনে করেন। প্রাচী বা পূর্ব্বদিকে সম্রাট্ নৃপতি, দক্ষিণদিকে ভোজনৃপতি, প্রতীচী বা পশ্চিম দিকে স্বরাট্ ও উদীচী বা উত্তর দিকে বিরাট্ নৃপতিদের দেশ; আর ধ্রুব মধ্যম দিকের নৃপতিদের, উপাধি রাজা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই পঞ্চ দিগ্‌বিভাগ। অথর্ব্ববেদের পঞ্চ উপবেদের বর্ণনাকালেও "প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীম্ উদীচীং ধ্রুবাম্ উর্দ্ধাম্ ইতি" অর্থাৎ পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, ধ্রুবসম্পাত উত্তর ও উর্দ্ধ, এই পঞ্চ দিক্; আর এই পঞ্চ দিকে যথাক্রমে সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাস-বেদ ও পুরাণবেদের স্থিতি।

এই মন্ত্রের[৫] ব্যাখ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ব্বাঞ্চলের নাগাদিগের জন্য সর্পবেদ, দক্ষিণের পেরিয়া প্রভৃতির জন্য পিশাচবেদ কি না, ঠিক বলিতে পারি না। নির্দ্দেশ ক্রমে তৃতীয় দিক্ পশ্চিমের—পারস্যাদির জন্য যে অসুরবেদ রক্ষিত হইয়াছিল, যাহার অস্তিত্ব এখনও প্রসিদ্ধ—তাহা বলিতে বিশেষভাবে প্রবৃত্তি হয়। আর সেই অসুরবেদই আবেস্তা; ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে।...ইতিহাসবেদ চীন প্রভৃতির জন্য; পুরাণবেদ সকল জাতিরই ঊর্দ্ধগতিদায়ক—এইরূপ অর্থ একান্ত অসঙ্গত নহে। চীনের প্রাচীনতা ও ইতিহাসপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ এবং পুরাণালোচনায় সদ্‌গতি লাভ সকলের পক্ষেই সম্ভবপর।"[৬] অনাদিপুরাণে লিখিত আছে,—

পূর্ব্বে রিক্ষিরবেদ শুনহ মহেশ্বর।
উত্তরে জত্বুরর্ব্বেদ শুনহ শঙ্কর॥
পশ্চিমে শামবেদ শুনহ শঙ্কর।
দক্ষিণে অথরর্পণাবেদ শুনহ শঙ্কর॥
ধর্ত্তি নিলবেদ শুন ভুলানাথ।
আকাশে অনিলবেদ কইলাম তুমাত॥

আবার বেদমালা মতে ঋগ্বেদ নৈর্ঋতে, সামবেদ চন্দ্রমণ্ডলে, যজুর্ব্বেদ বহ্নিমণ্ডলে, অথর্ব্ববেদ ঈশানে স্থিত।

তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা মত এখানে দিক্ ধরিয়া বেদকে জাতিবিশেষের সম্পত্তি মনে করিলে প্রমাদ ঘটিবে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রত্যেক দিকের এক একজন অধিপতির উল্লেখ দেখা যায়, সেই সেই দেবতা সেই সেই দিকের অধীশ্বর। যথা,—

পূর্ব্বেতে বন্দনা করি পূর্ব্বদিক্‌পতি।
পশ্চিমে বন্দনা করি দেব যদুপতি॥
দক্ষিণে বন্দনা করি দক্ষিণ সাগর।
উত্তরে কৈলাসে বন্দি দেব মহেশ্বর॥—ইত্যাদি।

ঠিক এই ভাবেই পবিত্র দেববাণী বেদকেও এক এক দিকের অধিপতি দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোন্ দিকের অধিপতি কোন্ বেদ, ইহা নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীরাজমোহন নাথ

৫। "স দিশোঽন্বৈক্ষত প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীম্ উদীচীং ধ্রুবাম্ ঊর্দ্ধ্বাম্ ইতি। প্রক্রমান্ পঞ্চ বেদান্ নিরমিমীত সর্পবেদং পিশাচবেদং অসুরবেদম্ ইতিহাসবেদম্ পুরাণবেদম্।"—শিলং বার্ষিকী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

৬। শিলং বার্ষিকী পত্রিকা, ১৩৪১ সাল, ৯ ও ১০ পৃষ্ঠা।

রাঢ়ী-বাংলার আলিপনা-চিত্র *

[শূরভূম ও গোপভূমের]

রাঢ়ী-বাংলার প্রাচীন লিপি আবিষ্কার

কতিপয় বৎসর হইতে প্রাচীন রাঢ়ী-বাংলার আদিম অধিবাসী—হড় (সামাতাল), কোল, হো, ওরাঙ্ প্রভৃতি প্রাকৃত জাতিগুলির ভাষা এবং সামাজিক ব্যবহারমূলক আচরণাদির বিষয় অবগতির জন্য, পশ্চিম-রাঢ়ের পাহাড়িয়া অঞ্চলে, অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছি। কালীপাহাড়ী ষ্টেশনের অনতিদক্ষিণস্থ ডামরা (ডামর) গ্রামে, তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্র নির্ব্বাচন করিয়া, মধ্যে মধ্যে অবস্থান করি। সেনপাহাড়ী, সেনভূম হইতে দুর্গাপুর এবং মানভূম, ধলভূম, বাঁকুড়া (মল্ল এবং শূরভূম) এবং পশ্চিম-বর্দ্ধমান ও পঞ্চকোট পাহাড়গুলি, আমাদের পর্য্যবেক্ষণ-সীমার অন্তর্গত।

ঘটনাচক্রে অবগত হই যে, বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তস্থিত (শূরভূম), বেহারীনাথ পাহাড়ে, একখণ্ড পাথরে, শস্য-গুচ্ছ এবং ছাগ-গবাদির খুরের মত চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সেই সময়ে মহেন্‌জোদাড় এবং হড়প্‌পায় আবিষ্কৃত মুদ্রা-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত থাকায়, উক্ত বেহারীনাথ পাহাড়ের চিত্রগুলি দেখিতে ইচ্ছা হয়। বাঁকুড়া জেলার কুজকুড়া গ্রামের অনতিসন্নিকটেই বেহারীনাথ পাহাড় এবং প্রাচীন বেহারীনাথ নামে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। কুজকুড়া গ্রামনিবাসী শ্রীমান্ গদাধর পসারী মহাশয়ের অনুগ্রহে, তাঁহার গৃহে গমন করি, এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতার নিকট অবগত হই যে, উক্ত পাথরখানি, তথায় 'দাউনী পাথর' নামে খ্যাত। জনশ্রুতি আছে,—শিব ঠাকুর যখন চাষ করিয়াছিলেন, তখন যে স্থানে শস্যাদি দাউনী করিয়াছিলেন, সেই স্থানেরই উক্ত পাথরখানি। বাঘ, বৃষ, মহিষ ইত্যাদির দ্বারা, উৎপন্ন শস্যাদির দাউনী (মাড়াই) করার জন্য, উক্ত পশু ও শস্যাদির চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

যথাকালে 'দাউনী-পাথর' দেখিতে যাই। বেহারীনাথ শিবমন্দিরের অনতিদক্ষিণে পাহাড়ের পাদদেশে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেঁদ (বন-গাব)-বনে, উক্ত পাথরখানি রহিয়াছে। প্রস্তর-খানি পাহাড় হইতে স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। প্রস্তরের দুই প্রান্তে যাহা উৎকীর্ণ আছে, উহার প্রতিকৃতি ৬ সংখ্যক চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী চিহ্নগুলি, প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দেখিয়া বোধ হইল, অপেক্ষাকৃত অগভীর চিহ্নগুলি, দীর্ঘকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তথায় একাধিক ভগ্ন দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* সন ১৩৪১, ১৫ই চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভিত্তি-চিত্র

১
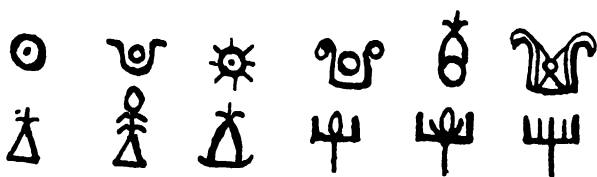
দ্বারদেশের বাজু ও কপালী চিত্র

২
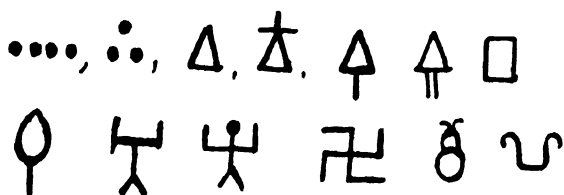
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের মাতৃকাচিত্র

৩
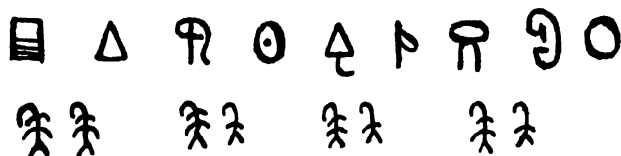
মকরসংক্রান্তির ব্রতচিত্র

৪
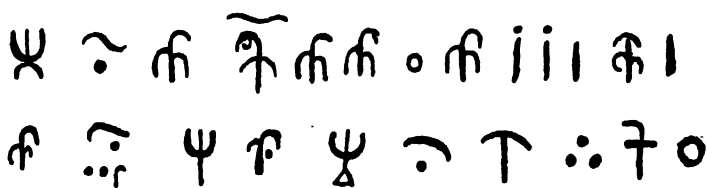
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর গাছ-চিত্র   বেহারীনাথ পাহাড়ের দাউনী-পাথর চিত্র-লিপি

৫

৬

দাউনী-চিত্রলিপির তিন-ত্রিভুজ চিত্র দেখিয়া, আমার আশার সঞ্চার হইল যে, এই পাথরে সৈন্ধবী চিত্রলিপির (সিন্ধুসভ্যতার ইতিহাস চিত্রিত) অনুরূপ চিত্রলিপি সম্ভবতঃ উৎকীর্ণ ছিল, কালে সকলই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

"ইণ্ডস সিভিলিজেশন" ইতিহাসের মুদ্রালিপির ১৯০ সংখ্যক মুদ্রালিপিতে উক্ত দাউনী চিত্রলিপির অনুরূপ চিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ২১৬ সংখ্যক মুদ্রালিপির মধ্যে, ৫ম চিত্রটি একেবারে দাউনী-লিপির অনুরূপ ; যথা—

॥ ॥ 216—

আমার মনে বিশ্বাস হইল, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই পশ্চিম-রাঢ়ের কোন না কোন স্থানে সৈন্ধবী চিত্রলিপির অনুরূপ লিপিচিত্র পাওয়া যাইবে। দাউনী লিপি আমাকে প্রাচীন বংভী-পূর্ব্ব লিপির সন্ধানে উৎসাহিত করায়, আমি দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। ক্রমেই আশা ফলবতী হইল। প্লেট CXIX, ২৫৩ মুদ্রায় তিনটি ত্রিভুজ একটি রেখার উপর 'হেলান'রূপে চিত্রিত আছে।

শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে রাঢ়ী-বাংলার গৃহিণীরা স্ব স্ব গৃহভিত্তিগাত্রে খড়িমাটি, গিরিমাটি ইত্যাদি দিয়া, বিবিধ আলিপনাচিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। পশ্চিম-রাঢ়ের কয়েকটি জেলার ভিত্তি-চিত্র সংগ্রহ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ভিত্তি-চিত্র (আলিপনা)-গুলির মধ্যে অধিকাংশই, সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির অনুরূপ।

ভিত্তি-আলিপনা-চিত্র(১ম)গুলির মধ্যে, ১ম, ৩য়, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ চিত্রগুলির, প্রায় অনুরূপ চিত্র সৈন্ধবী চিত্রলিপিমুদ্রাবিশেষে উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখা যায়।

ভিত্তি-চিত্র

(১সং) ১ম চিত্রলিপিটি, বংভী লিপির, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় হইতে, 'থ' বর্ণের অনুরূপ ; গুপ্ত যুগেও—তদনুরূপ চিত্র, থ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩য় চিত্রটি—থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাগুলি পৃথক্ অর্থবোধক।১ আসুরীয় চিত্রলিপিতে, পঞ্চরেখ নক্ষত্র-চিত্রকে 'নেতারু' বলা হইত, উহা ঈশ্বরবিজ্ঞাপক চিত্র। উহাই ভারতীয় 'নেত্র' বুঝাইত। ৯৬সংখ্যক সৈন্ধবী মুদ্রায়, ইহার প্রায় অনুরূপ চিত্র (মধ্যশূন্যহীন) বিদ্যমান আছে। ৭ম চিত্রানুরূপ চিহ্নটি, সৈন্ধবী মুদ্রালিপিবিশেষে দেখা যায়। বিশেষ বংভী লিপির (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দ হইতে) উক্ত চিত্র, স্বরবর্ণের 'এ' সদৃশ, গুপ্ত যুগের এ—প্রায় ত্রিভুজ আকৃতি। কায়েতীর এ স্বরবর্ণ ত্রিভুজাকৃতি (শীর্ষ নিম্ন)। সৈন্ধবী মুদ্রালিপি সংখ্যার ২৪৭ মুদ্রায়, তিনটি ত্রিভুজ পর পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সজ্জিত দেখা যায়। এবং আসুরীয় চিত্রলিপিতে ইহাই 'পর্ব্বত' অর্থ প্রকাশ করিত।

১০ম চিত্রটি জটিল, দুইটি পৃথক্ চিত্রের সমবায়ের চিত্ররূপ। সৈন্ধবী মুদ্রার ১৬৮ সংখ্যক চিত্র সবৃন্ত পদ্ম-কোরক তুল্য, এবং ৪২৯ মুদ্রার ৮ম চিত্রটি—

১। মীনোয়ান চিত্রলিপিতে, ঠিক এই চিত্র দেখা যায়।

এই চিত্রের অনুরূপ চিত্র সহ, ১৬৮ মুদ্রার উক্ত চিত্র যোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১১শ চিত্রটিও প্রায় উক্ত প্রকারের। ১২শ চিত্রটি ৪২৯ সংখ্যক সৈন্ধবী মুদ্রালিপির অনুরূপ।

রাঢ়ী-বাংলার ভিত্তিচিত্র(১)গুলির মধ্যে, কয়েকটি চিত্রের (আলিপনা) সহিত সৈন্ধবী মুদ্রালিপির ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বারদেশের বাজু (২টি) ও কপালী চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং সুন্দর, সাধারণতঃ সিন্দুর দিয়াই চিত্রিত করা হয়। উক্ত চিত্রগুলির ১ম চারি বিন্দুচিত্র—অতি প্রাচীন ভারতীয় মৃৎশবাধার (ও ভস্মাধার)-গাত্রে চিত্রিত দেখা যায়। যথা—

২য় চিত্র—তিনটি বিন্দু (ত্রিভুজের তিন কোণাস্ত ?), এই চিহ্ন বংভী-কুষাণ পর্য্যন্ত স্বর বর্ণের 'ই'-কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর বংভীর ইহাই 'ই' ছিল। অশোকের সকল অনুশাসন-লিপিতে (২টি বাদ) উহাই—ই। অশোকের গির্ণার পার্ব্বতীয় লেখ-মালায়—
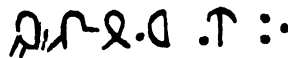
"ইয়ং ধংম লিপী"র ই-টি তিনটি বিন্দু মাত্র।২

৩য় এবং ৪র্থ চিত্র দুইটি, ভিত্তি-চিত্রের অনুরূপ। ৫ম চিত্রটি সৈন্ধবী মুদ্রার প্লেট Cxix 1 এর ১৬৮ সংখ্যক মুদ্রার প্রথম চিত্রলিপির অনুরূপ।

168.— ; H 3278 ; 324

উক্ত প্রকার চিত্র, একাধিক সৈন্ধবী মুদ্রায় দেখা যায়।

৬ষ্ঠ চিত্রটি, ৫ম চিত্রের প্রায় তুল্য, কেবল ত্রিভুজ চিত্রের নিম্নে দুইটি দণ্ডরেখার সমাবেশ মাত্র। ৪২ সৈন্ধবী মুদ্রালিপির ৪র্থ চিত্রটির প্রায় অনুরূপ, সেই চিত্রটি—

৪২— ; H 96— ; 339— ; ;
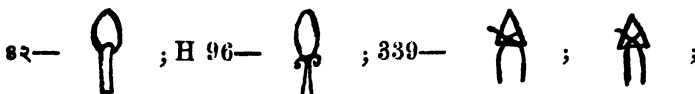
৭ম চিত্রটি, চতুর্ভুজ ; বংভী লিপির বর্গীয় 'ব' সদৃশ। গির্ণার লেখমালায়—

২। ইন্দোর যাদুঘরে রক্ষিত ভোজদেবের মহালক্ষ্মীমুদ্রাঙ্কিত তাম্রশাসনপট্টে উক্ত তিন বিন্দু ই উৎকীর্ণ আছে—'ইতি' শব্দে (উহা খ্রীঃ ১১শতাব্দীর লেখমালা)।

"বহুকং" এবং "বহুনি" শব্দের বর্গীয় 'ব' বর্ণের সদৃশ। প্লেট Cxix 1 এর H 52 মুদ্রায়—

২য় চিত্রটি—'বি', বর্গীয় ব-এ হ্রস্ব ই-কার যোগ বিজ্ঞাপিত করিতেছে, সুতরাং ৭ম চিত্রটির অনুরূপ চিত্র, সৈন্ধবী মুদ্রায় এবং বংভী বর্ণমালায় পাওয়া যায়।

৮ম চিত্রটি (সবৃন্ত পদ্মকোরক তুল্য), সৈন্ধবী মুদ্রায় দেখা যায়। প্লেট CXIX ১৬৮ সংখ্যক মুদ্রায়, উক্ত প্রকার চিত্র, যথা—

অশোকলিপিবিশেষে, ইহাই ঠ। অশোকলিপির ঠ-টি উল্টাইয়া দিলেই, বাংলার ঠ লিপির প্রায় অনুরূপ হয়।

৯ম চিত্রটি সৈন্ধবী মুদ্রায় (সং ৯৬, ১৯০) চিত্রে দৃষ্ট হয়। সামান্য পার্থক্য আছে।

১০ম চিত্রটি—৯মএর অনুরূপ, কেবল মধ্যের রেখা মস্তকে, একটি স্থূল বিন্দু যুক্ত আছে।

১১শটি—প্রসিদ্ধ স্বস্তিক চিহ্ন। ১৩শটি—সৈন্ধবী U এই চিত্রের রূপান্তর মাত্র। বংভীর গ-বর্ণের ⌒ সংস্থানভেদ। কানেড়ী (দক্ষিণদ্রাবিড়ী) লিপির 'গ' এবং বংভীর গ-চিত্রে বিশেষ প্রভেদ নাই।

মাতৃকাচিত্র (৩)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে উক্ত চিত্রগুলি, কলার 'পেটো'তে ধান দিয়া অঙ্কিত করা হয়। বর্দ্ধমান জেলার কালীপাহাড়ীর অনতিদক্ষিণস্থ ডামরা (ডামর ?) গ্রামনিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহানা মহাশয়[৩] উক্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া, চিত্র অঙ্কন করিয়াছি। তাঁহার গৃহে একখানি পুথির পাটায় ষোড়শ মাতৃকাচিত্র, পূর্ব্বপুরুষেরা ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা, উক্ত ১৬টি মাতৃকাচিত্র অঙ্কিত করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ৯টি চিত্রের বিবরণ দিলাম। নিম্নের চারি জোড়া চিত্র সম্বন্ধে তিনি বলিলেন,—উহা পুরুষ-চিত্র। মাতৃকা অর্থে স্বরাদি বর্ণমালাকেও বুঝায়।

চিত্র-বিবরণ

১ম চিত্রটি চতুর্ভুজ, অভ্যন্তর নিম্নে ৩টি সমতল রেখা দুই বাহুতে সংলগ্ন আছে। উহা সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতে একাধিক দেখা যায়। H ৮২ ; ৩২৪, ১৯০ ইত্যাদি মুদ্রায় দ্রষ্টব্য—সামান্য মধ্যবর্ত্তী রৈখিত চিত্রভেদ দেখা যায় মাত্র।

২য় চিত্রের বিবরণ দ্বারচিত্রে বলা হইয়াছে। ৩য় চিত্রটি—এখন পাঠোদ্ধার হয় নাই।

৩। পোষ্ট কালীপাহাড়ী, জেলা বর্দ্ধমান।

৪র্থ চিত্রটি,—বংভী (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় অব্দ হইতে ১ম শতক) লিপির—থ। ৫ম চিত্রটির বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সৈন্ধবী মুদ্রাসংখ্যা ৪০০তে, বংভীর থ চিত্রটি খোদিত আছে।

৬ষ্ঠ চিত্রটি,—প্লেট CXIXএর ৮ম সংখ্যক মুদ্রার ৭ম চিত্রের অনুরূপ। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উক্ত চিত্র দ্বারা ৫ম সংখ্যা বুঝাইত।

৭ম চিত্র,—ইহা ৪২ মুদ্রার ৪র্থ চিত্রের রূপান্তর মাত্র।

৮ম চিত্র—ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় তেলিঙ্গুর (গঞ্জামী) 'অ' বর্ণ। গঞ্জামী অ-

বর্ণের দণ্ডায়মান রূপ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতকে ৫০ সংখ্যা বিজ্ঞাপিত করিত। প্রায় (কিঞ্চিৎ ভেদ) উক্ত অ বর্ণ। সৈন্ধবী মুদ্রালিপিবিশেষে, উক্ত চিত্রের প্রায় অনুরূপ চিত্র দৃষ্ট হয়।

৯ম চিত্র—বৃত্তাকার, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী হইতে ১ম শতক পর্য্যন্ত উক্ত চিত্র ঠস্থানীয় ছিল। অশোকলিপিবিশেষের ঠ সবৃন্ত পদ্মকোরক তুল্যও দেখা যায়।

ষোড়শ মাতৃকাচিত্র দ্বারা, সৈন্ধবী লিপিতুল্য লিপি যে, প্রৌঢ়-রাঢ়দেশে একদা বিদ্যমান ছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলাম। অনুসন্ধানের ফলে, আরও কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেগুলিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মকরব্রত-চিত্র

সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছি, সেই বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি। এই ব্রত সমগ্র রাঢ়ী-বাংলার নারীসমাজে হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে বিশেষ-রূপে হয়। তথায় গৃহ-লক্ষ্মীরা তুলসীতলায়, উক্ত চিত্র-আলিপনা দিয়া ব্রত করেন। ব্রত-কথাও আছে, এবং প্রতি চিত্রে ফুল-জল দিয়া, যে মন্ত্র বা ছড়াবিশেষ বলেন, সেইগুলি দ্বারা প্রত্যেক চিত্রগুলির অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধির আশঙ্কায় তথাকথিত বিবরণ, এই প্রবন্ধে দিলাম না।

এই ব্রত-চিত্রের কতিপয় লিপি-চিত্র, সৈন্ধবী মুদ্রালিপির সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন এবং নাগ-লিপির (খর-ওষ্ঠী) সহিতও ইহার ঐক্য রহিয়াছে। ইহা নাগলিপি-প্রভাবিত বংভী-পূর্ব্বলিপি, এ কথা বলা যাইতে পারে।

সংক্রান্তি আলিপনার

১ম চিত্রটি সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতে দৃষ্ট হয়।

উক্ত প্রকার চিত্র সৈন্ধবী মুদ্রাবিশেষে উৎকীর্ণ আছে। ৯,১০,১১ ও ১৩ সংখ্যক চিত্রগুলি

বংভীর এক দাঁড়ি চিত্রিত—'র'। ৯ ও ১০ সংখ্যক চিত্রের উপরে বিন্দু চিহ্ন থাকায় উহা ং যুক্ত বুঝাইতেছে, সম্ভবতঃ 'রং রং'। ২০শ চিত্রটি বংভীর 'য' বর্ণের বিপরীত সংস্থানভেদ, অথবা খরোষ্ঠী লিপির—'য'।

২১শ চিত্রটি বংভী এবং সৈন্ধবী মুদ্রালিপির—ই। ২২শ চিত্রটি বংভীর—'রো'। অথবা নাগ-লিপির (খরোষ্ঠীর) 'ঢ' বর্ণ। উপরের বক্র রেখাটি সম্ভবতঃ (পৃথক্) খরোষ্ঠী লিপির ত। ২২শ চিত্রটি বংভীর—ঠ। সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতেও উক্ত চিত্র আছে। নিম্নের চিত্র দুইটির এখনও পাঠোদ্ধার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর গাছ-চিত্র

মধ্যস্থ যুগল দেবতা প্রতীক। প্রাচীন ভারতের মুদ্রাবিশেষে (পঞ্চ মার্ক-কয়েন) উক্ত প্রকার দুই ও তিনটি মূর্ত্তিপ্রতীক চিত্রিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

পরিশিষ্ট

পরিশেষে বক্তব্য এই,—সৈন্ধবী মুদ্রালিপির অনুরূপ চিত্রলিপি, প্রাচীন রাঢ়ী-বাংলা দেশে একদা সুপ্রচলিত ছিল, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সৈন্ধবী মুদ্রালিপির (মহেন্‌জোদাড় ও হড়প্‌পা-লিপি) অনুরূপ লিপি, সমগ্র ভারতে, বিশেষ প্রৌঢ়-রাঢ়দেশেও (মগধ, অংগ, বংগ) একদা সুপ্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধযুগপূর্ব্ব ভারতীয় লিপিবিশেষের সন্ধান ইতিপূর্ব্বে আর পাওয়া যায় নাই। সৈন্ধবী মুদ্রালিপির আবিষ্কারে, এবং রাঢ়ী-বাংলার তথাউক্ত লিপিবিশেষের আবিষ্কারে, অনায়াসে বলা যাইতে পারে, ভারতের সভ্য জনপদগুলিতে, সৈন্ধবী লিপিমালার অনুরূপ চিত্রলিপি নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। বংভী লিপি, সেই প্রাচীনতম লিপিরই পরবর্ত্তী বিকাশ।

কেহ কেহ বলেন,—"বৌদ্ধযুগে প্রচলিত লিপির সহিত সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির কোন কোনটির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, একই লিপি বলা চলে না।" তাঁহারা বলেন,—সৈন্ধবী সভ্যতার যুগ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৫০ অব্দের বা উহার সমসাময়িক কালের, এই কালের হাজার কয়েক বৎসর পরে, বৌদ্ধ ও অশোকলিপির (বংভীলিপি) কাল। মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কালের লিপির সন্ধান মিলে না, সুতরাং বংভী ও সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপি যে একই লিপি, ইহা সম্ভব নয়।

"ইনডস্ সিভিলিজেশনে"র (মহেন্‌জোদাড়) সর্ব্বোপরিস্থ স্তরটি কুষাণযুগের, ইহা উক্ত ইতিহাসেই আছে, সুতরাং উহা খ্রীঃ ১ম হইতে প্রায় ৩য় শতাব্দীর সংস্থিত স্তর। মহেন্‌জোদাড় পারিপার্শ্বিক স্থানে, একটি মন্দিরচূড়া মাত্র দৃষ্ট হইত। খনন করিয়া, উহার 'মেঝেয়' কতকগুলি মুদ্রালিপি প্রাপ্তি ঘটে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, উক্ত ইমারতটি বৌদ্ধ বিহার বা মঠ। সুতরাং উহা বৌদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী নয়। উহাতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি, অবশ্য সেই কালের। ক্রমে ৭ম স্তর উন্মুক্ত করিয়া, স্তরে স্তরে আরও কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার করা হয়। সকল মুদ্রাগুলির লিপি, প্রায় একই ধরণের। অতএব বিভিন্ন নিম্নস্তরস্থ মুদ্রাগুলির

সহিত, উপরিস্থ কুষাণস্তর পর্য্যন্ত, একই সম্বন্ধসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে—কখন সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হয় নাই। খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ অব্দ (বা কিছু পরবর্ত্তী) সৈন্ধবী সভ্যতার আদ্যকাল (যদিও ৭ম স্তরনিম্নে, লোকাবাসের চিহ্ন আছে), সমাপ্তিকাল প্রায় কুষাণকাল। অতএব এই সুদীর্ঘ কালের ধারাবাহিক মুদ্রায় (আবিষ্কৃত) যে সকল চিত্রলিপি উৎকীর্ণ আছে, ইহার অন্তঃসূত্র বৌদ্ধকালেই আবদ্ধ রহিয়াছে। বংভী লিপির সহিত, যে সকল সৈন্ধবী মুদ্রালিপি সম্পূর্ণ অনুরূপ, সেগুলি একই লিপি। বিশেষ রাঢ়ী-বাংলায় আবিষ্কৃত আলিপনা-লিপি সহ যখন কোন কোন লিপির ঐক্য রহিয়াছে, তখন সৈন্ধবী মুদ্রালিপিবিশেষ, এবং প্রৌঢ়-রাঢ়-লিপি (মগধ, অংগ, বংগ) একই।

উক্ত সূত্র অবলম্বনে, আমরা বংভী লিপির অবলম্বনে, সৈন্ধবী মুদ্রালিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছি।

মাতৃকা চিত্রলিপি

তদ্রূপ ব্রতলিপি অবলম্বনে কতিপয় চিত্রের অর্থ অবগত হইতে পারি। ষোড়শ মাতৃকা চিত্র-লিপির অর্থ ১৬শ মাতৃকা বর্ণনায় পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে মাতৃকা অর্থের পরিচয় আছে।

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা,
সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া,
দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি,
পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা
এবং কুলদেবতা।

এই ১৬টি দেবী। আদ্যা দেবী গৌরী। রাঢ়ী-বাংলার চিত্র-লিপি-কালে, 'গৌরী' শব্দের সম্ভবতঃ 'গোরী' বানান করাই হইত। 'হর-গোরী'র যুগল মূর্ত্তির নাম—'সোম'। অনুমান, 'সোম' অর্থ-বিজ্ঞাপক, ভাব-চিত্রলিপিই—প্রথম চিত্রটি। এই ১৬শ মাতৃকা চিত্রের ৯টি চিত্র প্রতীক, 'স্বধা' পর্য্যন্ত ধরা চলে। পূর্ব্বে দেবীরা, তথানামে প্রখ্যাত ছিলেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু তথাকথিত ভাবপ্রকাশক কোন শব্দ ছিল। গোরী, পদ্মা—তুল্য থাকা অসম্ভব নয়। সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতে, উক্ত লিপিতুল্য চিত্র বিদ্যমান আছে। সুতরাং সেই চিত্রগুলি, পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে, উক্ত দেবীবিশেষকেই বুঝাইত। ইহা দেবতা-প্রতীকচিত্র (ভাবচিত্রলিপি ?)।

তথালিখিত চিত্র-লিপির কাল ও বংভীলিপিপূর্ব্বকাল একই। সুতরাং এই উপায়ে, কতিপয় সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে। সংক্রান্তি আলিপনার প্রত্যেক চিত্রের পূজার মন্ত্র (ছড়া ?) দ্বারা, ২৫টি চিত্রের অর্থও পাওয়া যায়। সুতরাং ৩৪টি চিত্র-লিপির (প্রতীক) অর্থ অবগত হইতে পারিতেছি। 'মাতৃকা' অর্থে স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণমালাও বুঝায়। অষ্ট শক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, চণ্ডী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা, চর্চ্চিকা।

এই প্রবন্ধে যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইল, ইহা ছাড়া আরও যে সকল চিত্রলিপি আমরা পাইয়াছি, ভবিষ্যতে উহাদের বিবরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিদাস পালিত

শুদ্ধিপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বর্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 'মাঘমণ্ডল ব্রত' প্রবন্ধে—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
৭৭	৯	বাহিরে সূর্যের উপরে	বাহিরে ও উপরে সূর্যের ;
৭৮	১৪	প্রতিপদে চন্দ্র	প্রতিপদের চন্দ্র
”	২৭	সুন্দর বলিয়া	'সুন্দরবনিয়া'
৭৯	৮	ওড়িয়া খাড়ু	ওড়িয়া খড়ু
”	১০	আম শব্দের	আম শব্দ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

—— ০ ——

কলিকাতা

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৪১

একচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র